

প্রমেয়-রত্নাবলী ।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রণীত ।

কান্তমালা টীকা সহিত ।

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামিনা
অনুবাদিতা ।

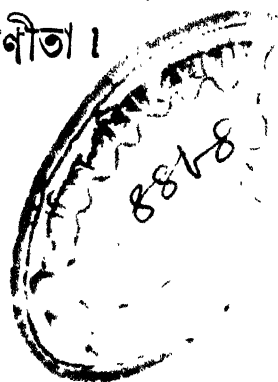
পরিশোধিতা প্রকাশিতা চ ।

কলিকাতা,—৬৬ নং বীডন্ স্ট্রীট ।

বীডন্ যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিতা ।

সন ১২৮৪ ।



বিজ্ঞাপন !

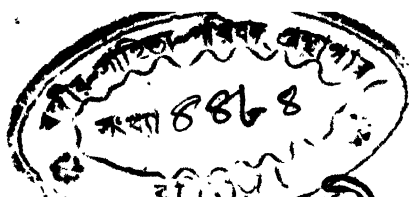
“প্রমেয়-রত্নাবলী,” মহানুভব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক
গ্রথিত দ্যাভূষণ মহাশয়, বেদান্ত শূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য প্রণয়নান্তর,
ভাষ্যে যে সকল প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে, সেই সকল প্রমেয় রত্নই ইহাতেও
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। “প্রমেয়-রত্নাবলী” অতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও মার ও
গৌরবাদি সদগুণ পরিপূরিত। ইহার সদগুণের পরিচয় অধিক কি বলিব।
যে এক একটি প্রমেয়রত্ন সঞ্চয় করিতে হইলে, অত্যন্ত দুঃসহ সেই ভাষ্য-
রত্নাকরের গভীর অভ্যন্তর প্রবেশ ব্যতিরেকে, কোন মতেই আর প্রাপ্ত
হইবার সম্ভব নাই! এমন কি বহু আয়াস পূর্বক ঐ রত্নাকরাভ্যন্তরে
প্রবিষ্ট হইয়াও, সকল গুলি একেবারেই যে লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়,
তাহাও অনিশ্চিত। এই “প্রমেয়রত্নাবলীতে” সেই প্রমেয় রত্ন গুলি
একত্রে সন্নিবেশিত থাকায়, সকলে অনায়াসেই হৃদগত করিতে সক্ষম হইবেন।
কিন্তু সম্প্রতি ইহাও সংস্কৃত ভাষানিবন্ধন, সর্বসাধারণের অসুবোধ, ও মুদ্রাঙ্কন-
বিষয়ে কেবল মূল অবলম্বনে সম্পূর্ণ প্রাক্কট অর্থ হওয়ার অসম্ভব বিধায়,
টীকার অনুযায়িক অনুবাদ করা হইয়াছে। এবং যে সকল ক্রতির, মত বিরোধ
ঘটিবার সম্ভব না থাকায়, টীকাতে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই সকল
ক্রতির ত্রিমংশকরাচার্যের ভাষ্য দৃষ্টে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহার অনু-
বাদে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।
কারণ এতাদৃশ দর্শনরূপ গ্রন্থের অনুবাদ কতদূর দুঃসহ, বোধ হয় সুবিজ্ঞ মাত্রেই
অবগত আছেন। তবে কেবল, যত দূর হয় সর্ব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার,
অভিলাষে এতাদৃশ দুঃসহ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সাধারণে গ্রহণ
করিলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব, কিমধিক মতি।

সাং কলিকাতা, সভাবাজার।

নন্দরাম সেনের গলি।

সন ১২৮৪*

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামিনঃ।



প্রমেয় রত্নাবলী ।

প্রথম প্রমেয় ।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেবোজয়তি ॥

জয়তি শ্রীগোবিন্দে। গোপীনাথঃ স মদনগোপালঃ ।

বক্ষ্যামি যস্য কৃপয়া প্রমেয়রত্নাবলীং নৃক্ষ্যাং ॥ ১ ॥

গৌড়োদয়মুপযাতস্তমঃ সমস্তং নিহন্তি যো যুগপৎ । জ্যোতিষ্কয়ো
হৃতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাজ্জলয়ঃ ॥ বিদ্যাভূষণাপরনাম্নাবলদেবেন
শ্রীগোবিন্দেকান্তিনাব্রহ্মনৃত্রেষু গোবিন্দভাষ্যভিধানং ব্যাখ্যানং বির-
চিতং ॥ অথকৈশিচ্ছিবৈর্ভাষ্য প্রেমেশাণি পরিপৃষ্ঠঃ স তানি সংক্ষে-
পাদ্ বক্ষ্যামি বিব্রাট্যৈতং পুৰুষৈ মঙ্গলমাচরতি জয়তীতি ॥ কীদৃশঃ
শ্রীগোবিন্দঃ ইত্যাহ গোপীনাথো বল্লবীকান্তঃ, মদয়তি মনাংসি ভক্তা-
নামিতি মদনঃ, গাঃপালয়তীতি গোপালঃ, ততঃ কৰ্ম্মধারয়ঃ । ক্ষুটার্থ-
মন্যং । প্রেষেণ ব্রহ্মটীকা মধিষ্টিতানাং শ্রীগোবিন্দাদি সংজ্ঞানাং নিখিল-
টীচন্যভক্তাভীষ্টানাং ত্রয়াণ্যগর্ভাবতারাণাং জয়াশংসনং । উভয়তঃ
প্রণতিলক্ষণমঙ্গলং কৃতং জয়তিনা তস্যাক্ষেপাং ॥ ১ ॥

মহানুভব বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রহ্মনৃত্রের গোবিন্দ-
ভাষ্য নামক ব্যাখ্যান রচনানন্তর, কতিপয় শিষ্য কর্তৃক,
গোবিন্দভাষ্যে কয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা পৃষ্ঠ
হওতঃ, অতি সংক্ষেপে সকলের বোধসৌকর্য্যার্থে সেই সমস্ত
প্রমেয় নির্ণয় করিবেন বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি নিমিত্ত
প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ।

ভক্ত্যাভাসেনাপিতোষণধানে ধৰ্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারি-
নামি । নিত্যানন্দাধৈত চৈতন্য রূপে তত্ত্বে তস্মি-
নিত্যমাস্তাং রতিনঃ ॥ ২ ॥

আনন্দতীর্থ নামা সুখময় ধামা যতি জীয়াং ।

সংসারার্ণব তরণিং যমিহ জনাঃ কীর্তয়ন্তি বুধাঃ ॥ ৩ ॥

পুনরপি তত্র রতি প্রার্থনং মঙ্গলমাহভক্ত্যেতি । তত্ত্বে পরমাত্মনি
কৃষ্ণে, “তত্ত্বং বাক্যপ্রত্যয়েদম্যং স্বরূপে পরমাত্মনীতিবিশ্বঃ ।
কীদৃশীত্যাহ ভক্ত্যাভাসেনাপীতি যথা পুঙ্খোদ্দেশেন নামোচ্চারণত্যা-
জানিলে তুষ্টি দৃষ্টৌ, ধৰ্ম্মাণামব্যাক্ষে প্রবর্তকে, নিত্যানন্দোদয়সা ভিন্নিতা-
নন্দঃ নাস্তিধৈতং দেহদেহিভেদোদয়সা তদধৈতং চ চৈতন্যং বিজ্ঞান-
ধেতিকৰ্ম্মধারয়ঃ, তদ্রূপেতদাত্মকে । পক্ষে, কলাবিশ্বিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ সংকৰ্ষণেন
শয়ুনাচসহিতোজনাগুদ্বার্জুদবততার । তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্ত্ব ইতি সংকৰ্ষ-
ণস্য নিত্যানন্দ ইতি শব্দোদ্ভৈতইতি নামাভূৎ, তস্মিন্ ত্রিরূপে তত্ত্বে নো
রতিব্রিত্য মাস্তাং । অন্যং প্রাগ্‌বৎ প্রমাণং ত্বত্রাকরগ্রন্থাদগ্রাহ্যং ॥ ২ ॥

অথ পূৰ্ব্বাচার্য্যং প্রণমত্যা নন্দেতি । আনন্দতীর্থ ইতি শ্রীমদ্বাচার্য্যস্য
নামান্তরং, যতিঃ পরিত্র ট, তরণিং নৌকাং ॥ ৩ ॥

ভক্তগণের মনোমদনকারী গোকুলপালক বল্লবীজনবল্লভ
সেই শ্রীমান্‌গোবিন্দ জয়যুক্ত হউন । যাঁর কৃপাবলে আমি
সূক্ষ্মা প্রেমের রত্নাবলী বিস্তার করিব ॥ ১ ॥

পূনৰ্ব্বার শ্রীকৃষ্ণে রতি প্রার্থনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ।
যিনি ভক্ত্যাভাসেও জীবের প্রতি আনন্দিত, ও যাঁহার নাম
উচ্চারণমাত্রে অখিল বিশ্ব নিস্তার প্রাপ্ত হয়, ও যিনি ধৰ্ম্ম-
প্রবর্তক । সেই নিত্যানন্দ অধৈত চৈতন্যরূপ তত্ত্বে আমা-
দিগের রতি নিতাই প্রবৰ্দ্ধিত হউক ॥ ২ ॥

ভবতি বিচিন্ত্য বিভূষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং ।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ ॥ ৪ ॥

যছুক্তং পদ্মপুরাণে ।

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ ।

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥

শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ ।

চত্বারস্তেকলৌ ভাব্যা হুৎকলে পুরুষোত্তমাঃ ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যপ্রমেয়ানি যতে লঙ্কানি, সা গুরুপরম্পরাধেয়েত্যাহ ভবতীতি ।
গুরুপরম্পরা দেশিকবংশঃ, “পরম্পরা পরীপাট্যাং সন্তানেহপিবধে কুটি-
দিতি বিশ্বঃ । নিরবকরা নির্দোষা, তস্যাদ্যানেন কিংসাদিত্যাহ, যয়া
পরম্পরয়া ধাতয়া ধাতুরেকান্তিত্বং সিধ্যতি হর্ষেকনিষ্ঠত্বং ভবতি, যেনৈ-
কান্তিত্বেন হরিতোষ উদয়তি । “তেষাং জ্ঞানীনিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্য-
তে । প্রিয়োহি জ্ঞানিনোত্যর্থ মহৎস চ মম প্রিয় ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর পূর্বাচার্যের প্রণাম করিতেছেন । আনন্দতীর্থ-
নামক সুখময় ধামস্বরূপ যে যতি, তিনি জয়যুক্ত হউন ।
বুধগণেরা যাঁহাকে সংসার সাগরের তরণিরূপে কীর্তন করিয়া
থাকেন ॥ ৩ ॥

ভাষ্যে নির্ণীত প্রমেয় সকল, যে গুরুপরম্পরা
হইতে লব্ধ হইয়াছে তাঁহাদিগের ধ্যান করা অবশ্য বিধেয়,
ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন ।

পণ্ডিতগণ নির্দোষগুরুপরম্পরা নিত্যই ধ্যান করিবেন ।
যে ধ্যান দ্বারা একান্তিত্ব লাভ হয়, এবং ঐ একান্তিত্ব হইলে
ভগবান্ হরির সন্তোষ উদয় হয় ॥ ৪ ॥

রামানুজঃ শ্রীঃস্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্গুণঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥ ৬ ॥

প্রমেয়োপদেশপথপ্রবর্তকশচত্বারঃ প্রাগভূবন্, তেভ্যো গন্ধাপ্রবাহ-
বদপরে প্রচরিতাঃ ॥ তদুপদিষ্টেন পথ্যে বিনা, মদ্রশাস্ত্রাদুপলব্ধা
বিষ্ণুমন্ত্রা মুক্তিদা ন ভবন্তি, অত্র পাদ্রবাক্যমাহ সংপ্রদায়েতি ।
শিষ্টানুশিষ্টগুরুপদিকৌ যার্গঃ সংপ্রদায়ঃ । শিষ্টত্বং বেদপ্রামাণ্যভ্যু-
পগন্তুত্বং । অতঃসংপ্রদায় বিহীনান্যং বিষ্ণুমন্ত্রাণ্যং জগন্নামপি বৈফ-
ল্যাক্রোতোঃ কলৌ তদারম্ভে সংপ্রদায়িনঃস্তে কেহভূবন্ তত্রাহ শ্রীতি,
পুরুষোত্তমাদিতি জগন্নাথ্যং তৎ প্রেরণাত্তৎক্ষেত্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

আদিভূতাস্তেচত্বারঃ স্বস্বসংপ্রদায়ান্ পৌড়ানু বীক্ষ্য স্ববংশেষু
তদুর্গ্যাংশ্চত্বরশ্চকুরিত্যাহ রামেতি । শ্রীলক্ষ্মীঃ স্বসংপ্রদায় প্রবর্তনক্ষ-
মতয়া রামানুজং স্বীচক্রে ক্ষুণ্টার্থমন্ত্যং ॥ ৬ ॥

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে ! যথা,

সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্রগণ বিফল হয়, অর্থাৎ তাহা-
দিগকে জপ করিলেও তাহারা ফল প্রদান করেন না ।
এই হেতু কলিযুগে চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্তক হইবেন ।
শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক, ইহারাই কলিযুগে পৃথিবীর পবিত্রতা
নিমিত্ত উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সম্প্রদায়প্রবর্তকরূপে
অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে, লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, কমলাসন মধ্বাচার্য্যকে,
মহাদেব শ্রীবিষ্ণুস্বামিকে, এবং সনক নিম্বাদিত্যকে, সম্প্রদায়-
প্রবর্তন নিমিত্ত শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা ।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্ ।

শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্মহরি মাধবান্ ॥

অমৃতভ্যজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞাননিধু দয়ানিধীন্ ।

শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয়ধর্মান্ ব্রহ্মাদবরং ॥

পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্যবাসতীর্থাংশ্চ সংস্কৃতম্ ।

ততোনক্ষীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদগুরুন্ ।

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ইতি ॥

ইতি গুরু পরম্পরা ॥ ৭ ॥

মুখ্যপ্রয়োজনভাণ্ডাং শ্রাদ্দিপারম্পরাং বিহায় স্বকীয়াং ব্রহ্মপরম্প-
রামাহ কৃষ্ণেতি । ব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণশিষ্যত্বং শ্রীগোপালপূর্বতাপন্যাং
বিস্কুটং । শ্রীমধ্বমুনের্বাদরায়ণশিষ্যত্বং ত্বৈতিহ্যপ্রসিদ্ধং । [মধ্ব-
শঙ্করো সহস্রবিদ্বদ্গোষ্ঠী মধ্যস্থৌ মণিকর্ণিকায়্য মনশনতয়া বিচারং
চক্রন্তঃ । তত্র নভসি নীলাব্র প্রখ্যাঃ সর্বৈর্দৃষ্টৌ ব্যাসৌ মধ্বমতং স্বীচকার
শঙ্করমতং ত্বতাংক্ষীদিতি প্রসিদ্ধং । তচ্ছিষ্যানিতি তস্য মাধবেন্দ্রস্য
শিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ । দেবমিতি মাধবেন্দ্রস্য
ঈশ্বরঃ, ঈশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইতি । ইশ্বরঃ ত্রয়াণাং প্রভূণাং বংশৈশ্বরি-
দানীভূতৈঃ সম্বধ্য স্বস্বগুরুপরম্পরা সর্বৈর্বৌদ্ধব্য ইতি দর্শিতং ।
যেনেতি শ্রীচৈতন্যেন ॥ ৭ ॥

সামান্যতঃ সম্প্রদায় প্রকৃতি কথনানন্তর প্রস্তুত স্বীয়-
গুরু পরম্পরা কাহিতেছেন । যথা ।

প্রমেষ রত্নাবলী ।

অথ প্রমেয়াণ্যাদিশ্যন্তে ।

শ্রীমধ্বঃপ্রাহ বিষ্ণুং পরতম মখিলান্মায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্‌হরিচরণজুষ স্তারতম্যঞ্চ তেষাং ।
মোক্শং বিষ্ণুজ্জিলাভং তদমল ভজনং তস্য হৃৎ
প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিত্রয়ক্ষেত্ৰ্যপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণ-
চৈতন্যচন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

এবং স্বগুরু পরম্পরামাখ্যায় তৎপ্রমেয়াণি ভাবত্বাদিশতি শ্রীমধ্ব-
ইতি । মধ্বোনিরস্মৎপূর্বাচার্যো বিষ্ণুং পরতম মখিলান্মায় বেদ্যঞ্চাহ ।
তস্য সর্বজীবাভিন্নতাং চিন্মাত্রাদ্বিতীয়তয়া ম্মায়লক্ষ্যতাঞ্চ নিরম্যতি
বিশ্বং ভেদঞ্চ সত্যমাহ । আবিদ্যাকত্বাৎ প্রপঞ্চ স্তদেদংশ মুষেতি পরোৎ-
প্রেক্ষিতং কুমতং নিরাকরোতি ইতর্থঃ । জীবান্ বন্ধ-মুক্তান্ নিত্য-
মুক্তান্ সর্বান্ হরিচরণজুষো হরের্দাসানাহ তেষাং হর্যাস্বকত্বং নিরা-

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তংশিষ্য কমলাদন, তংশিষ্য দেবর্ষি
নারদ, তংশিষ্য বেদবিদ্বরণ্য বাদরায়ণ, তংশিষ্য শ্রীমন্ম-
ধ্বাচার্য্য, তংশিষ্য শ্রীপদ্মনাভ, তংশিষ্য শ্রীমান্‌নৃহরি, তং-
শিষ্য শ্রীমান্‌মাধব, তংশিষ্য অক্ষোভ্য, তংশিষ্য জয়তীর্থ,
তংশিষ্য শ্রীজ্ঞানসিদ্ধু, তংশিষ্য দয়ানিধি, তংশিষ্য রাজেন্দ্র,
তংশিষ্য জয়ধর্ম, তংশিষ্য পুরুষোত্তম, তংশিষ্য ব্রহ্মণ্য,
তংশিষ্য ব্যাসতীর্থ, তংশিষ্য লক্ষ্মীপতি, তংশিষ্য শ্রীমাধ-
বেন্দ্র, তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্বরচাচার্য্য অষ্টৈতাচার্য্য, এবং নিত্য-
নন্দ, এই তিন জন জগদ্‌গুরু । ইঁহাদিগের সকলের চরণে
আমরা ভক্তিপূর্বক অভিবাদন করি । এবং শ্রীশ্বরচাচার্য্যের
শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদান দ্বারা অখিল জগৎ
নিস্তার করিয়াছেন, তাঁহার চরণ ভজনা করি ॥ ৭ ॥

করোতি তেষাং জীবানাং তারতমাং স্বরূপ সামো সত্যপি সাধনোক্ত-
 স্ত্রিতেঃ ফলৈঃ ঐবম্যমাহ । হ্রিদগ্ধি প্রতিপাদিতং ফলতোহপি সাম্যং
 নিরাকরোতি জীবানাং বিষ্ণুজিহ্বাভং বিষ্ণুসাক্ষাৎকারং মোক্ষ মাহ
 পরাভিমত্যাং তেষাং বিষ্ণুরূপাতাং নিরাকরোতি তস্য বিষ্ণোরমলং নিষ্কামং
 যদভজনং তৎতস্য মোক্ষস্য হেতুমাং ব্রহ্মাহমশ্যং তি জ্ঞানস্য মোক্ষ হেতুতাং
 নিরাকরোতি প্রত্যক্ষাদীনি ত্রীণি স্বমতে প্রমাণান্যাহ তেভ্যোহধিকান্যু-
 পমাদীনি নিরাকরোতি ইতোতান্তেব মধ্বমুনি স্বীকৃতানি নব প্রমেয়ানি
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি শুভদ্বয় গৃহীত দীক্ষাঃ স্বশিষ্যানুপাদিশতি । উভয়ত্র
 লট প্রয়োগস্তয়োঃ সত্ত্বাং “জগৎ প্রাগোন্মায়ুর্দেবোবিষ্ণোরেকান্তীতি কেনো-
 পনিষদি প্রাসঙ্গ্যং । যো হনুমান্সন্ শ্রীরাঘবেন্দ্রং ভীমঃ সন্ শ্রীবাদবেন্দ্রং
 মধ্বঃ সন্ পারাশর্য্যং শ্রীমুনীন্দ্রধ্বং তৎতন্মতপ্রতীপান্ খণ্ডয়ন্ প্রতোষ-
 যামাস । যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বর স্তথাপি তন্মতং সর্বোত্তমং বীক্ষ্য-
 তদন্বয়ে দীক্ষাং স্বীচকার লোক সংগ্রহেচ্ছুঃ । যত্র বিশুদ্ধং দ্বৈতং হরে-
 রাত্ম মূর্ত্তিত্বাদিতি চ বর্ণ্যতে ॥ ৮ ॥

এইরূপে গুরুপরম্পরা নির্ণয়ানন্তর স্বীয় পূর্বাচার্য্য-
 প্রদর্শিত প্রমেয় সকল দর্শাইয়া কহিতেছেন ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়া ও লোক সংগ্রহ
 নিমিত্ত, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রণীত মতই সর্বোত্তম বিবেচনায়
 স্বীকার করতঃ উপদেশ দিতেছেন । আগাদিগের পূর্বাচার্য্য
 শ্রীমধ্ব মুনি কহেন । একমাত্র বিষ্ণুই পরমতম বস্তু, এবং
 বেদ বেদ্য, এবং এই বিশ্ব ও তদগত ভেদ সত্য । এবং
 বন্ধমুক্ত ও নিত্য মুক্ত এই উভয়বিধ জীবমাত্রেই ভগবান্
 হরির দাস । এবং যদ্যপিও তাহাদের ভেদ নাই, তথাপি
 সাধন জনিত ফল বিশেষ হেতুক, তারতম্য_অবশ্যই স্বীকার্য্য ।
 এবং ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ লাভই পরম মোক্ষ, ও কামনা শূন্য

তত্র শ্রীবিষ্ণোঃ পরতমত্বং । যথা শ্রীগোপালোপনিষদি ।

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎতং রসেৎতং

ভজেৎতং যজেৎ ॥ ইতি ॥

শ্বেতাস্থতরোপনিষদি চ ।

জ্ঞাহাদেবং সৰ্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যু-
প্রহাণিঃ । তস্যাবিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে-

বিশ্বেশ্বৰ্য্যং কেবলমাপ্ত কামঃ ॥ ইতি ॥

এতদ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবানুসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং

হি কিঞ্চিৎ ॥ ইতিচ ॥

শ্রীগীতাসুচ ॥

মতঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥ ইতি ॥ ৯ ॥

এবমুদ্ভিষ্টানি প্রমেয়ানি ক্রমাৎ সপ্রমাণানি কল্পুং প্রবর্ত্ততে, তত্র
শ্রীবিষ্ণোরিত্যাদিভিঃ । পরতমত্বং শ্রেষ্ঠতমত্বং । তস্মাদিতি পূর্ব্বোক্তা-
দর্থ প্রচয়াদ্ধেতোঃ তৎসমস্ততদ্ব্যাপ্তয়া দেহাসমুৎপাদয়েৎ স্বরেৎ, রসেৎ
তাহার চরণ ভজনই একমাত্র মোক্ষের হেতু । এবং
প্রত্যক্ষাদি তিনটি মাত্রই প্রমাণ ॥ অর্থাৎ ঈশ্বরের সৰ্ব্বজীব
সহিত অভিন্নতা, ও চিন্মাত্রা দ্বিতীয়তা হেতুক বেদ লক্ষ্যতা,
এবং অবিদ্যাকার্য্যতা হেতুক প্রপঞ্চ ও তাহার ভেদ মিথ্যা,
এবং জীবের ভগবৎ স্বরূপত্ব, এবং ত্রিদণ্ডি প্রতিপাদিত জীবের
পরস্পর ফলগত সাম্য, এবং মোক্ষাবস্থায় জীবের বিষ্ণু রূপত্ব,
এবং জ্ঞানই এক মাত্র মোক্ষের হেতু । এবং প্রত্যক্ষ
অনুমানশব্দ এই তিন প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত উপমান
প্রভৃতি প্রমাণ স্বীকার্য্য ইত্যাদি পরমতৎখণ্ডন পূর্ব্বক, স্বমতে
নয়টি প্রমেয় নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

জপেৎ, ভজেৎ পরিচরেৎ, যজেৎ অর্চয়েৎ ॥ জ্ঞাস্তেতি । শাস্ত্রাৎ সদ্গুরুভ্যঃ, দেবংপরেঃ জ্ঞাত্বাবস্থিতস্ত মুমুক্শোঃ সর্বেষাং দেহদৈহিকমমতাশানাং হানি-
 র্ভবতি । তৎপাশজন্মে ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈর্বিশিষ্টস্য তস্যা প্রারন্ধ ভোগ পূর্ত্তে পুনঃ-
 পুনর্জায়মানস্য জন্মমৃত্যুপ্রাণি ভবতি । বিভালীদস্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মা-
 দিনা হুংখং তস্য ন ভবতীত্যর্থঃ । অথোত্তরোত্তরং তস্য দেবস্যাভিধানাৎ
 দেহস্য লিঙ্গশরীরস্য ভেদে বিনাশে সতি চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং
 পদং স দেবধ্যায়ী লভতে বিমুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ । কীদৃশং তৃতীয়ং তদিত্যাহ,
 বিশেষার্থ্যং কৃৎস্নবিভূতিকং, কেবলং প্রকৃত্যাম্পৃষ্টং, ততঃ স দেবধ্যায়ী আপ্তকামঃ
 পূর্ণাভিলাসো ভবতি । এতদ্দেবাত্মকং বস্তু জ্ঞেয়ং, অতঃ পর মন্যদেদিতবাং
 কিকিন্নাস্তি তসৌব পারতম্যাৎ ॥ মত্তইতি । পরতরং মত্তোহন্যাং কিকিন্নাস্তীতি
 মাসেব সর্বোত্তমং বিদ্বীত্যর্থঃ । পরমেব পরতরং স্বার্থে প্রত্যয়ঃ তর ॥ ৯ ॥

প্রথমতঃ সামান্যাকারে নয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত করিয়া
 ক্রমশঃ প্রমাণ সহকারে নির্ণয় করিতেছেন । তন্মধ্যে, “ভগ-
 বান্ বিষ্ণুই পরতম বস্তু ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন । যথা ।
 গোপাল উপনিষদে । “কৃষ্ণই একমাত্র পরম দেব; অতএব
 তাঁহার চিন্তন করিবে, তাঁহারই জপ করিবে, এবং তাঁহারই
 প্রেম পূর্ব্বক আরাধনা করিবে” । শ্বেতাশ্বতরউপনিষদে ও
 কহিয়াছেন । যথা, “ যিনি সদ্গুরুর নিকটে পরমেশ্বর তত্ত্ব
 অবগত হইয়াছেন, তাহার দেহ দৈহিক মমতাদিপাশহানি,
 ও মমতাদি পাশহানি হইলে, সেই পাশজন্ম ক্লেশ সকল
 সমূলে ক্ষীণ হয়, অতঃপর জন্ম মৃত্যুর ও হানি হয় । (অর্থাৎ
 পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু রূপ ঘোর সংসার সাগর হইতে অনা-
 য়াসে উত্তীর্ণ হয়) অনন্তর উত্তরোত্তর ভগবানের অভিধ্যান
 দ্বারা লিঙ্গ শরীরের একেবারে নাশ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রা-
 কৃত ভাগবত পদ প্রাপ্ত হওতঃ পূর্ণাভিলাস হয়েন । অতএব

হেতুহা দ্বিভূ চৈতন্যা নন্দহাদিগুণাশ্রয়াৎ ।

নিত্যলক্ষ্মাদি মত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ ॥ ১০ ॥

তত্র সৰ্ব্বহেতুত্বং, যথাহঃ শ্বেতাস্থতরাঃ ।

একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃস্বভাবানুধি-
তিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ইতি ॥

যৈ হেতুভি বিষ্ণোঃ পারতম্যং তানাহ হেতুহাদিভি । হেতুত্বং প্রপঞ্চ-
নিমিত্তোপাদানত্বং । তত্র পরাখ্যশক্তিমন্বেন নিমিত্তত্বং, প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি-
মন্বেন তুপাদানত্বং বোধ্যং, ক্ষুটার্থমন্যং ॥ ১০ ॥

এক ইতি । সদেবো ভগবান্ একঃ সর্বোত্তমঃ, অতো বরেণ্যঃ পূজ্যঃ,
যোনীনাং প্রধানমহাদীনাং কারণ তত্ত্বানাং স্বভাবান্ স্বরূপাণি একঃ
সহায়রহিতঃ পরাখ্যশক্তিবিশেষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ বশে সংস্থাপন্যতি । “একেমুখ্যান্য
কেবলা” ইত্যমরঃ । “যোনিঃসাদাকরেভগে ইতিবিশ্বঃ । “যোনিঃ কারণে

এক মাত্র এই পদম বস্তুই জ্ঞেয়, ইহা হইতে অতিরিক্ত আর
কিছুই বেদিতব্য নাই ” ॥ ইতি ॥

এবং শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে । যথা, “হে
ধনঞ্জয়! আমা হইতে পরতম বস্তু আর কিছুই নাই” ॥ ৯ ॥

অনন্তর যৈ সকল হেতু দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতম
বস্তু, সেই সকল হেতু বিন্যাস পূর্বক কহিতেন । পরাখ্য-
শক্তি দ্বারা যিনি নিমিত্ত, ও প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি দ্বারা
উপাদান কারণ, এবং যিনি বিভূপদার্থ, ও চৈতন্যানন্দহাদি
গুণগণের আশ্রয়, এবং নিত্য লক্ষ্মাদি বিশিষ্ট । সেই
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতম বস্তু অভিষত ॥ ১০ ॥

তন্মধ্যে ভগবানের সর্বহেতুতা, প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক
কহিতেছেন । যথা শ্বেতাস্থতরোপনিষদে, “সর্বোত্তম এক-

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ

পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্যঃ ॥ ইতিচ ॥

বিভুচৈতন্যামন্দত্বং, যথা কাঠকে ।

মহন্তং বিভুমাাত্রামং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ইতি ॥

ভগ তান্নয়োৱিতি হেমশ্চ ।’ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যমরঃ । যদ্বা একন্তেভোগ-
হন্যন্তদস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ বচ্যেতি । যো দেবঃ স্বভাবং তেষাং প্রধানাদীনাং
স্বরূপানি পচতি মহাদাদি কার্য্যাবির্ভাবকতয়া আভিমুখ্যং নয়তীত্যর্থঃ । পাচ্যাং-
স্তদাভিমুখ্যযোগ্যান্ সর্বান্ প্রধানাদীনর্থান্ যো দেবঃ পরিণাময়েন্নহাদ্যবস্থাং
নয়েদিত্যর্থঃ । এবং পরাখ্যশক্তিবেশো যো বিশ্বনিমিত্তং, স এব প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ-

মাত্র পূজ্য সেই ভগবান্ প্রধানাদি কারণ তত্ত্বদিগকে, আপন
স্বরূপ পরাখ্য শক্তিদ্বারা, স্বয়ং অস্পৃষ্ট থাকিয়া, স্ববশে সংস্থা-
পিত করেন । এবং যিনি সেই সকল কারণ তত্ত্বদিগকে
কার্য্যাবির্ভাবকতা বিষয়ে আভি মুখ্য প্রাপ্ত করান্ । এবং
তদাভি মুখ্য যোগ্য প্রধানাদি তত্ত্বকে যে ভগবান্ পরিণামিত
অর্থাৎ মহাদাদি অবস্থা প্রাপ্ত করান্ ।

এই রূপে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাখ্য শক্তি দ্বারা বিশ্বের
নিমিত্ত কারণ, এবং প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিদ্বারা উপাদান
কারণ হয়েন, ইহা প্রতিপাদিত হইল ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূত্ব ও চৈতন্যামন্দত্বাদি গুণাশ্রয়ত্ব
কহিতেছেন । কঠোপনিষদে । যথা, “মহান্ অর্থাৎ পূজ্য
এবং বিভু যে আত্মা, তাঁহার উপাসনা করিলে পুনর্ব্বার আর
শোক ভাজন হইতে হয় না” ইতি ।

যদি বল ইহা দ্বারা কেবল বিভূত্ব প্রাপ্ত হওয়া গেল,

বিজ্ঞানস্বরূপত্ব মাত্মশব্দেন বোধ্যতে ।

অনেন মুক্তগম্যত্ব ব্যুৎপত্তে রিতি তদ্বিদঃ ॥ ১১ ॥

বাজসনেয়িনশ্চাত্ত্বঃ ।

বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম রাতি দাঁতঃ পরায়ণং ॥ ইতি ॥

শক্তিবিশো বিশ্বযোনি জগৎপাদানমিত্যর্থঃ । মহাস্তং পূজ্যং মত্বা জ্ঞাত্বা উপাস্ত্ব চেত্যর্থঃ । নবস্বাদ্বাক্যাদিভূত্বং প্রাপ্তং চৈতন্যানন্দত্বং ন প্রাপ্যতে ইতি চেত্তদ্রাহ । বিজ্ঞানেতি, অত্যাতে লভ্যাতে যুক্তৈরয় মিত্যাশ্রা, অততেঃ কর্ণাণ মনিণ্ । মুক্তাঃ খলু তাদৃশমেবতং ধারয়ন্তি লভন্তে চেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তথাত্ত্বে বাচনিকমাহ বিজ্ঞানমিতি । দাতু র্যজমানস্য রাতিঃ ফলার্ণকং তমেক-মিতিক্ষু টার্থং ॥ নহু মূর্ত্তত্বং চিৎস্বথবস্তুনঃ কথং তদ্রাহ মূর্ত্তত্বমিতি । ভৈরবাদে-রাগস্ত গান্ধর্ষবাসিতে শ্রোত্রে যথা মূর্ত্তত্বং প্রতীতং, তথা ভক্তি ভাবিতে মনসি তস্ত তত্ত্বমিত্যর্থঃ । বিজ্ঞানঘনা নন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠ-

চৈতন্যানন্দত্বাদি গুণাশ্রয়তা প্রাপ্ত হয় নাই । তন্নিমিত্ত কহি-তেছেন ।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন । “ যিনি মুক্তপুরুষ-গণের প্রাপ্য * ” এই ব্যুৎপত্তি লভ্য আত্ম শব্দ দ্বারাই ভগ-বানের বিজ্ঞান স্বরূপত্ব স্বতঃসিদ্ধই লাভ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

পূর্বোক্ত অর্থই পুনর্ব্বার স্পষ্ট শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শাইয়া দৃঢ় নিবন্ধ করিতেছেন । বাজসনেয়উপনিষদে, ‘ ভগবানের সচ্চিদানন্দ ময়ত্বাদি কহিয়াছেন । যথা, “ বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই যজমান সম্বন্ধে কর্ম ফল প্রদান করেন ” ইতি ।

* অত্যাতে লভ্যাতে যুক্তৈরয় মিত্যাশ্রা । মুক্ত পুরুষগণ যে আত্মাকে লাভ করিয়া আর সংসার যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন না, সেই আত্মা বিজ্ঞান স্বরূপ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥

শ্রীগোপালোপনিষদিচ ।

ভস্মেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ॥ ইতি ॥

মূর্ত্ত্বং প্রতিপত্তব্যং চিৎসুখশ্চৈব রাগবৎ ।

বিজ্ঞানঘন শব্দাদি কীর্ত্তনাচ্চাপি তস্য তৎ ॥

দেহদেহিভিদা নাস্তী ত্যোতেনৈবোপদর্শিতং ॥ ১২ ॥

তীতি গোপালোপনিষদি ব্রহ্মণি বিজ্ঞান ঘনাদিশব্দ প্রয়োগাচ্চ তস্মত্ত্বং ।
মূর্ত্ত্বং ইতি সূত্রেণ কাঠিৎসুখং হস্তরপ্রত্যয়ো ঘনশচাদেশোহমুশিষ্টঃ, সৈন্ধব-
ঘনইতি তস্মাদাহরণং তদ্বদনচিন্ত্য শক্তি সিদ্ধং বোধ্যং । দেহদেহীতি, এতেন
চিৎসুখবস্তুনঃ মূর্ত্ত্বমর্থনেন পরেশে দেহদেহিভেদো নাস্তীতি চোক্ত-
মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

এবং গোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত আছে । যথা,
“সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র গোবিন্দকে জানিবে”
ইতি ॥

এক্ষণে, যদিও আশঙ্কা হয় যে, চিদানন্দরূপ বস্তুর বিগ্রহ-
বদ্ধাদি কিরূপে হইতে পারে? অতএব কহিতেছেন ॥

চিদানন্দস্বরূপ বস্তুর ও মূর্ত্ত্বমাত্র অবশ্য স্বীকার করিতে
হইবে । যেরূপ তৈরবাদি রাগের মূর্ত্ত্বমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের
প্রতীত হইয়া থাকে । সেইরূপ ভক্তিভাবিত মানসে চিদা-
নন্দ বস্তুরও মূর্ত্ত্বি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় । এবং শ্রুতিতে “বিজ্ঞানঘন”
“আনন্দঘন” ইত্যাদি ঘনশব্দ প্রয়োগবশতঃ তাঁহার বিগ্রহ-
বদ্ধ সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব চিদানন্দ বস্তুর যখন মূর্ত্ত্বিমাত্র
নির্দ্ধারিত হইল । তখন সেই ভগবদ্ বিগ্রহে দেহ ও দেহী
ইত্যাকার ভেদ ও হিতরাং নিরস্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

মূর্ত্তসৈব বিভূতং, যথামুগুকে ॥

বৃক্ষইষ শুকো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ
সৰ্বং ॥ ইতি ॥

দ্যুহোপি নিখিলব্যাপীত্যাখ্যানান্মূর্ত্তিমান্ বিভূতঃ।

যুগপদ্যাত্বন্দেষু সাক্ষাৎ কারাচ্চ তাদৃশঃ ॥ ১৩ ॥

নমু মূর্ত্তসে বিভূতং নস্তাৎ তত্রাহ মূর্ত্তসৈবেতি । বৃক্ষ ইতি একঃ সৰ্ব্বা-
ধ্যক্ষঃ পুরুষো হরি দিবি পরব্যোমি তিষ্ঠতি, সখলুশ্বেতর সৰ্ব্বনমস্ত্র্যাৎ বৃক্ষ ইব-
শুকঃ কঞ্চিদপি প্রতিনম্রো নেত্যাৎ । তেনৈকেন পুরুষেণ সৰ্ব্বমিদং জগৎ পূর্ণং
ব্যাপ্তং । অত্র পুরুষো দিবি তিষ্ঠতীতি মূর্ত্তং । তেনেদং পূৰ্ণমিতি তস্মৈব বিভূ-
তমগতং । মিথোহতিদূরেষু ধাত্বন্দেষু স্নিক প্রেমসু যুগপৎ তস্ত প্রত্যক্ষত্বাচ্চ
তস্ত মূর্ত্তস্ত বিভূতং, নচধাবন্ সন্নিদধ্যাৎ যোগপদ্য বিরোধাৎ ॥ ১৩ ॥

যদি বল মূর্ত্তিমান্ বস্তুর বিভূত্ব কিরূপে হইতে পারে ?
তাহাতে কহিতেছেন । ঈশ্বর মূর্ত্তিমান্ হইয়াও বিভূ হইয়েন ।
ইহা মুগুক উপনিষদে স্পষ্টই কহিয়াছেন । যথা, “সৰ্ব্বাধ্যক্ষ
এক মাত্র সেই হরি বৃক্ষের ন্যায় সকলের নমস্য হইয়া পর-
ব্যোমে অধিষ্ঠিত আছেন । কিন্তু সেই এক পুরুষ কর্তৃক
নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত আছে” ॥ ইতি । এস্থলে ভগবান্
পুরুষাকারে পরব্যোমে অধিষ্ঠিত, অথচ তৎকর্তৃক এই নিখিল
জগৎব্যাপ্ত, ইহা কহাতে ভগবান্ মূর্ত্তিমান্ অথচ নিখিল
জগদ্ব্যাপা, ইহাস্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ॥

এবং যখন বহু বহু ভক্ত গণের প্রেম পূরিত মানসে এক-
কালে আবির্ভূত হইয়া পৃথক্ রূপে প্রত্যেকের সাক্ষাৎ-
কৃত হইতেছেন, তখন তাঁহার তাদৃশ মূর্ত্তিমত্ত ও বিভূত নিয়-
তই স্বভাব সিদ্ধ ॥ ১৩ ॥

শ্রীদশমেচ ।

নচান্ত নবহি যন্ত নপূর্বং নাপি চাপরং ।

পূর্বাপরং বহিশ্চান্ত জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥

তং মহাত্মাজ মব্যক্তং মর্ত্যালিঙ্গ মধোক্ষজং ।

গোপিকোলুথলে দান্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ইতি ॥

নচান্তরিতি । যন্ত অন্তর্বহিরাদি দেশ পরিচ্ছেদো না ঠাতো যো জগতঃ পূর্বা-
দিষু দেশেষু যুগপদন্তি, যচ্চ স্বশক্ত্যা জগন্ময় স্তমাত্মজং গোপী যশোদা সাপ-
রাধং মহা উলুথলে দান্নাববন্ধ । তং কীদৃশং ইত্যাহ, মর্ত্যালিঙ্গং দ্বিভূজ মনুষ্যা-
কৃতিং, অধোক্ষজং ত্যক্তৈন্দ্রিয়কল্পং স্বানুবন্ধিস্থবন্তং ইত্যর্থঃ ॥ প্রাকৃতং
সথৈত্যাভ্যন্তেবিজ্ঞানবনত্বং স্পষ্টং, বিভোরেব মূর্ত্ত্বক ॥ ময়েতি । অব্যক্তমূর্ত্তিনা
প্রত্যগ্বিগ্রহেণ ময়েদং সর্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং সর্বভূতানি মৎস্থানি ময়া ধূতানি
নচাহং তেষু অবস্থিতঃ তৈ ধূতো নাহং । তানিচ ভূতানি কলসে জলানীব ময়িন

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধেও উক্ত আছে । যথা, যাঁহার
অন্তর বাহির ও পূর্বাপরদেশ পরিচ্ছিন্নতা নাই, কিন্তু
যিনি জগতের অন্তর বাহির ও পূর্বাপর বর্তমান । এবং
যিনি নিজ শক্তি দ্বারা সমস্ত জগন্ময় হইয়াছেন । সেই মনুষ্যা-
কার অধোক্ষজ (অর্থাৎ স্বানুবন্ধি স্থবিশিষ্ট) তনয়কে,
শ্রীযশোদা মাতা অপরাধী বোধ করিয়া, দামদ্বারা উদুখলেতে
প্রাকৃত বালকের ন্যায় বন্ধন করিয়াছিলেন” । এস্থলে
“প্রাকৃত বালকের ন্যায়” এইরূপ প্রয়োগেই তাঁহার বিজ্ঞানঘ-
নত্ব, এবং বিভূ হইয়া ও যে তিনি মূর্ত্তিমান্ ইহাস্পর্কই
প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥

এবং ভগবদ্ গীতাতে ও কহিয়াছেন । যথা, “অব্যক্ত
মূর্ত্তি আম কর্তৃক এই জগৎ সমস্তই ব্যাপ্ত আছে, এবং আমিই

শ্রীগীতাত্মক ॥

ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মংস্থানি সৰ্বভূতানি নচাহং তেষবস্থিতঃ ॥

নচ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ ইতি ॥

অনন্ত্যা শক্তি রন্তীশে যোগশব্দেন যোচ্যতে ।

বিরোধভঞ্জিকা সা সাদৃশ্যাদিতি তদ্বিবিদাং মতং ॥ ১৪ ॥

ধূতানি কিন্তু মৎসংকল্পেনৈব তানি ধূতানি ইতি ভাবেনাহ, নচ মদিতি । নহু
কথমেবং সম্ভবেদিতি চেত্তদ্রাহ পশ্যতি । ঈশ্বরস্ত মমাসাধারণং যোগং
পশ্যতি । যুক্ত্যতে হৃষ্টেষু কার্যোষ্মেনেনেতি ব্যাপ্তে রচিত্ত্যা শক্তি-
যোগঃ ॥ ১৪ ॥

সমস্তভূতগণকে ধারণ করিয়াছি । কিন্তু আমি তাহাদের
কর্তৃক ধূত হই নাই । এই ভূতসকল আমাকর্তৃক ধূত
হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপ কলসে জলধূত থাকে সেরূপ
নহে । অর্থাৎ আমার সঙ্কল্প মাত্রেই ধূত হইয়াছে । যদি
আশঙ্কা কর ? ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা
করিও না । যে হেতু আমি ঈশ্বর, ইহাই আমার যোগ মহিমা
দর্শন কর” ॥ ইতি ॥

এক্ষণে উক্ত যোগশব্দের অর্থ করিতেছেন । তদ্বিবিৎ
পণ্ডিতগণেরা, ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য শক্তি আছে, তাহাকেই
যোগশব্দে কহিয়া থাকেন । সেই শক্তিই বিরোধভঞ্জন
কারিণী হয়েন । অর্থাৎ সেই অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই সম্ভব অস-
ম্ভব সমস্ত কার্যই নিষ্পাদিত হয় । তাহাতে কিছুই অসম্ভব
থাকে না ॥ ১৪ ॥

আদিনা সৰ্ব্বজ্ঞত্বং, যথামুগুকে ।

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ ॥ ইতি ॥

আনন্দিত্বং চ, তৈত্তিরীয়কে ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ইতি ॥

প্রভুত্বং স্তূত্বং জ্ঞানদত্ত্বং মোচকত্বানি চ, শ্বেতাস্বতর-
শ্রুতৌ ।

সৰ্ব্বস্য প্রভু মীশানং সৰ্ব্বস্য শরণং স্তূত্বং ॥ ইতি ॥

প্রজ্ঞাচ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণী ॥ ইতি ॥

বিভূচৈতন্যানন্দত্বাদীত্যাদিপদগ্রাহমাহ, আদিনেতি । সৰ্ব্বজ্ঞানা-
তীতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ, সৰ্ব্বং বিন্দতীতি সৰ্ব্ববিৎ । আনন্দমিতি । ব্রহ্মণো ধৰ্ম্মভূত-
মানন্দং বিদ্বান্ কুতশ্চন কালকৰ্ম্মাদে ন বিভেতি ধৰ্ম্মবেদী বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ ।
সৰ্ব্বস্যোতি । প্রভুত্বং প্রভাবশালিত্বং, ঈশানত্বং নিয়ন্তৃত্বং, সৌহৃদ্যং নির্নিমিত্ত-
হিতকারিত্বং । প্রজ্ঞাচেতি । তস্মাৎপাসিতাদীশাং জীবানাং পুরাণী সনা-

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, “চৈতন্যানন্দত্বাদিগুণাশ্রয়তা-
হেতুক কৃষ্ণই পরতম বস্তু ।” এস্থলে আদি শব্দ দ্বারা লব্ধ
হইয়াছিল যে সৰ্ব্বজ্ঞত্ব, তাহাই দেখাইতেছেন । মুগুকোপ-
নিষদে । যথা, “যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, এবং যাঁহার সকলি লব্ধই
আছে ॥ ইতি ॥

অনন্তর তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার
আনন্দ-বিশিষ্টতা দেখাইতেছেন । যথা, “ব্রহ্মের ধৰ্ম্মভূত
যে আনন্দ, তাহাকে জানিতে পারিলে, কুত্রাপি কাল কৰ্ম্মাদি
হইতে আর ভয় থাকেনা, অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥

তদনন্তর ভগবানের প্রভুত্ব সৌহৃদ্য ও জ্ঞানপ্রদত্ত্ব এবং
মোচকত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম ক্রমশঃ দেখাইতেছেন । শ্বেতাস্বতর

সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ ॥ ইতিচ ॥

মাধুর্য্যং, শ্রীগোপালোপনিষদি ।

সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতান্বরং ।

দ্বিভূজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিন মীশ্বরং ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

তনী প্রজ্ঞা ধর্মভূতা সন্ধিৎ প্রসূতা ভবতি প্রকটভবতীত্যর্থঃ । মাধুর্য্যক্ষেতি । মনুষ্যভাবেনৈব পারমৈশ্বর্য্যসাধ্যাকার্য্যকারিত্বং তদিত্যর্থঃ । যথা স্তনচুষণেন পুতনাপ্রাণহরণং, কোমলাঙ্গিহত্যাতিকঠোর শকটভঙ্গঃ, সপ্তাঙ্গিকা মূর্ত্ত্যা গিরিরাজস্য ধারণ মিত্যাदि । মনুষ্যভাব মদাহবতি সংপুণ্ডরীকেতি ॥ ১৫ ॥

শ্রুতিতে । যথা, “যিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা, এবং রক্ষক, ও একমাত্র অহৈতুক হিতকারী সূক্ষ্ম” ॥ ইতি ॥

এবং “যে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, তাঁহার নিজ-ধর্মভূতা সনাতনী প্রজ্ঞা, জীবেতে প্রসূতা হয়েন” । অর্থাৎ জীবেতে আবির্ভূতা হয়েন ॥ ইতি ॥

এবং, “যিনি সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিবার একমাত্র হেতু” ॥ ইতি ॥

অনন্তর ভগবানের মাধুর্য্য, (অর্থাৎ মনুষ্যভাব দ্বারা পার-মৈশ্বর্য্য সাধ্য কার্য্যকারিতা, যেমন স্তন চুষণ দ্বারা পুতনা-প্রাণ হরণ, অতি কোমল পদ প্রহারে কঠিনতর শকটভঙ্গ, সপ্তমবর্ষ বয়সে এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতধারণ, ইত্যাদি) সেই মনুষ্যভাব দেখাইতেছেন । যথা, “যাঁহার নয়ন যুগল, বিকশিত পুণ্ডরীকতুল্য মনোহর, ও নবীন নীল নীরদ সম-কান্তি, বিদ্যুৎ সমান উজ্জ্বল পীতাম্বর পরিধান, এবং বনমালা বিরাজিত গল দেশ, ও মৌনমুদ্রাযুক্ত, দুই হস্ত বিশিষ্ট, মনুষ্যাকার, সেই ভগবান্কে ধ্যান করিবে ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদভানং বিশেষতঃ ।

যস্মাৎ কালঃ সর্বদাস্তীত্যাদিধী বিদুষামপি ॥ ১৬ ॥

নমু বিভূত্বাদয়ো ধর্ম্মা হবে ভিন্না ন বা ? নাদ্যঃ । এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশুৎ-
স্তানেবানুবিধাবতি ইতি তদ্বেদনিষেধক শ্রুতি ব্যাকোপাৎ । নাস্ত্যঃ । প্রত্যাখ্যে-
য় নৈশ্চ'গ্যাপত্তেরিতি চেত্তত্র সমাধিঃ ন ভিন্নাইতি । ভেদাভাবেহপি বিশেষা-
দ্বৈদ কার্য্য মস্তি ইতি ন নৈশ্চ'গ্যাপত্তিঃ । বিশেষ শ্চ ভেদপ্রতিনিধি ন ভেদঃ ।
নযেবং কুত্রদৃষ্টং তত্রাহ । যস্মাৎ কালইতি । আদিনাসত্তাসতী ত্যাদিসংগ্রহঃ ।
অত্র কালস্য কাল্য শ্রয়ত্বং, সত্তায়াশ্চ সত্ত্বশ্রয়ত্বং, ভেদাভাবেপি যথা প্রতী-
য়তে তথা প্রকৃতেহপীত্যর্থঃ । অত্রাধিকংতু স্মৃশ্মাৎ গোবিন্দভাষ্যাদধি-
গন্তব্যং ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে, বিভু চৈতন্যানন্দহাদি যে সকল ধর্ম্ম ঈশ্বরের,
উক্ত হইল, উহা ঈশ্বরহইতে পৃথক্ কিনা ? উহা পৃথক্ নহে
এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ।

ধর্ম্মপদার্থ ধর্ম্মিপদার্থ হইতে বিভিন্ন নহে । কিন্তু ভেদ না
থাকিলে ও বিশেষ হেতুবশত ভেদভানমাত্র । যেমন
“কাল সর্বদা আছে” ইত্যাদি অভেদে ও ভেদবুদ্ধি বিদ্বদ্-
গণের ও দেখিতে পাওয়া যায় । অর্থাৎ যেরূপ “কাল সর্বদা
আছে” এই প্রয়োগে, কাল সকল কালেই আছে এই অর্থ
লাভ হওয়ায়, এখানে কালের আধারতা, ও কালেরই
আধেয়তা, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । সুতরাং কাল এক
পদার্থ হইলেও ভেদভানমাত্র বিশেষ বোধক । সেই রূপ
ঈশ্বরের বিভূত্বাদি ধর্ম্ম সকল তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে,
ভেদভান মাত্র বিশেষ বোধের হেতু ॥ ১৬ ॥

এবমুক্তং, নারদপঞ্চরাত্রে ।

নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্ৰে নিশ্চেতনাত্মকশরীর-
গুণৈশ্চ হীনঃ । আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র
চ স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মা ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

অথ নিত্যলক্ষ্মীকৃতং, যথা বিষ্ণুপুরাণে ।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।

নির্দোষেতি । মুগ্ধত্বাদিদোষশূন্যঃ সার্বজ্ঞ্যাদিগুণপূর্ণো বিগ্রহো যস্য
স ভগবান্ বিষ্ণুঃ, কিং মায়িনা মিব বিশুদ্ধ সত্যাত্মকস্তস্য বিগ্রহস্তত্রাহ, নিশ্চে-
তনাত্মকেতি । চিদ্ধিগ্রহো বিশেষাচ্চিদ্গুণকতয়া প্রতীত ইত্যর্থঃ । কিং
সাংখ্যানামিব চিদেকধাতু স্তত্রাহ আনন্দমাত্রেতি । চিদানন্দবিগ্রহ
ইত্যর্থঃ । কিং বিশ্বক্সেনাত্মমায়িনা মিব দেহদেহিভেদবান্ তত্রাহ সর্ব-
ত্রেতি । দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবে চ স্বগত ভেদেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ ।
ত্রিবিধো হি ভেদঃ । আত্মঃপনসো নেতি সজাতীয় ভেদঃ, আত্মঃ পাষাণো
নেতি বিজাতীয়ভেদঃ, আত্ম-পুষ্পাণি আত্মো ন ইতি স্বগতো ভেদঃ ॥ ১৭ ॥

নিত্যৈবেতি । অনপায়িনী নিত্যসম্বন্ধা স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ । এতৎ
প্রতিপাদয়িতুং বিষ্ণোঃ স্মারিতি । ননু কচিং নিত্যমুক্তজীবত্বং লক্ষ্য্যঃ

এবং, নারদ পঞ্চরাত্রেও উক্ত আছে । যথা, “ যিনি
মুগ্ধত্বাদি দোষ শূন্য ও সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ পূর্ণবিগ্রহবিশিষ্ট, এবং
নিশ্চেতনাত্মক জড় শরীরের যে সকল গুণ, তদ্বিরহিত ।
অতএব যাঁহার হস্ত পদ মুখ উদরাদি সমস্তই আনন্দ মাত্র,
সুতরাং সর্বত্রই স্বগত ভেদ বিবর্জিত আত্ম স্বরূপ । অর্থাৎ
প্রাকৃত বস্তু মাত্রই, স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন
প্রকার ভেদ বিশিষ্ট । কিন্তু ভগবানের বিগ্রহ কেবল
আনন্দ মাত্র, সুতরাং ঐ সকল ভেদের সম্ভাবনা কোন মতেই
নাই ॥ ১৭ ॥

যথা সৰ্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ইতি ॥
 বিষ্ণোঃ স্ত্যঃ শক্তয় স্তিস্ত স্তাস্ত্র বা কীর্তিতা পরা ।
 সৈব শ্রী স্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভু মহান্ ॥
 তত্রিশক্তিবিষ্ণুঃ, যথা শ্বেতান্বতরোপনিষদি ।
 পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-
 ক্রিয়া চ ॥ ইতি ॥

প্রধান ক্ষেত্রজপতি গুণেশঃ ॥ ইতিচ ॥ ১৮ ॥

স্বীকৃতং, তত্রাহ প্রাহেতি । নিতৈত্যেতি পদ্যে, সৰ্ব্বব্যাপ্তিকথনেন কলা কাষ্ঠে-
 তাদি পদ্যদ্বয়ে, শুদ্ধোপীভূক্ত্যাচ মহাপ্রভুনা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্য্য ভগব-
 দদৈত মুপদিষ্টং । কচিদ্ব্যস্ত্যাস্ত দৈতমুক্তং তত্ত্ব তদাবিষ্ট নিত্য মুক্ত জীব মাদায়
 সঙ্গত মস্ত । পরাস্যেতি । স্বাভাবিকী বহু্যক্ষতা ইব স্বরূপানুবন্ধিনী, জ্ঞানবল-
 ক্রিয়া, সন্ধিং সন্ধিনী স্লাদিনী রূপা ক্রমাদ্বোধ্য ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ভগবানের নিত্যলক্ষ্মীবিশিষ্টতা দেখাইতেছেন ।
 যথা, বিষ্ণুপুরাণে, “ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য শক্তি জগন্মাতা
 সেই লক্ষ্মীদেবী, তাঁহাতেই নিত্য সম্বন্ধা আছেন । যেরূপ
 ভগবান্ সৰ্ব্বব্যাপক, তাঁহার সেই শক্তিও সেই রূপ” ॥ ইতি ॥

পুনশ্চ উক্ত অর্থেরই প্রতিপাদন নিমিত্ত কহিতেছেন ।
 ভগবান্ বিষ্ণুর তিনটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে যিনি পরাশক্তি,
 তাঁহাকেই লক্ষ্মী রূপে কহিয়া থাকেন । এবং তিনিই বিষ্ণু
 হইতে অভিন্না, ইহা ভগবান্ মহাপ্রভু, স্বীয় শিষ্যগণকে উপ-
 দেশ প্রদান করিয়াছেন ।

ভগবানের তিনটি শক্তি আছে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন
 করিতেছেন । যথ্য, শ্বেতান্বতর উপনিষদে, “ভগবান্ বিষ্ণুর
 স্বাভাবিকী বিবিধ শক্তি শ্রুত হওয়া যায়, যেরূপ অগ্নির

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপরা ।

অবিদ্যাকৰ্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ইতি ॥

পরৈববিষ্ণুভিন্না শ্রীরিত্যুক্তং, তত্রৈব ।

কলাকাষ্ঠানিমেষাদি কালসূত্রস্ত গোচরে ।

যস্য শক্তি ন শুদ্ধস্য প্রসীদন্ত স নো হরিঃ ॥

বিষ্ণুশক্তিরিতি । অবিদ্যেতি কস্মেতি চ সংজ্ঞাযস্যাঃ সা অন্য তৃতীয়াশক্তি স্ত্রি-
গুণা মায়েত্যর্থঃ । কলেতি । কলাদিলক্ষণো যঃ কালস্তদেবস্বত্রং জগচ্চেষ্টানিয়াম-
কহাদ্রজ্জুঃ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্যপরাখ্যাশক্তির্নাস্তি, স বিষ্ণু নঃ প্রসীদন্ত । যঃ
কেবলঃ পবভেদরহিতোপ্যুপচারাৎ পরমেশঃ প্রোচ্যতে । পরাচাসৌ মা চ
লক্ষ্মীস্তস্যাদিশঃস্বামীতি নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ, যঃ প্রসিদ্ধঃ স নঃ প্রসীদন্ত । ক্ষুট-
মন্যৎ । এষেতি । ত্রিযং ত্রৈক্যোণ বিভ্রাতা । হ্লাদিনিতি । হ্লাদাস্মাপি যয়া
হ্লাদতে, ভবতি হ্লাদবান্ সাহ্লাদিনী । সদাস্মাপি যবাসত্তাং ধত্তে সা সৰ্ব-

উক্তা শক্তি, সেইরূপ জ্ঞান বল ক্রিয়া রূপা শক্তি,
তঁহারও স্বভাবিকী, অর্থাৎ স্বরূপানু বন্ধিনী । এই তিন শক্তিই
ক্রমান্বয়ে সন্ধিনী সন্ধিৎ হ্লাদিনি রূপা হয়েন ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে । যথা, ভগবান্ বিষ্ণুর
তিনটি শক্তি । তন্মধ্যে প্রথমটি পরাশক্তি অপর। দ্বিতীয়টি
ক্ষেত্রজসংজ্ঞিকা (জীবশক্তি) এবং তৃতীয়টি অবিদ্যা ও
কৰ্মসংজ্ঞিকা । অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি তাহাকে
কহে ॥ ইতি ॥

এই শ্লোকে, প্রথম যিনি পরাশক্তিরূপে উক্তাহই-
য়াছেন, তিনিই বিষ্ণু হইতে অভিন্ন । ইহা ঐ বিষ্ণুপুরা-
ণেই কহিয়াছেন । যথা, “ যাঁর পরাখ্যাশক্তি, কলাকাষ্ঠা-

প্রোচ্যতে পরমেশো যঃ যঃ শুদ্ধোপ্যুপচারতঃ ।

প্রসীদন্ত স নো বিষ্ণু রাত্না যঃ সর্বদেহিনাং ॥ ইতি ॥

এমা পরৈব ত্রিবিদিত্যপ্যুক্তং তত্রৈব ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্নিং ত্বয়্যেকা সর্বসংশ্রয়ে ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥

দেশকালব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী । সংবিদ্যাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সা সন্নিং । একা বিশেষবলনির্ভাতভেদকার্যাপি নির্ভেদেতার্থঃ । সত্ত্বাংশেন হ্লাদকরী, রজো-
হংশেন তাপকরী, যা মিশ্রা ত্রিগুণা শক্তিঃ সা ত্বয়ি নোবর্জিতে, কুত ইত্যত্রাহ,
গুণবর্জিতে মায়াগুণাপৃষ্টে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নিমেষাদিকালরূপ সূত্রের বশীভূতা নহেন, সেই ভগবান্
হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্ । এবং যিনি শুদ্ধ, অর্থাৎ
পরার্থাশক্তিহইতে অভিন্ন হইলেও, উপচারবশতঃ পরমেশ,
(অর্থাৎ পরা শ্রেষ্ঠা মালক্ষ্মী, তাঁহার ঈশ স্বামী) কথিত
হইয়া থাকেন । যিনি সকল দেহিদিগের আত্মা, সেই ভগ-
বান্ বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্ , ॥ ইতি ॥

এই পরার্থাশক্তিই পুনর্ব্বার তিন প্রকারে ভাসমানা
হয়েন, ইহা ঐ বিষ্ণুপুরাণেই উক্ত আছে । যথা, “ হ্লাদিনী
সন্ধিনী, ও সন্নিং, রূপা এক পরাশক্তিই তোমাতে
নির্ভেদরূপে বর্তমানা আছেন । কিন্তু হ্লাদতাপকারিণী মিশ্রা
শক্তি, গুণবর্জিত যে তুমি, তোমাতে নাই । অর্থাৎ সত্ত্ব
অংশদ্বারা হ্লাদকারিণী, রজঅংশদ্বারা তাপকারিণী, মিশ্রা
অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা যে মায়াশক্তি, তাহা তোমাতে নাই ।
যেহেতু ত্রিগুণাত্মক যে মায়াগুণ, তাহা তোমাকে স্পর্শ
করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

একোপি বিষ্ণু রেকোপি লক্ষ্মী স্তদনপায়িনী ।

স্বসিকৈ বহুভি বেষৈ বহুরিত্যভিধীয়তে ॥

তত্রৈকত্বে সত্যেব বিষ্ণো বহুত্বং, যথা ।

শ্রীগোপালোপনিষদি ।

যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে, মণির্থা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্গুতঃ । রূপ-
ভেদ মবাপ্নোতি ধ্যান ভেদাৎ তথা বিভূঃ । ইতি । মণিবত্র বৈভূর্মাং ।
নীল পীতাদয় স্তদগুণাঃ । এবং একমেব পরং তত্ত্বং পুরুষোত্তমতয়া
স্ব্যুত্তমতয়া চ দ্বেধা প্রকাশতে । তস্য তস্যাশ্চ বৈভূর্গ মণিবৎ বহুনি রূপাণি

ভগবান্ বিষ্ণু এক হইয়াও, এবং তাঁহার অব্যভিচারিণী শক্তি লক্ষ্মীদেবী এক হইয়া ও, উভয়েই বহু বহু রূপধারণ করেন ইহা কহিতেছেন ।

একমাত্রভগবান্ বিষ্ণু, এবং তাঁহাতে নিত্য সম্বন্ধা লক্ষ্মীদেবী, উভয়েই এক হইয়া ও স্বরূপানুবন্ধি বহু বহু বেশদ্বারা বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়েন ।

তন্মধ্যে, ভগবান্ বিষ্ণু এক হইয়া ও বহু হইয়েন ; তাহা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে, দেখাইয়াছেন । যথা, “সর্ব-
গামী ও বশী একমাত্র কৃষ্ণই সকলের পূজ্য । যিনি এক হইয়া ও বহু বহু প্রকারে, অর্থাৎ মৎস্য কূর্মাদিরূপে ভাসমান হইয়েন । পীঠ মধ্যস্থিত তাঁহাকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা ই শাস্বতসুখ সম্ভোগে সমর্থ হইয়েন, অন্য কেহ সেই সুখের আশ্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন না” ॥ ইতি ॥

অনন্তর লক্ষ্মীদেবীর ও বহুরূপত্ব দেখাইতেছেন । শ্বেতা-
শ্বতরোপনিষদে । যথা, “ভগবান্ বিষ্ণুর পরাশক্তি বিবিধ

একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোপি সন্ বহুধা যো-
হবভাতি । তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরা-স্তেষাং স্তুতং
শাস্ততং নেতরেষাং ॥ ইতি ॥

॥ অথ লক্ষ্ম্যানুদ্যথা ॥

পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে ॥ ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

পূর্তিঃ সার্বত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি ।

তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তিব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতং ভবেৎ ॥

তত্র,

বিষেগঃ সার্বত্রিকী পূর্তি যথা বাজসনেয়কে ।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে ।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ইতি ॥

সন্তীত্যাহ একোপি ইতি । স্বসিদ্ধৈঃ স্বরূপানুবন্ধিভিঃ বৈশৈঃ সংস্থানৈঃ
ক্লহ ক্লহী চোচ্যতে ॥ একোইতি । বহুধা মৎস্যকূর্মাদিরূপপ্রাকটোন ॥
অথেতি । তদ্বহুত্বং ॥ পরাস্যেতি । বিবিধা জানকী রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রাকটোন
নানারূপা ॥ ২০ ॥

বিষেগঃ লক্ষ্ম্যা শচাবতারেষু পূর্তি যদ্যপি তুল্যা তথাপি গুণ প্রাকট্য তার-
তম্যাদংশাংশিভাবো প্যন্তীত্যাহ পূর্তিরিতি । সার্বত্রিকী সর্বেষবতারেষু বর্জ-

প্রকারে, অর্থাৎ জানকী রুক্মিণী প্রভৃতি নানাবিধরূপে
বিরাজ করেন, ইহাশ্রুত হওয়া যায়” ॥ ইতি ॥ ২০ ॥

পূর্বোক্ত ক্রমে, ভগবান্ বিষ্ণুর, ও লক্ষ্মীদেবীর অবতার
প্রকটন হেতুক বহুরূপত্ব প্রতিপাদন করণানন্তর, তাঁহা-
দিগের উভয়েরই, নিজ নিজ অবতার নিকরে পূর্ণতা যদ্যপি
তুল্যা, তথাপি কেবল গুণ প্রাকট্যের তারতম্য হেতুকই
অংশাংশি ভাব হইয়া থাকে, ইহাই প্রতি পাদন করিতেছেন ।

মহাবারাহেচ ।

সর্বৈ নিত্যাঃ শ্বাস্থতাশ্চ দেহা স্তস্ত পরাত্মনঃ ।

হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥

মানা অবিশেষা তুল্যা ॥ পূর্ণমিতি । অদোহবতারিরূপাং, ইদং অবতাররূপাং, উভয়ং পূর্ণং সর্বশক্তিমৎ, পূর্ণাদবতারিরূপাং পূর্ণ মবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়-
মুদচ্যতে প্রাছুর্ভবতি । তল্লীলাপ্তৌ পূর্ণস্তাবতাররূপস্য পূর্ণং স্বরূপ মাদায়
স্বস্মিন্নৈকাং নীত্বা পূর্ণমবতারিরূপ মনাত্রাবিলীনং সদবশিষাতে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥
অত্র ঐক্যমুক্তং পার্থক্যোপস্থিতি শ্চেচ্যতে তদিদং যথেষ্টং বোধ্যং । সর্বৈ-

বদ্যপি অবতারমাত্রাতেই অবিশেষ পূর্ণতা বর্তমানা আছে,
তথাপি শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশ জন্ম তারতম্য অবশ্যই
হইয়া থাকে ॥

তন্মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব অবতারেতে পূর্ণতা দেখাই-
তেছেন । বাজসনেয় শ্রুতিতে । যথা, “ পূর্ণ এই অবতারি
রূপ, ও পূর্ণ এই অবতার রূপ, উভয়েই পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব শক্তি-
মান্ । কিন্তু লীলাবিস্তার নিমিত্ত, পূর্ণ অবতারি রূপ হইতে,
পূর্ণ অবতাররূপ প্রাছুর্ভূত হইলেন । এবং লীলা-প্রকটন নিমিত্ত
প্রাছুর্ভূত পূর্ণ যে অবতার, তাহার পূর্ণ স্বরূপ গ্রহণ পূর্বক, পূর্ণ
যে অবতারি রূপ, তাহাই অবশেষ বর্তমান থাকেন ” ॥ ইতি ॥

অর্থাৎ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, লীলাবিস্তার
নিমিত্ত নানাবিধ অবতার প্রকাশ করেন । সেই অবতারগণ,
সকলেই সর্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু পূর্ণতমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে-
রই পূর্ণতা গ্রহণ পূর্বক সকলের পূর্ণতা ও সর্বশক্তিমত্তা
হইয়া থাকে । অতএব শ্রীকৃষ্ণই এক মাত্র অবতারি রূপ বস্তু,
তাঁহাতেই সকল অবতারগণ লীন থাকেন ॥

পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ ।

সর্বৈ সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতাঃ ॥ ইতি ॥ ২১ ॥

অথ শ্রিয়ঃ সা যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।

অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রী স্তৎসহায়িনী ॥

পুনশ্চ পদ্মা ভূত্বতা আদিত্যোহভূদ্বদা হরিঃ ।

যদাচ ভার্গবো রাম স্তদাভূদ্ধরণী ত্রিয়ং ॥

ইতি । শাস্ত্রতাঃ জগতি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনঃ দেহাঃ স্বরূপানুবন্ধিনো বিগ্রহাঃ, স্বরূপানুবন্ধিত্বাদেব হানেনউপাদানেন চ বর্জিতাঃ ॥ ক্ষুটার্থ মন্যং ॥ ২১ ॥

অথেনি । সা পূর্ত্তিঃ । তামুদাহরতি এবং যথা ইতি । প্রকটার্থং ॥ দবধে ইতি । করোতি প্রকটয়তি ॥ স্তাং ইতি । এযুবােক্যেযু সৈব সর্বত্রৈতি সর্বেষাং

মহাবারাহে ও কথিত আছে । যথা, “সেই পরমাত্মা ভগবানের, লীলার্থ জগতে প্রকাশিত সকল দেহই শাস্ত্রত । তাঁহার সেই দেহগণ কখনই প্রাকৃত নহে, অতএত হানো-পাদান বিবর্জিত । এবং জ্ঞানময় পরমানন্দ আকৃতি বিশিষ্ট সেই দেহ সকল সর্ব গুণ পরিপূর্ণ, স্ততরাং সমস্ত দোষ-শূন্য ” ॥ ইতি ॥ ২১ ॥

যেৰূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব অবতারে পূর্ণতা প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ লক্ষ্মীদেবীর ও সকল অবতারে পূর্ণতা দেখাইতেছেন । যথা, বিষ্ণু পুরাণে, “দেবদেব জগৎ স্বামী জনার্দন যখন যেৰূপ অবতার প্রকাশ করেন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ অবতার প্রকাশ করেন । যখন ভগবান্ হরি আদিত্য মূর্ত্তিধারণ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও পুন-

রাঘবত্বেহভবৎ সীতা রুষ্ণিণী কৃষ্ণজন্মনি ।
 অন্যেষু চাবতারেষু বিষোরেষা সহায়িনী ॥
 দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী ।
 বিষো দেহানুরূপাং বৈকরোত্যেষান্ন স্তনুং ॥ ইতি ॥
 স্মাৎ স্বরূপসতী পূর্তি রিহৈক্যাদিতি বিন্মতং ॥ ২২ ॥

প্রাচুর্ভাবানাং অভেদাৎ সর্বেষু তেষু স্বরূপসতী পূর্তি রন্ত্যবেতি ক্রতি-
 যুক্তিবিদাং মতং ইত্যর্থঃ । অন্যথা স্বরূপপূর্তে রভাবে তদভেদো গোপঃ-
 স্যাৎ ॥ ২২ ॥

র্বার পদ্মহইতে উদ্ভূতা হইয়া ছিলেন । যখন ভগবান্
 ভার্গব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনিও ধরণী মূর্তি
 প্রকাশ করিয়াছিলেন । যখন দশরথ তনয় রামরূপ ধারণ
 করেন, তখন তিনি সীতা রূপ, ও কৃষ্ণাবতার সময়ে
 রুষ্ণিণীরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এবং অন্যান্য অব-
 তারেও বিষ্ণুর সহায়িনী হয়েন । যখন ভগবান্ দেবমূর্তি
 হয়েন তখন তিনিও দেবরূপা, ও মানব রূপে, মনুষ্যমূর্তি
 প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই রূপে ভগবান্ যখন যে রূপ
 ধারণ করেন, লক্ষ্মী দেবীও তখন সেই রূপ, আপনার মূর্তি
 প্রকাশ করেন ” ॥ ইতি ॥ পূর্বোক্ত ক্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর ও
 লক্ষ্মীদেবীর অবতার গণেতে যে পূর্ণতা নির্ণীত হইল, উহা
 স্বরূপ পূর্ণতা কিনা এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন ।

অবতার সকলের অভেদ হেতুক ঐ পূর্তি স্বরূপপূর্তি, ইহা
 শ্রুতিযুক্তি নিপুণ বিদ্বদ্গণের অভিমত ॥ ২২ ॥

অথ তথাপি তারতম্যং ।

তত্র শ্রীবিষ্ণোস্তুদ্যথা শ্রীভাগবতে ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ॥ ইতি ॥

অষ্টমস্ত তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ॥ ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অথ শ্রিয় স্তুদ্যথা পুরুষবোধিন্যামথর্বোপনিষদি ।

“গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে” ইতু্যপক্রম্য, “দ্বৈপাশ্বে

অথেতি । যদ্যপ্যবিশেষা পূর্তিরস্তি তথাপি তারতম্য মংশাংশিভাবোপাস্তি ইত্যর্থঃ ॥ এতেচেতি । এতে চতুর্বিংশতিঃ পুংসো গর্ভোদশায়িনোহংশকলাঃ কথিতাঃ । তন্মধ্যাপঠিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত স্বয়ং ভগবান্ অনন্যাপেক্ষিক্রূপো মূলমিত্যর্থঃ ॥ অষ্টমস্তিতি । তয়ো দেবকী বসুদেবায়োঃ ॥ ২৩ ॥

অথেতি । শ্রিয়স্তং তারতম্যং ॥ গোকুলাখ্য ইতি । অত্রাংশিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ লক্ষ্মাদয়োহংশা ইত্যর্থো বিক্ষুটঃ । দুর্গাত্র মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী, নতু প্রাকৃতী ॥

অবতারগণের স্বরূপতঃ পূর্তির যদ্যপিও কোন বিশেষ নাই । তথাপি পরস্পর তারতম্য অর্থাৎ অংশাংশিভাব শাস্ত্র-সিদ্ধ ইহাপ্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার-গণের অংশাংশিভাব দেখাইতেছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে । যথা, “এই পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতিটি অবতার যাহা উক্ত হইল, ইহারা সকলেই গর্ভোদক শায়ি পুরুষের অংশ ও কলামূর্তি । কিন্তু তন্মধ্যে উক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা-শূন্য স্বয়ংই সকল অবতারের মূল” ॥ ইতি ॥ এবং দশমেও উক্ত আছে । যথা, “সেই বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ” ॥ ইতি ॥ ২৩ ॥

এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর অবতারের তারতম্য প্রদর্শনানন্তর লক্ষ্মীদেবীর ও অবতারগণ তারতম্য দেখাইতেছেন । যথা,

চন্দ্রাবলী রাধিকাচ” ইত্যভিধায় পরত্র, “যস্তা অংশে
লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ” ॥ ইতি ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে চ ।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।

সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

দেবীতি । রাধিকা দেবী পরেত্যম্বয়ঃ । অতঃ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাঙ্গিকা, তথাপি
পরদেবতা কৃষ্ণার্চিকা সর্বলক্ষ্মীময়ী, পুরুষবোধিনীশ্রুতেঃ, নিখিলানাং
লক্ষ্মীণাং মংশিনী, সর্বাসাং তাসাং কান্তি রিচ্ছা পূজ্যত্বাভিলাসো বস্যাং সা,
সম্মোহিনী কৃষ্ণানুরঞ্জিকা ॥ ২৪ ॥

পুরুষ বোধিনী অথর্ব উপনিষদে । প্রথমতঃ, “গোকুলাখ্য
মাধুর মণ্ডলে” ইত্যাদি উপক্রম পূর্বক, দুই পার্শ্বে চন্দ্রা-
বলী ও রাধিকা” ইহা কহিয়া অনন্তর কহিয়াছেন ।
“যাঁহার অংশ লক্ষ্মী ও দুর্গাদিকা শক্তি” ॥ ইতি ॥ অর্থাৎ
শ্রীরাধিকাই অংশিনী, লক্ষ্মী ও দুর্গা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার
অংশভূতা । এখানে দুর্গাশব্দে সামান্য প্রাকৃত দেবী নহে ।
যিনি মন্তুরাজাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই দুর্গাশব্দে শ্রীরাধিকার
অংশাবতাররূপে পরিগৃহীতা হইয়াছেন ॥

গৌতমীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে । যথা, “কৃষ্ণাঙ্গিকা
পরদেবতা রাধিকা দেবীই সর্বলক্ষ্মীময়ী (অর্থাৎ সমস্ত
লক্ষ্মীই শ্রীরাধিকার অংশভূতা, তিনিই একমাত্র অংশিনী)
এবং লক্ষ্মী সকলের ও কান্তি রূপা অতএব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা
শ্রীকৃষ্ণানুরঞ্জিকা” ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

অথ নিত্যধামত্বং আদিশকাৎ, যথা ছান্দোগ্যে ।

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ইতি ॥ স্বেমহিম্নি ॥ ইতি ॥

মুণ্ডকে চ ।

দিক্তে পুরে হেয সংবোম্মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ইতি ॥

“নিত্যলক্ষ্যাদিমত্বা” দিতাত্ৰাদিপদগ্রাহ্যমাহ অথেতি । ভগবঃ ভগবন্ হে সনৎকুমার সত্বমাখ্যোহরি রিত্যাদি প্রশ্নঃ, স্বেমহিম্নীতি তত্ত্বভরণং ॥ দিব্য ইতি । পুরে বিচিত্র প্রাসাদাদিশালিনি ॥ তামিতি । তাংতানিবাং যুবয়ো রাধিকা কৃষ্ণয়ো-
ক্সাস্তু নি গৃহাণি গনধো প্রাপ্তুং উম্মসি কাময়ামহে । যত্র যেষু গানো ভূরি শৃঙ্গাঃ

ইত্যাদি প্রমাণ নিবহ দ্বারা ভগবানের নিত্য লক্ষ্মীবি-
শিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু এক্ষণে পূর্বোক্ত, “ যিনি
নিত্য লক্ষ্ম্যাদিবিশিষ্ট ” এইস্থলে আদি পদে যাহা যাহা পরি-
গৃহীত হইয়াছে, তাহা সকল ক্রমশঃ প্রদর্শিত করিবেন
বলিয়া, তন্মধ্যে প্রথমতঃ নিত্যধামত্ব, (অর্থাৎ ভগবান্ যে সকল
স্থানে নিত্য বিরাজ করেন সেই সকল ধামের বিনাশ নাই,
তাহারাও নিত্য) ইহা দেখাইতেছেন । ছান্দোগ্য উপনিষদে
প্রশ্নোত্তর পূর্বক প্রদর্শিত আছে । প্রশ্ন যথা, “হে ভগবন্ সেই
ভূমাখ্য হরি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন” ? উত্তর, “স্বীয়
অসাধারণ মহিমাপুরে” ॥ ইতি ॥

মুণ্ডক উপনিষদে ও উক্ত আছে । যথা, “আত্মাস্বরূপ
এই ভগবান্ দ্যোতনাত্মক স্বীয় পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন”
॥ ইতি ॥

ঋক্মন্ত্রে ও উক্ত আছে । যথা, “তোমাদিগের সেই
গৃহ সকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাস করি, যেখানে গাভি সকল

বাক্ষু চ ।

তাং বাং বাস্তু ন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ
অয়াসঃ ॥ অত্রাহ ॥

তদুৰুগায়ন্ত বৃক্ষঃ পরমং পদ মবভাতি ভূরি ॥ ইতি ॥ ২৫ ॥
শ্রীগোপালোপনিষদি চ ।

তাসাং মধ্যে সাক্ষা দ্রুক্ষ গোপালপুরী হি ॥ ইতি ॥
জিতন্তে স্তোত্রে চ ।

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যাষাড্গুণ্য সংযুতং ।
অবৈষ্ণবানা মপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং ॥

প্রশস্তবিবাণাঃ সন্তি । অয়াসঃ শুভাবহবিধিরূপাঃ, “অযঃশুভাবহোবিধি রিত্য-
মরঃ” বাঙ্খিতদাত্ৰ্যইত্যর্থঃ ॥ অত্রার্থে শ্রুতিরাহ । বৃক্ষঃভক্তেচ্ছাবর্ষণঃ
কৃষ্ণসাতং পরমং পদং ভূরি প্রচুর মবভাতি মাস্ত্যস্য সংখ্যাতার্থঃ ॥ ২৫ ॥

তাসামিতি । সপ্তানাম্ পুরীণাং মধ্যে গোপালমাপুরী মথুরা সাক্ষাদব্রক্ষ, তৎ-
পরাধ্যাক্তিরূপত্বেন তাক্রপ্যাৎ অভিব্যক্তবৃহদগুণত্বাচ্চ ॥ লোকমিত্যাदि
প্রক্ষুটার্থঃ ॥ পাক্ষকালিকৈরिति । অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়নসমাধয়ঃ

প্রশস্ত শৃঙ্গ বিশিষ্ট, ও শুভাবহ বিধিরূপ, (অর্থাৎ বাঙ্খিতার্থ-
প্রদান সমর্থ) ॥ ইতি ॥

পুনশ্চ এতদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ কহিতেছেন । যথা,
“ভক্তেচ্ছাবর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম পদ প্রচুররূপে
অবভাতি হইতেছে, অর্থাৎ অসংখ্য অসংখ্য স্থান সকল নিরন্তর
দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে ও কহিয়াছেন । যথা,
“সপ্তপুরীর মধ্যে গোপাল পুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রক্ষস্বরূপ” ॥
ইতি ॥

নিত্যসিন্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ ।

সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভং ॥

বাগীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষবৈগুণ্যমুত্তমং ।

অপ্রাকৃতং স্বরৈর্বন্দ্যমযুতাক্ষমসমপ্রভং ॥ ইতি ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ ।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং ।

তৎকর্ণিকারং তদ্রাম তদনন্তাংশ সন্তবং ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

পঞ্চকালান্তঃপরায়ণে রিতার্থঃ ॥ সহস্রেতি । মহতঃ স্বয়ংভগবতঃ পদং স্থানং, “পদং ব্যবসিতি ত্রাণ স্থান লক্ষ্মাজি বস্তুযুইতামরঃ । অনন্তস্য সংকর্ষণসাংশেন সন্তবঃ প্রাকট্যং অনাদিতো যস্যাতং ॥ ২৬ ॥

জিতন্তুস্তোত্রে ও উক্ত আছে । যথা, “দিব্যাষাড়্‌গুণ্য-সংযুত, গুণত্রয় বিরহিত বৈকুণ্ঠ নামক যে লোক, তাহা অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য, ও পাঞ্চকালিক, (অর্থাৎ অভিগমন উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন, সমাধি এই পাঁচটিকে পঞ্চকাল কহে) তৎপরায়ণ কর্তৃক সমাকীর্ণ । সভা ও প্রাসাদ সংকুল, এবং বন ও উপবন বাগীকূপ তড়াগ ও বৃক্ষবৈগুণ্য সমূহে সমুত্তম অপ্রাকৃত এবং অযুত অযুত আদিত্য সমপ্রভাশালি, এবং দেবগণ কর্তৃক বন্দনীয় ॥ ইতি ॥

ব্রহ্ম সংহিতাতে ও উক্ত আছে । যথা, “সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলাখ্য যে স্থান, তাহা সহস্রপত্র পদ্মের স্বরূপ, তন্মধ্যকর্ণিকারূপ ধাম ভগবান্ সংকর্ষণের অংশ হইতে সমুত ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

প্রপঞ্চ স্বাত্মকং লোক মবতার্য্য মহেশ্বরঃ ।

আবির্ভবতি তত্রেতি মতং ব্রহ্মাদিশব্দতঃ ॥

ননু মহিমা দি শব্দবাচ্যং হরেঃ পদং প্রকৃতিমণ্ডলাবহিঃ শ্রুতং, তন্মণ্ড-
লান্তঃস্থং মথুরাদি তস্যপদমিত্যেতৎ কথং তত্রাহ প্রপঞ্চ ইতি । লোকস্য স্বাত্মক-
ত্বে হেতুঃ ব্রহ্মাদিশব্দত ইতি । আদিনা মহিমসংব্যোমশব্দ সংগ্রহঃ । এবং তর্হি

এইরূপে ভগবানের ধামসকল নিত্য ইহা দর্শাইয়া,
পূর্বোক্ত “অসাধারণ মহিমাপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন” ইত্যাদি
স্থলে, মহিমারূপ ধামের নিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু
মথুরা মণ্ডলাদি যে সকল স্থান প্রপঞ্চগত দৃষ্ট হইতেছে,
তাহারা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ? এই আশঙ্কায় লিখি-
তেছেন । ভগবান্ প্রথমতঃ আত্মস্বরূপভূত নিজ ধামকে
প্রপঞ্চ মধ্যে অবতারণ পূর্বক অনন্তর সেই সেই ধামে স্বয়ং
আবির্ভূত হয়েন, ইহা ব্রহ্মাদি শব্দ প্রয়োগে স্পষ্টই বোধ
হইতেছে । অর্থাৎ যখন পূর্বোক্ত গোপাল তাপনী প্রভৃতি
ক্রটিতে, “সপ্তপুরীর মধ্যে গোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ
ব্রহ্মস্বরূপ” ইত্যাদি স্থলে স্বীয়ধাম মথুরা পুরীকে সাক্ষাৎ
ব্রহ্ম কহিয়াছেন ; তখন তাঁহার মথুরা মণ্ডলাদিধাম সকল
প্রপঞ্চগত হইয়াও, তাঁহারই স্বরূপভূত চিন্ময় ও নিত্য পদার্থ
তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, ইহাই পণ্ডিতমণ্ডলীর অভি-
মত । কিন্তু যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহারাই কেবল ঘেরূপ,
সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ গোবিন্দে প্রাকৃত মানব বালক
বুদ্ধি করিয়া থাকে ; সেইরূপ, তাঁহার ধামের ও প্রাকৃতত্ব
বোধ করিয়া থাকে ॥ অর্থাৎ যাহারা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ

গোবিন্দে সচ্চিদানন্দে নরদারকতা যথা ।

অজ্ঞে নীরূপ্যতে তদ্বন্ধান্নি প্রাকৃততা কিল ॥ ২৭ ॥

অথ নিত্যলীলত্বঞ্চ । তথাহি শ্রুতিঃ ।

যদগ্নিতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ॥ ইতি ॥

একোদেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্ত হৃদ্যন্তু-
রাত্মা ॥ ইতি চ ॥

মথুরাদৌ প্রাকৃতত্বং কুতঃ স্মরতি তত্রাহ গোবিন্দইতি । নরদারকতা প্রাকৃত-
মনুষ্য বালকতা ॥ ২৭ ॥

অথেতি । যদিতি বৃহদারণ্যকে । যদগ্নিতং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকর্ম্ম নিত্যং, গত-
ভবং ভবিষ্যচ্ছৈবৈতদ্যন্তু ত্রৈকালিকত্বপ্রত্যয়াৎ । একোদেবইতি । পিপ্পলাদ-

বিজ্ঞ, সুধীর, তাঁহার কখনই ভগবানের লীলার্থ পৃথিবীতে
প্রকাশিত বিগ্রহ, ও তাঁহার ধাম সকলকে প্রাকৃত ও অনি-
ত্যরূপে দেখেন না, চিন্ময় ও নিত্যই দেখিয়া থাকেন । অর্ক-
চীনপাশওদলই অজ্ঞানচ্ছন্নদৃষ্টিবশতঃ, ভগবদ্বিগ্রহ ও তাঁহার
লীলাধাম সকল মায়িক ও অনিত্য, ইত্যাকার বুদ্ধি করিয়া
থাকে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর ভগবানের লীলাও যে নিত্য ইহা দেখাইতে-
ছেন । যথা, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে । “ব্রহ্মনিষ্ঠ যে সকল
গুণ ও কর্ম্ম তাহা পূর্বে হইয়াছে, বর্তমানে ও হইতেছে,
এবং ভবিষ্যতে ও হইবে” । অর্থাৎ অতীত বর্তমান এবং
ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই ভগবানের লীলা বিরাজমান
থাকেন, কোনকালেই বিনষ্ট হয় না । সুতরাং তাহা নিত্য
ইহা অবশ্যই প্রতীত হইতেছে ॥

স্মৃতিশ্চ ।

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্য মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যাক্ত্ব দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি মোহজ্জুন ॥ ইতি ॥ ২৮ ॥

রূপানন্ত্যা জ্ঞানানন্ত্যাক্রামানন্ত্যাচ্চ কৰ্ম্ম তৎ ।

শাখায়াং । অত্র লীলায়াঃ নিত্যত্বং বাচনিকং । জন্মেতি ত্রিগীতাসু । দিব্যম-
প্রাকৃতং নিত্যমিতিবাৎ ॥ ২৮ ॥

নমু লীলায়া নিত্যত্বং শব্দাৎ প্রতীতং, যুক্তিবিবহাত্তদপৃষ্টমিতি চেত্তত্রাহ
রূপানন্ত্যাদিতি । অত্রাহঃ লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যবয়বমপ্যায়ন্ত সমাপ্তিভ্যাং
তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তাভ্যাং বিনা ন তস্যাঃ স্বরূপং সিদ্ধেৎ । তথাচারন্ত-
সমাপ্তিমন্তয়া বিনাশিত্বদ্রোব্যাং কথং সা নিতোতি চেহ্যচ্যতে । পরাশ্রয়নঃ সর্দৈবা-
কারানন্ত্যাং পার্শ্বদানন্ত্যাং স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ, তত্ত্বদাকারগ-

বেদের পিঙ্গলাদশাখায় স্পষ্টই উক্ত আছে । যথা, “এক-
মাত্র সেই ভগবান্ নিত্য লীলাতে অনুরক্ত, ও ভক্তব্যাপক,
এবং ভক্তগণের হৃদয়ে সাক্ষাৎরূপে বিরাজ করেন” ॥ ইতি ॥

ভগবদ্গীতাতে ও কহিয়াছেন । যথা, “হে অজ্জুন
আমার জন্ম, (অর্থাৎ আবির্ভাব) ও কৰ্ম্মকে যে ব্যক্তি অপ্রা-
কৃত নিত্য করিয়া জানিতে পারে । সেই ব্যক্তিই স্থূল ও
সূক্ষ্ম উভয় বিধ দেহপরিত্যাগ পূর্বক, আমাকে প্রাপ্ত হয়,
আর জন্ম মরণরূপ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করেনা ॥
ইতি ॥ ২৮ ॥

যদ্যপিও ভগবানের লীলার নিত্যত্ব শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ
হইল । তথাপি যুক্তি বিরহ হেতুক বলবৎ নহে ইহা কেহ
কেহ আশঙ্কা করিলেও করিতে পারেন; এই নিমিত্ত যুক্তি
প্রদর্শন পূর্বক দৃঢ়তর নিবন্ধ করিতেছেন ।

নিত্যং শ্রান্তদভেদাচ্ছেদ্যুদিতং তত্ত্ববিশ্বমৈঃ ॥ ২৯ ॥

তয়োস্তদদারস্ত সমাপ্ত্যোঃ সম্ব্যপ্যেকত্রৈকত্র তত্ত্বক্রিয়াবয়বা যাবৎ সমাপ্যন্তে
ন সমাপ্যন্তে বা, তাবদেবান্যাত্রান্যাত্রাপ্যারক্কাঃ স্য রিত্যেবমবিচ্ছেদান্নিত্যং
সিদ্ধং । নহীমান্ত বিচ্ছেদঃ । পৃথগারস্তাদন্তৈবসেতি চেহ্যতে সময়ভেদেনাভ্য-
দিতানামপ্যেকরূপাণাং ক্রিয়াণামেক্যং । যথা চোক্তং দ্বিঃপাকো হনেন কৃতো
নতু দ্বৌ পাকাবিতি দ্বিগোশঙ্কোষমুচ্চরিতো নতু দ্বৌ গোশঙ্কাবিতি প্রতীতি
নির্গীত শব্দৈক্যাবদিদং দ্রষ্টব্যং । তদেতদাহ তদভেদাচ্ছেতি । তেষাং রূপাদীনাং
চতুর্গাং ভেদবিরহাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ভগবানের, রূপের ও পার্শ্বদের, এবং ধামের অনন্ততা
হেতুক, এবং অবতার গণের পরস্পর অভিন্নতা হেতুক,
তঁাহার লীলাদিকর্ম অবশ্যই নিত্য, ইহাতত্ত্ববিৎ কোবিদগণ
কহিয়া থাকেন । অর্থাৎ ভগবান্ লীলাপ্রকটন করিবার
নিমিত্ত যে কোন রূপ প্রকাশিত করেন, সেই সকল রূপের
যেমত নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । সেইরূপ তঁাহার সকল
লীলাও নিত্য, কোন কালে বিনষ্ট হয় না, যদিও লীলার
স্বরূপ আরম্ভ ও সমাপ্তিরূপ, অতএব যখন যে অবতার আবি-
র্ভূত হয়েন, তখনই কেবল তঁাহার লীলা হইয়া থাকে ।
পুনর্ব্বার অপ্রকট অবস্থায় আর সে লীলা থাকে না । ইহা-
প্রতীত হইয়া থাকে । তথাপিও তাহা নিত্য, সেই সেই
স্থানের লীলা সমাপ্তি হউক আর, নাই হউক, পুনর্ব্বার অন্য-
স্থানে অবতার আবির্ভূত হইয়া অন্য লীলা বিস্তার করেন ।
অর্থাৎ বহু বহু ব্রহ্মাণ্ড এককালে বর্ত্তমান রহিয়াছে কোন
না কোন ব্রহ্মাণ্ডে, ভগবান্ সেই সেই অবতার প্রকাশ করি-
লেন, অন্যকোন ব্রহ্মাণ্ডে তখন অপ্রকট হইলেন ইহাতে

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবৎ পারতম্য প্রকরণং

প্রথমং প্রমেয়ং ॥ ১ ॥ *

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবৎ পারতম্য প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ ১ ॥ *

সর্ববেদবোধাত্মং হরেক্ষতুমাহ অপেতিযোহসাবিতি । যঃ শ্রীগোপালঃকৃষ্ণঃ ॥
সর্কেইতি । যৎপদং যদ্দুক্ষাত্মং বস্তু, পদং ব্যবসিতিজ্ঞানেত্যাভুক্তেঃ । বেদে-
রামায়ণেইতিফুটার্থং ॥ ১ ॥

করিয়া তাঁহার অবতার নিরবচ্ছিন্নই নিত্যরূপে বিরাজিত
আছেন, স্ততরাং তাঁহার লীলারও বিচ্ছেদ নাই নিত্য প্রবাহ-
রূপে হইয়া থাকে, অতএব লীলাও যে নিত্য তাহাতে কোন
সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে ভগবৎ পারতম্য প্রকরণ

নামক প্রথম প্রমেয়ং ॥ ১ ॥ *

এইরূপে পূর্বোক্ত প্রমাণ সমূহদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই
পরতম বস্তু, এবং তাঁহার নিত্যলক্ষ্ম্যাদি বিশিষ্টতা, ধামও
লীলাদিরও নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে, তিনি
যে বেদের বেদ্য, (অর্থাৎ লক্ষ্য নহেন) ইহাম্পষ্ট ঋতি
প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক দেখাইতেছেন। যথা, শ্রীগোপালোপ-
নিষদে, “যিনি সর্ব বেদ কর্তৃক পরিগীত হয়েন” ॥ ইতি ॥
কাঠক ঋতিতে ও কথিত আছে। যথা, “সকল বেদগণ ও
তপশ্চাগণ যে এক মাত্র ব্রহ্মবস্তুকেই কহিয়া থাকেন” ॥ ইতি ॥

এবং শ্রীহরিবংশেও উক্ত আছে। যথা, “বেদ, রামা-
য়ণ, ও পুরাণ, এবং ভারত ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র
আছে। সর্বত্রই আদিত, এবং অস্তে, ভগবান্ হরিই
পরিগাত হইয়া থাকেন” ॥ ইতি ॥ ১ ॥

অথাখিলাম্মায় বেদ্যত্বং, যথা শ্রীগোপালোপনিষদি ।

যোহ সৌ সৰ্ব্বৈর্বেদৈ গীয়তে ॥ ইতি ॥

কাঠকে চ ।

সৰ্ব্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সৰ্ব্বানি চ ।

বদ্বদন্তি ॥ ইতি ॥

শ্রীহরিবংশে চ ।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।

আদ্যবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সৰ্ব্বত্র গীয়তে ॥ ইতি ॥

সাক্ষাৎ পরম্পরাভ্যাং বেদা গায়ন্তি মাধবং সৰ্ব্বৈ ।

বেদান্তাঃ কিল সাক্ষা দপরে তেভ্যঃ পরম্পরয়া ॥ ২ ॥

নমুবেদেষু কর্মপ্রতিপাদনং স্মৃতি দৃষ্টং কথমুক্তোদাহরণানি সংগচ্ছেন্নইতি
চেৎ তত্রাহ সাক্ষাদিতি । বেদান্তাঃ সাক্ষান্মাধবং গায়ন্তি তেভ্যোহ পরেবেদাঃ
কর্মকাণ্ডানি তু পরম্পরয়া, তজ্জ্ঞানাসংহতিশুদ্ধিকরকর্মবিধানপরীপাট্যেতি
সর্ববেদ বেদ্যত্বং হরেঃ স্থপপন্নং ॥ ২ ॥

এক্ষণে, বেদের অনেকাংশেই প্রায় কর্ম প্রতি পাদন দৃষ্টি-
গোচর হইয়া থাকে । অতএব উক্ত প্রমাণ নিশ্চয় কিরূপে
সঙ্গত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন ।

বেদগণ সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে একমাত্র ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণকেই গান করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে বেদান্ত সকল
সাক্ষাৎরূপে, এবং তাহা হইতে অতিরিক্ত কর্মকাণ্ড সমূহ
পরম্পরা রূপে গান করেন । অর্থাৎ কর্মকাণ্ড কর্তৃক ভগ-
বদজ্ঞানের অঙ্গভূত চিত্ত বিশুদ্ধি কারক কর্ম বিধান পরীপাটী
দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার যথার্থত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ২-॥

কচিৎ কচিৎ দ্বাবাচ্যত্বং যদ্বেদেষু বিলোক্যতে ।

কাৎস্মে ন বাচ্যং ন ভবেদিতি স্ত্রান্তত্র সঙ্গতিঃ ॥

অন্যথা তু তদারম্ভো ব্যর্থঃ স্ত্রাদিতি মে মতিঃ ॥ ৩ ॥

নহু যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে ইত্যাদৌ হরেবেদাবাচ্যত্বং দৃষ্টং উক্তকাগতি-
রিত চৈত্তত্রাহসাকাদিতি কচিদিতি । দৃষ্টোপি মেকঃ কাৎস্মে নাদর্শনাদদৃষ্টো
যথোচ্যতে তদ্বৎ । অন্যথা সৰ্ব্বথা তদবাচ্যত্বে তজ্জ্ঞানায়বেদাধ্যয়নারম্ভো
নিরর্থকঃ স্ত্রাৎ ॥ ৩ ॥

এইরূপে ভগবান্ যে বেদ সকলের বেদ্য (অর্থাৎ লক্ষ্য
নহেন) ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল । কিন্তু “যতোবাচো
নিবর্ত্তন্তে” অর্থাৎ যাহা হইতে বাক্যসকল নিবৃত্ত হয়, ইত্যাদি
শ্রুতি ও যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন পরস্পর মহাবিরোধ
উপস্থিত হইতেছে । অতএব উক্ত শ্রুতির পরস্পর সমন্বয়
ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতে পারে এই আশঙ্কায়
লিখিতেছেন ।

বেদে কোথায় কোথায় যে “ব্রহ্ম এবাচ্য” অর্থাৎ শব্দ-
দ্বারা তাঁহাকে কহিতে পারা যায় না ইত্যাদি বিলোকিত
হইতেছে । তাহার তাৎপর্য্য বেদগণ সম্পূর্ণরূপে ভগবানের
মহিমাগুণাদি কহিতে সমর্থ হয়েন্ না । সুতরাং তিনি
বেদবাচ্য নহেন । যদ্যপি এরূপ সঙ্গতি না করা হয়,
তাহা হইলে বেদাধ্যয়নাদি আরম্ভ ব্যর্থ হইয়া যায় । অর্থাৎ
বেদ সকল যদ্যপি সৰ্ব্বথাই পরব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতে না
পারে, তাহা হইলে বেদ অধ্যয়নের কোন আবশ্যক থাকে—
না, স্বতঃ সিদ্ধই ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারে, সুতরাং বেদাধ্যয়ন
একেবারে নিরর্থক হইয়া যায় । অতএব ভগবান্ বেদবাচ্য,
বেদের লক্ষ্য নহেন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য ॥ ৩ ॥

শব্দপ্রবৃত্তিহেতুনাং জাত্যাঙ্গীনা মভাবতঃ ।

ব্রহ্ম নির্ধৰ্ম্মকং বাচ্যং নৈবেত্যাঙ্কিৰ্পশ্চিতঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্বৈঃশব্দৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ ।

শব্দেতি । নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদিনাস্ত, ব্রহ্মণি জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞানা মভাবাত্তদ্বাচিভি বেদশব্দৈ ম তদ্বাচ্যং ॥ ৪ ॥

নচ লক্ষণয়া বেদশব্দানাং তত্র প্রবৃত্তে ন তদারম্ভোব্যর্থঃ ইতি চেৎ তজাহ

নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদিদিগের মতে, বিপশ্চিদগুণ কহিয়া থাকেন । ব্রহ্ম, জাতি গুণ ক্রিয়া ও সংজ্ঞা রহিত পদার্থ । অতএব শব্দপ্রবৃত্তির হেতু ভূত ঐচারাটি (জাতি গুণ ক্রিয়া এবং সংজ্ঞা) ব্রহ্মেতে না থাকায় নির্ধৰ্ম্মক ব্রহ্ম, বেদ বাচ্য হইতে পারেন না ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ নির্ধৰ্ম্মক ব্রহ্ম পদার্থ, যখন বাচ্য না হইলেন, তখন লক্ষণাশক্তিদ্বারা বেদ সকল তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, বেদাধ্যয়নাদি নিরর্থক নহে । এরূপ সিদ্ধান্ত ও অসঙ্গত, ॥

কারণ যদি বল, বেদগণ লক্ষণাশক্তি দ্বারা ব্রহ্মেতে প্রবৃত্ত হয়, অতএব বেদাধ্যয়ন নিরর্থক নহে । তাহাও বলিতে পার না । যেহেতু যে বস্তু সর্বথাই অবাচ্য তাহাতে লক্ষণাশক্তিই বা কিরূপে যাইতে পারে, কোনমতেই সম্ভব হয় না । সুতরাং উহা নিতান্ত অসঙ্গত ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন ।

যদ্যপি ব্রহ্ম, শব্দ মাত্রেরই অবাচ্য হয়েন, তাহা হইলে, লক্ষণাশক্তি ও (অর্থাৎ লক্ষণানামক শব্দেরই শক্তি বিশেষ) কোনমতেই ব্রহ্মে সম্ভবে না । সুতরাং ব্রহ্ম ও যে লক্ষণা-

লক্ষ্যং ন ভবেদধর্মহীনং ব্রহ্মোক্তি মে মতং ॥ ৫ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং দ্বিতীয়ং প্রমেয়ং ॥ ২ ॥ *

॥ অথ বিশৃঙ্গসত্যং ॥

অশক্ত্য! সৃষ্টবান্ বিষ্ণু যথার্থং সর্ববিজ্ঞগৎ ।

ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্বৈরাগ্যার্থ মসদ্বচঃ ॥

সর্কীরিতি । সর্কশকাবাচ্যং ব্রহ্ম ত্বয়া স্বীকৃতং । তত্র লক্ষণা ন সম্ভবেৎ ।

সোহিৎ দেবদত্ত ইত্যত্র পিণ্ডশব্দ বাচ্যে পিণ্ডে ভাগ লক্ষণা দৃষ্টা ॥ ৫ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবল্যাং হরে বেদ বেদ্যত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ ২ ॥ *

প্রপঞ্চসত্যং বক্তুনাহ অথৈত্যাদিনা স্বশক্ত্যোক্তি । নমু “তস্মাদিদং জগদশেষমসংস্বরূপং ইত্যাদি বাক্যং জগৎসত্যত্ববাদনাং কথং সম্ভচ্ছেত তত্রাহ বৈবাগ্যার্থমিতি ।—অনিত্যজগৎস্বত্বত্বমাপরিত্যাগার্থমেব নতু তন্ময়াত্বার্থং, তৎসত্যত্বে প্রমাণলাভাদিত্যভাবঃ ॥ স্বশক্ত্যোক্ত্যেতৎপ্রমাণয়তি ইতি । যদ্বৈশ্বর্যঃ স্বয়মবর্ণঃ ব্রাহ্মণাদিভিন্নঃ স্বশক্তিযোগাদনেকান্ ব্রাহ্মণাদীন বর্ণান্ দধাতি উৎপাদয়তীত্যর্থঃ । “বর্ণো দ্বিজাদৌশুকাদৌ স্তুতৌ রূপযশোক্ষরে ইতিবিধঃ ।

শক্তিদ্বারা বেদের লক্ষ্য হইতে পারেন্ না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে ভগবানের বেদ বেদ্যত্ব প্রকরণ নামক দ্বিতীয় প্রমেয় ॥ ২ ॥ *

অনন্তর বিশ্বেশ্বর সত্যতা দেখাইতেছেন । সর্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়শক্তিদ্বারা, এই জগৎকে যথার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন । “যথার্থ করিয়াছেন” এই উক্তি হেতুক, জগৎ যে সত্য ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে । যদি বল, “অশেষ এই জগৎ অসংস্বরূপ “ইত্যাদি বাক্যার্থ কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহাতে

তথাহি, শ্বেতাশ্ব তরোপনিষদি ।

য একোহ বর্ণো বহুধাশক্তিয়োগা ধ্বনানেকান্নিহ-

তার্থো দধাতি ॥ ইতি ॥

শ্রীমদ্ভিষ্ম পুরাণে চ ।

একদেশ স্থিতস্থানে জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথৈদ মখিলং জগৎ ॥ ইতি ॥

যদ্বা, স্ময়ং অবর্ণঃ রূপরহিতোহনেকান্ শুক্লাদীন্ অর্থান্, নিহিতার্থঃ চেতসিধৃত-
প্রয়োজনঃ ॥ একদেশেতি । পরমব্যোমনিলযসা হবেঃ শক্তিকার্য্য মেতৎ
তদতিদুবং ইদং পরিদৃশ্যামাং জগদতি সমুদার্য্যঃ ॥ যথার্থমিতি সৰ্ব্ববিদ্বিত্ত
প্রমাণয়তি, সপৰ্য্যাগাদিতি । স প্রকৃতঃ পবনায়্যা পরিতোহগাং সৰ্ব্বব্যাপৎ,
শুক্লমিত্যাদ্যাঃ শব্দাঃ পুংস্তেন বিপরিণম্যাঃ স ইতু্যপক্রমাৎ, শুক্রে দীপ্তিমান্,
অকায়োহস্থাবির ইতিশ্লক্সস্থলদেহশ্লত্, অবর্ণঃ অক্ষতঃ বিমালশূন্যঃ, শুদ্ধঃ

লিখিতেছেন বৈরাগ্যের নিমিত্ত জগতের মিথ্যাস্ব কখন-
মাত্র, অর্থাৎ বৈষয়িক বিশ্বস্থখে আশক্তি পরিত্যাগের নিমিত্তই
কেবল জগতের মিথ্যাস্ব প্রতিপাদন মাত্র, নতুবা জগতের
মিথ্যাস্ব নিমিত্তই নহে । কারণ যখন জগতের সত্যত্বের
প্রতি প্রমাণ লাভ হইতেছে তখন উক্ত তাৎপর্য্যই অবধার্য্য,
তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥

এক্ষণে, ভগবান্ স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেন, ইহা
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, দেখাইতেছেন ।
যথা, “ যিনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, ব্রাহ্মণাদিজাতিশূন্য
হইয়াও স্বীয় বিবিধ শক্তি দ্বারা, অনেকবিধ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ
উৎপাদিত করেন” ॥ ইতি ॥

ঈশাবাস্ত্রোপনিষদি ।

স পর্য্যগাচ্ছুক্ৰ মকায় মত্রণ মস্থাৱিরং শুক্ৰ মপাপবিদ্ধং ।

কবি মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূ যথা তথ্যাতোহর্থান্ ব্যদ-
ধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

রাগাদ্যাবিলঃ ; অপাপবিদ্ধঃ কৰ্মশূন্যঃ, কবিঃ সৰ্বজ্ঞঃ, মনীষী চতুরঃ, পরিভূঃ
মায়াভিতবী, স্বয়ম্ভূঃ নিৰ্হেতুকঃ, যথা তথ্যাতঃ সত্যাতয়া, “ঋতং সত্যং সমীচীনং
সম্যক্ তথ্যং যথা তথং” ইতি হলায়ুধঃ । অর্থান্ মহাদাদীন্, সমাঃ সম্বৎসরান্
বাপ্য, “সম্বৎসরো বৎসরোহদ্যে। ছায়নোহস্তীশরৎসমাইত্যমরঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে ও কহিয়াছেন । যথা, “যেমত অগ্নি
এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়াও, স্বীয় বিস্তারিণী কিরণশক্তি-
দ্বারা অনেক দেশ ব্যাপক হয় । সেইরূপ পরম ব্রহ্ম
ভগবান্ হরি, স্বীয় শক্তি দ্বারা, এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া
আছেন । অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ তাঁহারই শক্তি-
কার্য ॥ ইতি ॥

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে “সৰ্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়
শক্তি দ্বারা, এই জগৎকে যথার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন” এই স্থানে
ভগবান্ সৰ্বজ্ঞ, এবং জগৎ যথার্থ, এই দুইটির প্রমাণ দেখা-
ইতেছেন । যথা, ঈশাবাস্ত্রোপনিষদে । “যিনি দীপ্তিমান্,
স্থূল ও সূক্ষ্ম কায়বিবর্জিত, অক্ষত, এবং রাগাদিরাহিত্য-
হেতুক শুদ্ধ স্বভাব, ও অপাপবিদ্ধ (অর্থাৎ কৰ্মশূন্য) এবং
সৰ্বজ্ঞ, মনীষী, এবং যিনি মায়াদির অভিভবকর্তা, ও স্বয়ম্ভূ,
সেই পরমাত্মা সৰ্বব্যাপক, সম্বৎসর গণ ব্যাপিয়া মহাদাদি
অর্থকে সত্যরূপে বিহিত করিয়াছেন” ॥ ইতি ॥ ১ ॥

ত্রিবিষ্ণু পুরাণে চ ।

তদেত দক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং ।

আবির্ভাব তিরোভাব জন্ম নাশ বিকল্পবৎ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

মহাভারতে চ ।

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ ।

তদেতদিতি । এতদীশ্বরজীবপ্রকৃতিরূপং অখিলং জগৎ, হে মুনিবর !
অক্ষয়ং নিত্যং প্রকৃতিজীবরূপমক্ষয়ং স্বরূপেণ ক্ষয়রহিতং পরিণামীত্যর্থঃ ।
প্রকৃতে মহাদাদিতয়া জীবস্য চ জ্ঞানবিকাশেন পরিণামঃ । ঈশ্বররূপস্তনিত্যং
কুটস্থং, এতদেবাহ আবির্ভাবতি । ঈশ্বরাংশ আবির্ভাবতিরোভাববান্
প্রকৃতিজীবরূপোহংশস্তু জন্মনাশবানিতি বা পাঠক্রমমনাদৃতা অর্থক্রমাদব্য-
থ্যাতং । পূর্বত্র হি, “দেবরূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্ত্বামূর্ত্ত্বয়েবচ । ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে
সর্বভূতেষবস্থিতে ॥ অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ ॥ ইত্যুক্ত্বা, তন্মধ্যে
ব্রহ্মবিষ্ণুশ রূপাণি পঠিত্বা, তদনন্তরং তদেত দিতি পঠিতং ॥ ২ ॥

ব্রহ্মেতি । সচ্চিদানন্দং সত্যসংকল্পং যদ্ব্রহ্ম তৎ সত্যং, আলোচনাত্মকং যৎ

বিষ্ণু পুরাণে ও উক্ত আছে । যথা, “হে মুনিবর ! এই
অখিল জগৎ নিত্য, ইহার কোন কালেই ক্ষয় নাই । তবে
যে জগতের জন্ম ও নাশ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা আবি-
র্ভাব ও তিরোভাব মাত্র জানিবে । পরমেশ্বর হইতে
জগতের আবির্ভাব, এবং তাঁহাতেই তিরোভাব, ইহারই
জন্ম ও নাশরূপে কল্পনা মাত্র ॥ ২ ॥

মহাভারতে ও কথিত আছে । যথা, “সচ্চিদানন্দ রূপ
ব্রহ্ম সত্য, আলোচনারূপ তাঁহার তপস্যা ও সত্য, এবং
তাঁহার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত প্রজাপতি ও সত্য, এবং

সত্যাত্মজানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ইতি ॥ ৩ ॥
 আত্মাবাইদমিত্যাদৌ বনলীনবিহঙ্গবৎ ।

তস্য তপঃ তৎসত্যং, তেন ব্রহ্মণা, সনাত্তিকমলাত্মপাদিতো যঃ প্রজাপতি-
 স্ত্বং সত্যং, সত্যং তস্মাজ্জাতানি ভূতানি, অতো ভূতময়ং জগৎ সত্যং ॥ ৩ ॥

নমু “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতিমু পূৰ্ব্বং পরমাত্মৈক
 আসীৎ নমু প্রপঞ্চোহপি । “আত্মৈবেদমিতি সামান্যিকরণব্যাপদেশস্ত রজ্জু-
 ভৃঙ্গুসদং আত্মনি তস্যাধ্যাস্ত্বাদেব ততো মিথ্যেব স ইতি চেৎ তত্রাহ

তাহা হইতে জাত ভূতসকল ও সত্য । অতএব ভূতময়
 এই জগৎ ও সত্য” ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

এই রূপে বিশ্বের সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, এক্ষণে,
 “আত্মা বা ইদ মেক এবাগ্র আসীৎ” অর্থাৎ প্রথমতঃ আত্মাই
 এক মাত্র ছিল ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল মাত্র আত্মারই
 স্থিতি ও প্রপঞ্চের অস্থিতি প্রতীত হইতেছে । এবং
 “আত্মৈবেদং” অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ আত্মাই, এই অভেদ
 ব্যাপদেশটি রজ্জুসদৃশ, আত্মাতে অধ্যাসহেতুক, হইয়া থাকে ।
 অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে রূপ মিথ্যা, সেই রূপ আত্মা-
 তেও এই জগৎ অধ্যাস্ত মাত্র । অতএব এই প্রপঞ্চ মিথ্যা ।
 এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন ।

“প্রথমতঃ আত্মাই একমাত্র ছিল” ইত্যাদি স্থলে,
 বনলীন বিহঙ্গবৎ অর্থ সঙ্গত করিলে আর কোন অসঙ্গত
 হইবে না । অর্থাৎ বিহঙ্গমগণ, যেমত বনে অবস্থিত থাকে,
 সেইরূপ আত্মাতে এই জগৎ সূক্ষ্ম রূপে অবস্থিত থাকে ।
 অতএব “প্রথমতঃ আত্মাই এক মাত্র ছিল” ইত্যাদি শ্রুতির

সদ্বৎ বিশ্বস্ত মন্তব্য মিথ্যাক্তং বেদবেদিভিঃ ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং তৃতীয়ং প্রমেয়ং ॥ ৩ ॥ *

॥ অথ বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদঃ ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি ।

দ্বাস্পর্গা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষষজাতে

আশ্বেতি । বনে লীনো বিহঙ্গো হি যথা তত্রাস্ত্যেব, তথা আশ্বনি লীনঃ
প্রপঞ্চঃ সৌন্দর্য্যেণ অস্ত্যেব । অন্যথা সংকার্য্যতাপত্তিঃ ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং বিশ্বসত্যত্ব প্রকরণং ব্যাপ্যাতং ॥ ৩ ॥ *

ঈশ্বর্যং জীবানাং ভেদং বক্তুমাহ শ্বেতি । সুপাং সুপ লুগিত্যাদি
নৃত্তাদৌ বিভক্তেরাং । দ্বৌ সুপর্গৌ পক্ষিণৌ জীবেশলক্ষণৌ সমান মেকং
বৃক্ষং দেহং পরিষষজাতে স্বীকৃত্য তিষ্ঠতঃ । জীবো ভোগায়, ঈশো নিয়মনায়
ইতি বোধ্যঃ । তৌকৌদৃশাকিত্যাহ, সযুজৌ সহযোগবন্তৌ, সখাযৌ
তৎতুল্যৌ । তয়ো রজ্ঞ একৌ জীবঃ পিপ্ললং কন্দম্বফলং সুখদুঃখরূপং

আর কোন অসামঞ্জস্য হইতে পারিল না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত
সিদ্ধান্তের ও বাধ হইল না স্থির রহিল । ইহা বেদবিদ-
গণের সম্মত ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে বিশ্বসত্যত্ব প্রকরণনামক

তৃতীয় প্রমেয় ॥ ৩ ॥ *

অনন্তর ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ দেখাইতেছেন । যথা,
শ্বেতাশ্বতরউপনিষদে । যথা, “ জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী,
সহযোগে তুল্যভাবে দেহরূপ সমান একটিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া
আছেন । তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ সুখ দুঃখস্বরূপ
কন্দম্বফল ভোগ করিয়া থাকেন । অপর ঈশ্বর রূপ পক্ষীটি
ফলভুক্ না হইয়া প্রদীপ্তভাবেই অবস্থিত রহেন ॥ ইতি ॥

তয়ো রন্যঃ পিপ্ললং স্বাদন্ত্য নগ্নম্নন্যোহভিচাক্ষীতি ॥
 সমানে রুক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতিমুহ-
 মানঃ জুষ্টং যদাপশ্যত্যন্যমীশ মশ্রু মহিমান মেতি
 বীতশোকঃ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

উপক্রমোপসংহারো বভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলং ।

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে ॥

স্বাহু অতি । অশ্ব ঈশ স্তদনশ্বঃপি অতিচাক্ষীতি প্রদীপ্যতে । সমানে
 একস্মিন্ দেহলক্ষণে রুক্ষে পুরুষো নিমগ্নো নিরতঃ অনীশয়া মায়য়া মুহমানঃ
 সন্ শোচতি । যদ্যপ্যন্যদন্যং ভিন্নং ঈশং কল্যাণগুণগণেন স্নেহ চ জুষ্টং
 পরিষেবিতং পশ্যতি ধায়তি, তদা বীতশোকঃ সন্ অশ্ব মহিমানং ধায়তি ॥১॥

ভেদে শাস্ত্রতাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং আহ উপক্রমেতি । বৃহৎসংহিতায়াং
 উপক্রমোপসংহারয়ো রৈকরূপাং ইত্যেকলিঙ্গং । বা সুপর্ণা ইতু্যপক্রমঃ ।

দেহরূপ সমান একরুক্ষে জীব নিমগ্ন হইয়া, মায়াকর্তৃক
 মোহিত হওতঃ অশেষ শোকভাজন হয় । অনন্তর যখন,
 আপনাইতে ভিন্ন অন্য ঈশ্বরকে পরিষেবিতরূপে (অর্থাৎ
 ভগবান্ সেব্য, আমি উঁহার সেবক ইত্যাকাররূপে) দেখিতে
 পায় । তখন তাঁহার মহিমা (অর্থাৎ তাঁহারধাম) অধিগত
 হওতঃ বীত শোক হয় „ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

এক্ষণে, জীবও ঈশ্বর যে ভিন্ন, ইহাই শ্রুত্যাदिশাস্ত্রের
 তাৎপর্য্য । এইটি দেখাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শাস্ত্রতাৎ-
 পর্য্য জ্ঞানের প্রতি ছয়টি কারণ দেখাইতেছেন ।

যথা, “ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল,
 অর্থবাদ, এবং উপপত্তি, এই ছয়টি শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবধারণের
 হেতু ” ॥

ইতি তাৎপর্য্য লিঙ্গানি যদ্‌যান্যাহ্ মনীষিণঃ ।

ভেদে তানি প্রতীয়ন্তে তেনাসৌ তস্ম গোচরঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ মুণ্ডকে ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণং কৰ্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-
যোনিং । তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ
পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ইতি ॥

অন্যমীশমিত্যুপসংহারঃ । দ্বৈতি, তয়োরন্য ইতি, অনশ্চন্ ইতি, অবিশেষ-
পুনঃ পুনঃ স্তুতি রভ্যাসঃ । অণ্ড বৃহদ্বাদি বিরুদ্ধ নিত্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতি-
সৌগিকতয়া ভেদস্য শাস্ত্রং বিনা লোকাদপ্রতীতেরপূর্ব্বতা । বীতশোক-
ইতিফলং । তস্য মহিমানেনেতি ইত্যর্থবাদঃ । অনশ্চন্নিতি উপপত্তিঃ ।
অসৌভেদঃ তস্য শাস্ত্রতাৎপর্য্যস্য গোচরো বিষয়ঃ ॥ ২ ॥

নহু নৈতানি লিঙ্গানি ভেদং সাধয়িতুমেকান্তানি, তেষা মভেদসাধনে-
হপি দর্শিতত্বাৎ । “ব্রহ্মবিদব্রহ্মৈব ভবতি” ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্যোতি ইতি মোক্ষ-

এইরূপে শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণয়ের প্রতি ছয়টি হেতু
কহিয়া, ঐ ছয়টি হেতু দ্বারা, জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ
শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণীত, ইহা কহিতেছেন ।

মনীষিগণ, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল,
ও অর্থবাদ, এবং উপপত্তি রূপ যে এই ছয়টি শাস্ত্র তাৎপর্য্য
জ্ঞানের কারণ কহিয়াছেন । সেই ছয়টি জীব ও ঈশ্বরের
পরস্পর ভেদ নির্ণয়ের প্রতি ও প্রতীত হইয়া থাকে । অত-
এব জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যে শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বিষয় হইতেছে,
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

মুণ্ডকউপনিষদেও উক্ত আছে । যথা, “ পশ্য, (অর্থাৎ
ধ্যাতা যে জীব) যখন, রুক্ষবর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎকর্ত্তা

কাঠকেচ ।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধ মাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবং মুনে বিজানত আত্মা ভবতি গোঁতম ॥ ইতি ॥

দশায়া মতেদাবধারণাদ্ ব্যবহারিকোভেদঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ, কিস্তেতি
যদেতি । পশুঃ ধ্যাতা জীবঃ ॥ যথোদকমিতি । বিজানতন্তদনুভবিনঃ ॥
ইদমিতি । উপাশ্রিত্য প্রাপ্য । এষেতি । এষু বাক্যেষু সাম্য মिति,
তাদৃগেবেতি, সাধর্ম্যমিতি, মোক্ষেইপি ভেদোক্তে স্তাঙ্কিকোভেদঃ ।

ব্রহ্মযোনি পরম পুরুষকে দর্শনকরে । তখন তদ্বিৎ সেই
সাধক, বন্ধনের মূলীভূত পুণ্যপাপকর্ম সমূলে পরীহার-
পূর্বক, নিরঞ্জন (অর্থাৎ নির্লেপ) হন্ততঃ পরম সাম্যলাভ
করে” ॥ ইতি ॥

কঠোপনিষদে ও কহিয়াছেন । যথা, “যেমত শুদ্ধ
সলিল, নির্মলজলে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাদৃশই একরস হয়
অন্যথা হয়না । হে গোঁতম ? যিনি আত্মবিৎ মুনি তাঁহার
আত্মাও সেইরূপ হয়” । অর্থাৎ জীব আত্ম তত্ত্ব অবগত
হইলে, যথার্থ আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়েন, দেহাদি অনাত্ম-
বস্তুতে আর আশ্রুতি থাকে না । স্তত্রাং জন্মমরণরূপ
সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধাত্মস্বরূপে বিরাজমান
হয়েন ॥

শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে । যথা, “এইজ্ঞান
আশ্রয় করিয়া, যাহারা আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয় । তাহারা
আর সর্গকালে এবং প্রলয়কালে, জন্মও মৃত্যুজন্ম ব্যথার
ভাজন হয় না” ॥ ইতি ॥

পূর্বোক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বারা, ভেদের যে নিত্যত্ব প্রতি-

শ্রীগীতাস্থ চ ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্য মাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ইতি ॥

এষু মোক্ষেহপি ভেদোক্তেঃ স্তাদ্ভেদঃ পারমার্থিকঃ ॥ ৩ ॥

এবঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যত্র ব্রহ্মতুল্য ইত্যেবার্থঃ । “এবোপমোহবধারণে” ইতি-
বিশ্বঃ ॥ ৩ ॥

পাদিত হইয়াছে, ইহাই স্পষ্টরূপে কহিতেছেন । পূর্বোক্ত
বাক্যগণে, মোক্ষাবস্থাতেও জীব ঈশ্বরের ভেদ কখন হেতুক,
ঐ ভেদ যে অবশ্য পারমার্থিক ইহা নিঃসন্দ্বিগ্ন । অর্থাৎ
পূর্বোক্ত প্রমাণ গণের মধ্যে, মুণ্ডক উপনিষদে, “পরমং
সাম্যমুপৈতি” কঠোপনিষদে, “তাদৃগেব ভবতি” এবং ভগবদ্-
গীতাতে, “মম সাধর্ম্য মাগতাঃ” ইত্যাদি পদে, (সাম্যং
সমতা) (তাদৃক্ তাদৃশ) (সাধর্ম্যং সমান ধর্মতা) ইত্যাদি
উপমাবাচক শব্দ প্রয়োগ হেতুক, উপমানার্থের উপস্থিতি
করায়, স্মৃতির ভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে । কারণ যে বস্তুর
সহিত উপমা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান কহে । এবং
যাহার উপমা তাহাকে উপমেয় কহে । (যেমন চন্দ্রসদৃশ
মুখ) এখানে চন্দ্র উপমান, ও মুখ উপমেয় । ইত্যাদি স্থলে
যে রূপ চন্দ্র হইতে মুখের ভিন্নতা বোধ হইতেছে । সেই
রূপ ঈশ্বর হইতে জীবের ও ভেদ বিলক্ষণ রূপে প্রতীত
হইতেছে । তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে
না ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাহ মেকো জীবোহস্মি নান্যে জীবা ন চেশ্বরঃ ।

মদবিদ্যা কল্লিতাস্তে স্মারিতীথঞ্চ দূষিতং ॥

অনুথা নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে ।

তথাহি কঠাঃ পঠন্তি ॥

৫

“সএব মায়া পরি মোহিতাত্মা শরীর মাস্থায় করোতি সর্বং” ইত্যাদি-
শ্রুতার্থাভাসমাদার শঙ্করাভ্যুযায়িনঃ কেচিং কল্পয়ন্তি । ব্রহ্মৈবাবিদ্যায়া
মোহিতং একো জীবোবাস্তবঃ, স চ অহমেব, মদন্যো জীবা মদবিদ্যায়া
কল্লিতাঃ । সর্বৈশ্বরাত্মাঃ পুরুষশ্চ চিদাভাসাঃ সর্বৈ স্বাপ্নিকা ইব রথাস্বাদয়ঃ ।

এক্ষণে, “সএব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীর মাস্থায়ক-
রোতিসর্বং” সেই ব্রহ্মই মায়া কর্তৃক পরিমোহিত হইয়া,
শরীর গ্রহণ পুরঃসর সকল করিতেছেন । ইত্যাদি শ্রুতির
অর্থাভাস মাত্র গ্রহণে, শঙ্কর মতানুযায়িক কেহ কেহ কল্পনা
করেন, যে অবিদ্যা পরিমোহিত ব্রহ্মই এক মাত্র বাস্তব
জীব । সেই জীবই আমি । আমাহইতে অন্য জীবগণ
আমারই অবিদ্যা পরি কল্লিত, এবং ঈশ্বরাত্ম্য পুরুষও আমার
অবিদ্যা কল্লিত । স্বপ্নদৃষ্ট রথ অশ্বাদি সদৃশ । অনন্তর
যখন আমি জ্ঞাতানুভব হইব, তখন আর কেহই থাকিবে না ।
যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট রথ অশ্বাদি, জাগ্রদবস্থায় থাকে না সেইরূপ ।
অতএব এক মাত্র জীবই সত্য । ইত্যাদি মতান্তর দূষণাভি-
প্রায়ে, প্রথমতঃ তাহাদিগের মত উদ্দীরণপূর্বক,
কহিতেছেন ।

ব্রহ্মই এক মাত্র জীব, ও আমিই সেই জীব, অন্য আর
জীব নাই, এবং ঈশ্বরও নাই, তাহারা সকলেই আমার
অবিদ্যা পরি কল্লিত । ইত্যাদি যে মত, তাহা দূষিত ॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং মেকো বহুনাং
যো বিদধাতি কামান্ ।

ত মাঅস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী
নেতীরেষাং ইতি ॥ ৪ ॥

একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাতাদৃশা মিথঃ ।

অথ জ্ঞাতাঅনি ময়ি চিন্মাত্রতয়া অবস্থিতে তে ন ভবিষ্যন্তি স্বাপ্নিকা ইব
রথাদয়ঃ । জাগরে ইত্যেক এব সত্যোজীব ইতি তদিদং প্রত্যাচষ্টে, ব্রহ্মাহ-
মিতি । ইথং মোক্ষেপি ভেদ প্রতিপাদনেন । অন্যথা পারমার্থিক ভেদানাস্তী-
কারে । তাং অতি মুদাহরতি । নিত্য ইতি । আঅনি মনসি স্থিতং ॥ ৪ ॥

শ্রুতার্থং যোজয়তি একস্মাদিতি । যঃ পরেশো নিত্য শ্চেতন একো নিত্যা-
নাং চেতনানাং বহুনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি, যথাসাধনং বিদধাতি ।
তং যে ধীরাঃ পশ্যন্তি ধায়ন্তি, তেষাং শান্তিঃ সংসার দুঃখ নিবৃত্তিঃ শাস্বতীতি
তদর্থঃ । ন থলু নিত্যানাং চেতনানাং অবিদ্যাকল্পিতত্বং প্রেক্ষাবতা শক্য ম্ভ-

যদ্যপি উক্ত মত দূষিত না হয়, তাহা হইলে, “নিত্যো-
নিত্যানাং” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ কোন মতেই সঙ্গত হইতে
পারে না ॥

তথাহি, কঠোপনিষদে, কহিয়াছেন । যথা, “যিনি
নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, পরমেশ্বর, চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্যভূত
বহু জীবগণের একমাত্র সাধনাত্মরূপ বাঞ্ছিতার্থ বিধান করেন ।
তঁাহাকে আত্মস্থ রূপে যে সকল ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন,
তঁাহারাই শাস্বত স্থখের অধিকারী হয়েন, অন্যের অধিকার
হয় না” ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

অনন্তর, উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য কখন পূর্বক, ভেদের
নিত্যত্ব সাধিত করিতেছেন । যখন চৈতন্য স্বরূপ

ভিদ্যন্তে বহবো জীবা স্তেন ভেদঃ সনাতনঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণৈকাধীন বৃত্তিহাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা ।

তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তে জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥

ধাতুং, ইত্যেকজীববাদকণ্ঠকুঠাররূপ মেতদ্বাক্যং । তাদৃশাইতি, নিত্য-
শ্চেতনশ্চেত্যর্থঃ । তেনেতি, নিত্যানাং চেতনানাং নিত্যং চেতনং ভেদ-
প্রতিপাদনেন ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নম্বেবং “সৰ্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম, তৎত্ব মসি, ইত্যাদেঃ কাগতি রিতিচেৎ-
তদ্রাহ প্রাণৈকেতি । নবৈ ইতি, বাগাদীনা ইন্দ্রিয়গণং বাগাদি শব্দে-
নাভিধানং, কিন্তু প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ প্রাণশব্দেনৈবাভিধানং, প্রাণ-

এক ঈশ্বর হইতে, তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপ বহু বহু জীবগণ,
• পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকেন । তখন জীব ও ঈশ্বরের
ভেদ অবশ্যই নিত্য, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫ ॥

এই রূপে, জীবও ঈশ্বর ভেদের নিত্যতা দেখাইয়া,
“সৰ্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম” (অর্থাৎ দৃশ্যমান এই জগৎ সমস্তই
ব্রহ্ম,) ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের বিরোধ আশঙ্কায় লিখিতেছেন ।
যেমন বাক্ আদি ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণেরই এক মাত্র অধীন
হওন হেতুক, প্রাণ শব্দে উচ্চারিত হইয়াছে । সেই রূপ
এই জগৎ ও ব্রহ্মেরই অধীনবৃত্তিতা হেতুক, ব্রহ্ম শব্দে
কথিত হইয়াছে ॥

এক্ষণে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ বে প্রাণ শব্দে উচ্চারিত হইয়াছে
তাহা দেখাইতেছেন । যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদে পঠিত
আছে । “বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন, ইত্যাদি করণ সকল,
তৎতৎনামে খ্যাত হয় না, প্রাণ এই নামে আখ্যাত
হয় । যে হেতু প্রাণই এই সকল বাক্ আদি করণ রূপ হয়” ।

তথাহি ছান্দোগ্যে পঠ্যতে ।

নবৈবাচো ন চক্ষুঃষি ন শ্রোত্রাগ্নিন মনাঃসীত্যাচক্ষতে,
প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হেবৈতানি সৰ্ব্বাণি ভবতি ॥
ইতি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চি জগদ্ব্রহ্মেতি মন্যতে ॥

যদ্বক্তঃশ্রীবিষ্ণু পুরাণে ।

যোহযং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ ।

সত্যমেব জগৎ শ্রুতী যতঃ সৰ্ব্বগতো ভবান্ ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

রূপত্বঞ্চ যথাভবতি, এবং ব্রহ্মায়ত্ত্বত্ত্বিকত্বাৎ চিজ্জড়াত্মকস্য প্রপঞ্চস্য
ব্রহ্মশব্দেনাভিধানং ব্রহ্মরূপত্বঞ্চ ইতি ॥ ৬ ॥

যদ্বি যদ্ব্যাপ্যং তৎ তদ্রূপমিতি সঙ্কেতান্তরেণাপি তদবৈতবাক্যং সম্ভব-
নীষ মিত্যাহ ব্রহ্মেতি । যেন্নিমিতি শ্রীবিষ্ণুঃ প্রতি দেবানাং বাক্যং ।
ক্ষুটার্থং । ইথং চ স এব মায়েত্যাদৌ জীবস্য পরমাত্মাভেদঃ তদায়ত্ত্ব বৃত্তিক-
ত্বাদিত্যাং ব্যাখ্যাতো রোধঃ ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ যেমত বাক্ আদি ইন্দ্রিয়গণ, বাক্ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন
ইত্যাদি শব্দে কথিত না হইয়া, প্রাণের অধীন বৃত্তিতা হেতুক
প্রাণ শব্দেই উক্ত হইয়াছে । সেই রূপ চিজ্জড়াত্মক
জগৎ ও ব্রহ্মের অধীন বৃত্তিতা হেতুক ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত
হওয়ায় ব্রহ্ম রূপতা প্রতি পাদিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

ইহাও কেহ কেহ বলেন যে যেহেতু জগৎ ব্রহ্ম
কর্তৃক ব্যাপ্ত, অতএব জগৎ ও ব্রহ্ম ॥ তাহাই সংকেত-
দ্বারা বিষ্ণু পুরাণ বচন প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক, অবধারিত
করিতেছেন । যথা, “হে দেব ! যে হেতু আপনি জগৎ
শ্রুতী ও সৰ্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া বিরাজ করিতেছেন । অতএব

প্রতিবিশ্ব পরিচ্ছেদ পক্ষো যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ ।

উপাধৌ প্রতিবিশ্বিতং তেন পরিচ্ছিন্নং বা ব্রহ্ম জীবরূপং স্যাৎ । উপাধে-
বিগমে তু ব্রহ্মৈবৈকমিত্যাহঃ কেবলাদ্বৈতিনঃ । তন্নিরাকর্তৃমাৎ প্রতি-
বিশ্বেতি । ব্রহ্মণো বিভূত্বাৎ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্য প্রতিবিশ্বং । পরিচ্ছেদ-

এই দেবতা গণ আপনার নিকট আগমন করিয়াছে” ॥
ইতি ॥ ৭ ॥

অনন্তর প্রতিবিশ্ব ও পরিচ্ছেদ বাদ খণ্ডন অভিপ্রায়ে
কহিতেছেন । যাহারা প্রতিবিশ্ব ও পরিচ্ছেদ পক্ষ স্বীকার
করেন । তাঁহাদিগের সেই পক্ষ দ্বয়ই, ব্রহ্মের বিভূত্ব ও
অবিষয়ত্ব, এই দুইটি হেতু দ্বারা, বিদ্বদ্গণ কর্তৃক নিরাকৃত
হইয়াছে । অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদিরা কহেন, উপাধিতে
প্রতিবিশ্বিত, অথবা উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব-
রূপ হয়েন । ঐ উপাধির অপগম্য হইলেই শুদ্ধ এক-
মাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত থাকেন । তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত
বাক্যটি নিতান্ত নিরর্থক । কারণ ব্রহ্ম, যখন বিভূ (অর্থাৎ
ব্যাপক) পদার্থ, এবং অবিষয় (অর্থাৎ কোন বস্তুর গ্রাহ্য
নহেন) তখন, কোন মতেই, উপাধিতে প্রতিবিশ্বিত, অথবা
উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না । যাহার
পরিচ্ছেদ আছে, সেই বস্তুই প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে ।
এবং যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন, সেই বস্তুই অন্য বস্তুর বিষয় হইয়া
থাকে । সর্ব ব্যাপক, ও অবিষয় ব্রহ্ম পদার্থ কখনই
প্রতিবিশ্বিত, অথবা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না । যদিপি
ঐ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ও মহা

বিভূত্বা-বিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বন্তি নির্বাকুতো ॥ ৮ ॥

অদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্ন মভিন্নং বা ত্বয়োচ্যতে ॥

আদ্যো বৈতাপত্তি রন্তে সিদ্ধ সাধনতা শ্রুতঃ ॥ ৯ ॥

বিষয়ত্বা স্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদঃ । বাস্তবে পরিচ্ছেদে টঙ্কচ্ছিন্ন পাষণ-
ধণ্ডবদ্বিকারিত্বাদ্যাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

ক্ষেদাক্ষমত্বাদপ্যদ্বৈতং নাত্ম্যপেয়মিত্যাহ অদ্বৈত মতি । জীব ব্রহ্মণো-
রদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নং ন বা, নাদ্যঃ, বৈতাপত্তেঃ । নাস্ত্যঃ, প্রতিপাদনশূন্য
শ্রুতঃ সিদ্ধ সাধনতা পাতাৎ । অদ্বৈতং হি ব্রহ্মাত্মকং অতঃ সিদ্ধং তদন্তি
কিং তৎ প্রতিপাদনে ॥ ৯ ॥

অনর্থ আপত্তিত হয় । অর্থাৎ ঐ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব
স্বীকার করিলে, টঙ্কচ্ছিন্ন পাষণ খণ্ডাদির ন্যায় বিকারিত্ব-
রূপ মহা অনর্থ উপস্থিত হয় ; অতএব প্রতিবিশ্ব ও
পরিচ্ছেদ বাদ পক্ষ স্তূতরাং দূষিত, ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন
হইতেছে ॥ ৮ ॥

পুনর্ব্বার অদ্বৈত মত দূষণাভিপ্রায়ে কহিতেছেন ।
হে অদ্বৈত বাদিন্ ! তুমি যে অদ্বৈত অদ্বৈত কহিতেছ ;
বলদেখি জীব ব্রহ্মের ঐ অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কি না ?
আদ্যো, অর্থাৎ যদ্যপি কহ যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ।
তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতই থাকে না, দ্বৈতাপত্তি হয় ।
অন্তে, অর্থাৎ যদিচ অভিন্নই কহ । তাহা হইলেও তোমার
সিদ্ধসাধনতা দোষ অপরিহার্য্য । কারণ, শ্রুতিই উহা
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অর্থাৎ অদ্বৈত যদি ব্রহ্মাত্মকই হয়,
তাহা হইলে, তাহা শ্রুতি সিদ্ধই আছে, তাহার আর
প্রতিপাদনে কি আবশ্যক ॥ ৯ ॥

অলীকং নিগুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ ।

শ্রদ্ধেয়ং বিদুষাং নৈবেতু্যচিরে তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং ভেদসত্যত্ব প্রকরণং চতুর্থং প্রমেয়ং#

নহু “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইতি শ্রুতেঃ নিগুণমিব ব্রহ্ম বাস্তবং তত্রাহ অলীক মিতি । ন তাবং নিগুণে ব্রহ্মণি প্রত্যক্ষং প্রমাণং রূপাদ্যভাবাৎ । নাপ্যনুমানং তদ্ব্যাপ্য লিঙ্গাভাবাৎ । ন চ শব্দঃ প্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং জাত্যাঙ্গীনাং তস্মিন্নভাবাৎ । ন চ তত্র ভাগলক্ষণয়া ভাবাং, সৰ্ব্বশব্দাবাচ্যে তদসম্ভবাদিতি পূৰ্ব্বমেবোক্তং ॥ ১০ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং ভেদসত্যত্ব প্রকরণং বাখ্যাং ॥ *

পুনশ্চ, “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” অর্থাৎ কেবল মাত্র চৈতন্যস্বরূপ সাক্ষী সেই পরমাত্মা নিগুণ, ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ অবলম্বনে যে, নিগুণ ব্রহ্মই বাস্তব, এই রূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্তকারিদিগের কল্পিত বাদ নিরাসপূর্বক কহিতেছেন ।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, প্রমাণের অবিষয়তা হেতুক, “ব্রহ্ম নিগুণ” ইহা অলীক, অতএব বিদ্বদগণের শ্রদ্ধেয় নহে ॥ অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্মে, রূপাদির অভাব হেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাইতে পারে না । ব্যাপ্তি-লিঙ্গের অভাব বশতঃ অনুমানও যাইতে পারে না । এবং শব্দ প্রবৃত্তির কারণ ভূত জাতি গুণ ক্রিয়া এবং সংজ্ঞার অভাব হেতুক, শব্দও গমন করিতে পারে না । সুতরাং তাহাতে ভাগ লক্ষণাও হইতে পারে না । যেহেতু শব্দ-মাত্রের অবাচ্য ব্রহ্মেতে লক্ষণাশক্তিও কখনই যাইতে পারে না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ; অতএব ব্রহ্ম নিগুণ এরূপ সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

ইতি জীবব্রহ্মের ভেদসত্যত্ব প্রকরণ নামক চতুর্থ প্রমেয়#

॥ অথ জীবানাং ভগবদাসত্ত্বং ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি ॥

ত মীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ
দৈবতং ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশ-
মীড়্যং ॥ ইতি ॥ ১ ॥

স্মৃতিশ্চ ॥

ব্রহ্মা শস্ত্রু স্তথৈবার্ক শ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ ।

এবমাদ্যা স্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ ইত্যাদ্যা ॥

সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ ।

জীবানাং হরিদাসত্ত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ অথেতি । নহু হরিদাসত্ত্বে স্বরূপ-
সিদ্ধে কিমর্থং উপদেশঃ ইতি চেৎ তদভিব্যক্তার্থঃ স উপদেশ ইতি গৃহাণ । এব-
মাহ শ্রুতিঃ । “স্বতমিব পয়সি গূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানং । সততং মহর্ষি-
তব্যাং মনসা মহানদগুণে” ॥ ইতি ॥ তমিতি ঈশ্বরানাং চতুর্খাদীনাং, দেব-
তানাং ইন্দ্রাদীনাং ॥ ১ ॥

অনন্তর জীবের ভগবদাসত্ত্ব দেখাইতেছেন । যথা,
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, “ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও পরম ঈশ্বর,
ইন্দ্র আদি দেবতারূপের পরম দেবতা, ও দক্ষাদি প্রজাপতি-
গণের পরমপতি, এবং পর হইতেও পরতম, জগতের
একমাত্র ঈশ্বর অতএব পূজ্য, যে দেব, তাঁহাকে জানিব” ॥
ইতি ॥ ১ ॥

উক্ত বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন । যথা,
“কমলাসন, মহাদেব ও চন্দ্র সূর্য্য এবং ইন্দ্রাদি দেবতা-
সকলেই, ভগবান্ বিষ্ণুর তেজযুক্ত” ॥ ইতি ॥

অৰ্চয়ন্তি স্মরশ্ৰেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিং ॥ ইত্যাদ্যা চ ॥
পাদ্মোচ, জীবলক্ষণে ॥

দাসভূতো হরোরৈব নাগ্নশ্চৈব কদাচন ॥ ইতি ॥ ২ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং ভগবদ্দাসত্ব প্রকরণং

পঞ্চমং প্রমেয়ং ॥ *

ব্রহ্মাদীনা মৈশ্বর্য্যং পরমাত্মদত্ত মিত্যাহ ব্রহ্মেতি । দাসভূত ইতি
নাগ্নশ্চ ব্রহ্মরূপাদেঃ ॥ ২ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং জীবানাং হরিদাসত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

অপরও কহিতেছেন । “ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র, এবং
মহর্ষিগণের সহিত অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই স্মরশ্ৰেষ্ঠ
ভগবান্ হরির অর্চনা করিয়া থাকেন” ॥ ইতি ॥

পদ্ম-পুরাণে ও জীব-লক্ষণে কহিয়াছেন । যথা, “জীব-
গণ মাত্রেই ভগবান্ হরিরই দাসভূত, অন্য কাহার নহে”
॥ ইতি ॥ ২ ॥

* ইতি জীবের ভগবদ্দাসত্ব নিরূপণ প্রকরণ নামক

পঞ্চম প্রমেয় ॥ *

॥ অথ জীবানাং তারতম্যং ॥

অণুচৈতন্য রূপত্ব জ্ঞানিত্বাদ্য বিশেষতঃ ।

সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যঞ্চ সাধনাৎ ॥ ১ ॥

তত্রানুকূলমুক্তং শ্বেতাশ্বতরৈঃ ।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।

ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ইতি ॥

জীবানাং তারতম্যং বক্তুমাহ অথেনি । অণু ইতি । আদিশব্দাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাপহত পাপুত্বাদীনি গ্রাহাণি ॥ সাধনাদিতি ; কৰ্ম্মরূপাৎ ভক্তিরূপাচ্চ ইত্যর্থঃ । কৰ্ম্মতারতম্যাদৈহিকং, ভক্তি তারতম্যাত্তু পারত্রিকং ফল-তারতম্যং বোধ্যং ॥ ১ ॥

বালাগ্রেতি । সচ জীবো ভগবৎপ্রপন্নঃ আনন্ত্যায় কল্পতে, অস্তো মরণং, তদ্রাহিত্যায় ইত্যর্থঃ ॥

অনন্তর (জীবের পরস্পর তারতম্য) দেখাইবার নিমিত্ত কহিতেছেন । (জীবগণের অণু, চৈতন্যরূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদির অবিশেষ হেতুক, পরস্পর সাম্য) থাকিলেও, সাধন বিশেষ-বশতঃ, তারতম্য হইয়া থাকে । অর্থাৎ কৰ্ম্মরূপ ও ভক্তিরূপ সাধন তারতম্য হেতুক ঐহিক ও পারত্রিক তারতম্য হইয়া থাকে । কৰ্ম্ম তারতম্য হেতুক ঐহিক ফলের তারতম্য, এবং ভক্তির তারতম্য হেতুক পারত্রিক ফলের তারতম্য, এইরূপে জীবগণের স্বরূপতঃ সমত্ব থাকিলে ও সাধনজনিত ফল তার-তম্য হেতুক, তাহাদিগেরও পরস্পর তারতম্য হয় ॥ ১ ॥

এক্ষণে, জীবের অণু চৈতন্য রূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদি যাহা কহিয়াছেন, তন্মধ্যে অণুত্ব প্রতিপাদিত করিতেছেন । যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । “শতভাগে বিভক্ত

চৈতন্যরূপত্বং জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চষট্ প্রপ্যাং ।

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা স্রোতা রসয়িতা মন্তা

বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

আদিনা গুণেন দেহব্যাপিত্বঞ্চ শ্রীগীতাস্থ ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃষ্ণং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃষ্ণং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ইতি ॥

জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চ ইত্যাদিপদাং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে । এষহীতি । এষবিজ্ঞানাত্মা পুরুষোজীব স্তস্য দৃষ্টেত্যাদিনা রূপাদিভোগঃ প্রক্ষুটঃ । প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বে, “যজ্ঞেৎ ধ্যায়েৎ” ইত্যাদি শ্রুতি বৈষয়্যং । সমাধাভাবশ্চ । প্রকৃতির ন্যোহ-হমস্মীতি সমাধিঃ । নটেষ জড়ায়ান্তস্থাঃ সম্ভবেৎ, নচ স্বস্ত স্বাত্ত্বং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

যথেনি বিশদার্থঃ । গুণাষেতি । আত্মেকো দীপাদি যথা প্রভাষ্যগুণাং কৃষ্ণং গেহংব্যাপ্নোতি, এবং চেতনাখ্য গুণাং কৃষ্ণং দেহং জীব ইত্যর্থঃ ।

যে বালাগ্র, সেই ভাগ যদি পুনর্ব্বার শতভাগে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহার যে একভাগ, তাহাই জীবরূপে জ্ঞেয় । সেই জীব ভগবৎ প্রপন্ন হইয়া, মোক্ষের ভাজন হয়” ॥ ইতি ॥

অনন্তর চৈতন্য রূপত্ব, ও জ্ঞানিত্বাদি (আদিপদে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি) রূপ ধর্ম্ম দেখাইতেছেন । যথা, ষট্-প্রশ্নেতে “এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জীবই, দ্রষ্টা, শ্রোতা, আত্মাণ-কর্ত্তা ও রসাস্বাদন কর্ত্তা, মন্তা, বোদ্ধা এবং কর্ত্তা” ॥ ইতি ॥ ২ ॥

অতঃপর, পূর্ব্বোক্ত আদিপদে প্রাপ্ত, গুণদ্বারা দেহ ব্যাপিত্বও দেখাইতেছেন । গীতাতে, যথা, “হে অর্জুন ! যেমত এক সূর্য্য এই অখিল লোককে প্রকাশিত করেন ; সেইরূপ ক্ষেত্রজজীবও সমস্ত দেহ প্রকাশিত করে” ॥ ইতি ॥

আহচৈবং সূত্রকারঃ ।

গুণাবালোকবদিতি ॥

গুণনিত্যত্বমুক্তং বাজসনেয়িভিঃ ।

অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তি ধৰ্ম্মা ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

একং সাম্যোপি বৈষম্য মৈহিকং কৰ্ম্মভিঃ স্ফুটং ।

প্রাহুঃ পারত্রিকং তত্ত্ব ভক্তিতেদৈঃ স্ককোবিদঃ ।

অবিনাশীতি । অরে মৈত্রেয়ি অয়মাত্মা জীবঃ স্বরূপতোহবিনাশী । অনুচ্ছিত্ত্বয় উচ্ছেদরহিতা ধৰ্ম্মা জ্ঞানাদয়ো যন্ত স অনুচ্ছিত্তিধৰ্ম্মা, গুণতোহপাবিনাশীত্যর্থঃ । নচানুচ্ছিত্তিরেব ধৰ্ম্মোযন্ত ইতি ব্যাখ্যাতব্যং । অস্ত্যর্থস্ত অাবিনাশীতানে-
নৈবাবগতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

এবং অণুত্বাদিতিজীবানাং সাম্যমুক্তা, অর্থ সাধন হেতুকং বৈষম্যমাহ
এবমিতি । ঐহিকং প্রপঞ্চগতং, পারত্রিকং ভগবল্লোকগতং । যথেন্তি । অস্মিন্

ইহা সূত্রকারও বেদান্তসূত্রে কহিয়াছেন । যথা, “গুণা-
দ্বালোকবদিতি” আলোক (অর্থাৎ দীপাদি) যেমত গুণদ্বারা
সমস্ত গৃহ আলোকিত করতঃ ব্যাপিয়া থাকে, সেই রূপ
জীবও চেতনাথ্য স্বীয় গুণদ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিত
থাকে ॥ ইতি ॥

অনন্তর প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক উক্ত গুণের নিত্যত্ব প্রতি-
পাদন করিবেন বলিয়া কহিতেছেন, যে বাজসনেয়িরা উক্ত
গুণের নিত্যতা কহিয়াছেন । যথা, “অরে মৈত্রেয়ি । এই
আত্মা (অর্থাৎ জীব) স্বরূপতই অবিনাশী, এবং উচ্ছেদশূন্য
ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ।” অর্থাৎ গুণগণেরও নাশ নাই উহারাও নিত্য-
ভূত ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত প্রমাণ নিবহ দ্বারা, অণুত্বাদিরূপে জীবের

তথাহি কৌথুমাঃ পঠন্তি ।

যথাক্রতু রশ্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেষঃ প্রেত্য
ভবতি ॥ ইতি ॥

স্মৃতিশ্চ ॥

যাদৃশা ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী ॥ ইতি ॥

লোকে পুরুষো যথাক্রতুঃ যাদৃশং সাধনং কৰোতি, তথা ইতঃ প্রেত্য অস্মাৎ
লোকাৎ পরলোকং গতা ভবতি । সাধনানুরূপং ফলং ভবতি ইত্যর্থঃ । যাদৃশীতি
গদিতার্থঃ ॥ উপসংহরতি শাস্তাদ্যা ইতি । শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য রতয়ঃ
পঞ্চভাষাঃ । তৈর্দেবংভজতাং বৈষম্যং প্রস্ফুটং ॥ যে খলু বিষক্সেনানুযায়িনঃ
“ নিরঞ্জনঃ পরমংসাম্য মূপৈতি ” ইতিশ্রুতেঃ মোক্ষে জীবানাং পরমং সাম্যং

পরস্পর সাম্য কহিয়া, এক্ষণে, সাধন বিশেষ হেতুক বৈষম্য
কহিতেছেন ।

এই রূপে, (অণুত্বাদিরূপে) জীবের সাম্য থাকিলেও
কৰ্ম দ্বারা ঐহিক বৈষম্য, এবং ভক্তি ভেদ দ্বারা পারত্রিক
বৈষম্য স্ফুটই প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা কোবিদগণেরা
কহিয়া থাকেন ॥

তথাহি কুথমী শাখায় পঠিত আছে । যথা, ইহলোকে
পুরুষ যথাক্রতু, (অর্থাৎ যেরূপ সাধন করে) এই লোক
হইতে গমন করিয়াও সেই রূপ হয় ; অর্থাৎ স্বকীয় সাধনের
অনুরূপ ফল ভোগ করে” ॥ ইতি ॥

এতদ্বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ কহিতেছেন । যথা, “যার
যেরূপ ভাবনা, তার সেই রূপই সিদ্ধি হইয়া থাকে” ॥ ইতি ॥

এই রূপে জীবের সাধনজনিত ঐহিক ও পারত্রিক
তারতম্য কহিয়া, তাহারই উপসংহার করিতেছেন ।

শান্ত্যাদ্যা রতি পর্যন্ত। যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্তিতাঃ ।

তৈ দেবং স্মরতাং পুংসাং তারতম্যং মিথো মতং ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং জীব তারতম্য প্রকরণং

ষষ্ঠ প্রমেয়ং ॥ *

স্বীচক্রঃ তেষামপি বৈষম্যং দৃষ্টিরিহরং জীবান্ প্রতি শ্রীদেব্যাঃ শেখিছাদী-
কারাং বিশ্বক্সেনস্ত নিয়ামকস্ত স্বীকারাচ্চ ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং জীব তারতম্য প্রকরণং ব্যাখ্যাতং । *

শান্তাদি রতি পর্যন্ত (শান্ত-দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য রতি)
যে পাঁচটি ভাব, শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে । সেই সেই ভাবানু-
সারে, যে সকল জীবগণ ভগবান্ হরির স্মরণাদি করে,
তাহাদিগের পরস্পর তারতম্য স্মরণ হইয়া থাকে ॥
অর্থাৎ শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, এবং রতি, এই পাঁচটি
ভাবানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে, কেহ শান্ত, কেহ দাস্ত,
কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহবা রতি, ইত্যাদি প্রকার-
ভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে ভগবানের স্মরণাদি করায়,
ভিন্ন ভিন্ন রস আশ্বাদন পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন রসের পাত্র হইয়া
থাকে । স্মরণ পরস্পর তারতম্যও হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবলীতে জীব তারতম্য প্রকরণ

নামক ষষ্ঠ প্রমেয় ॥ *

॥ অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তে মোক্ষত্বং ॥

যথা ।

জ্ঞান্দ্ৰা দেবং সৰ্ব্বপাশাপহানি রিত্যাদি ।

একো বশী সৰ্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যাদি চ ॥

কৃষ্ণ প্রাপ্তে মুক্তিঃ বক্তু মাহ জ্ঞান্দ্ৰে ত্যাদি গদিতার্থঃ ॥ বহুধেতি ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিই যে পরম মোক্ষ, তাহা দেখাই-
তেছেন যথা, পূৰ্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে । “ যিনি
সদগুরুর নিকটে পরমেশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহার
দেহদৈহিক মমতাди পাশ হানি ও মমতাди পাশ হানি
হইলে, সেই পাশ জন্ম ক্লেশ সৰ্ব্বল সমূলে ক্ষীণ হয়, অতঃ-
পর জন্ম মৃত্যুর হানি হয় । (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু-
রূপ ঘোর সংসার সাগর হইতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়) ।
অনন্তর উত্তরোত্তর ভগবানের অভিধ্যান দ্বারা লিঙ্গ শরীরের
একেবারে নাশ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবতপদ
প্রাপ্ত হওতঃ পূর্ণাভিলাস হয়েন” । ইত্যাদি পূর্বে উক্ত
হইয়াছে ।

গোপাল তাপনী শ্রুতিতেও কহিয়াছেন । যথা, “ পীঠ-
মধ্যস্থিত তাঁহাকে যাঁহারা পূজা করেন, তাহারাই কেবল
শাস্বত স্নখসন্তোকে সমর্থ হয়েন ” ইত্যাদিও পূর্বে কথিত
হইয়াছে । এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন যে, যদিপি এক
মাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিই মোক্ষ হয়, তবে শ্রীরাম আদি অবতার-
গণের প্রাপ্তি কি মোক্ষ হইবে না । তাহাতে লিখিতেছেন ।

বহুধা বহুভির্বেশৈর্ভাতি কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।

তমিচ্ছুঃ তৎপদে নিত্যে স্থখং তিষ্ঠন্তি মোক্ষিণঃ ॥ ১ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তে মোক্ষত্ব-
প্রকরণং সপ্তমং প্রমেয়ং ॥ *

শ্রীকৃষ্ণোপাসকানামিব শ্রীরামাছ্যোপাসকানাঞ্চ মোক্ষঃ । স্থখতারতম্যং তু অব-
জ্ঞানীয়ং ॥ ১ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভক্তে মোচকত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বহু বহু বেশে বহু প্রকারে প্রকাশিত
হয়েন । অতএব যে কোন প্রকারেই হউক উপাসনা অনু-
সারে মোক্ষ প্রাপ্ত হওতঃ তাঁহারই সেই সেই নিত্যপদে
স্থখে অবস্থিত রহেন ॥ ১ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে ভক্তির মোচকত্ব প্রকরণ
নামক সপ্তম প্রমেয় ॥ *

॥ অথৈকান্ত ভক্তে মোক্ষহেতুত্বং ॥

যথা শ্রীগোপালতাপন্যাং ।

ভক্তিরস্তু ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাশ্চেনাম্ব-
শ্বিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈক্ষম্যাং ॥ ইতি ॥

নারদপঞ্চরাত্রে চ ॥

নিষ্কাম ভক্তেমুক্তিকরত্বং বক্তুমাহ অপেতি । ভক্তিরস্তুতি । অস্তু
শ্রীকৃষ্ণস্য আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তি ভজনং । তথা অমুশ্বিন্ কৃষ্ণে মনঃ-
কল্পনং চিন্তানুরঞ্জনঞ্চ । মনঃ কল্পাতে অনুরঞ্জেত অর্প্যতেহনেন ইতি নিরুক্তেঃ ।
তাদৃশ শ্রবণাদিহেতুকো ভাবতদিত্যর্থঃ । উত্তমাত্মসিদ্ধয়ে তদিহেতি । ইহ-
লোকে পরলোকে চোপাধি নৈরাশ্চেন কৃষ্ণাত্ম ফলাভিলাস রাহিত্যেন তন্মাত্র-
স্পৃহয়া জায়মান মিত্যর্থঃ । এতদেব নৈক্ষম্যাং আনুসঙ্গেন মোক্ষ করমিত্যর্থঃ ॥
সর্বোপাধীতি । সর্বৈকোপাধিভিঃ কৃষ্ণাত্মাভিলাসৈ বিনিমুক্তং, নিশ্চলং কস্মা-
দ্যাবাবিলং তৎপরত্বেনানুকূল্যেন বিশিষ্টং । হৃষীকেশ শ্রোত্রাদিনা হৃষীকেশস্ত

অতঃপর, ভিত্তিই যে পূর্বোক্ত মোক্ষের হেতু, ইহা
প্রতিপাদিত করিবার পূর্বেই ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ
করিতেছেন । যথা, গোপাল তাপনী ঋতিতে । “শ্রীকৃষ্ণের,
আনুকূল্য পূর্বক, শ্রবণাদি রূপ ভিত্তিই ভজন । ঐ
ভজনটি, ঐহিক ও পারত্রিক ফল কামনাশূন্য ভাবে, শ্রীকৃষ্ণে-
তেই মনের কল্পন রূপ হইলেই উত্তমা ভক্তি হয় । এবং
নৈক্ষম্যা অর্থাৎ আনুগঙ্গিক মোক্ষকর হয়” ॥ ইতি ॥

সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ পূর্বক ভগবানের আরাধনাই
উত্তমা ভক্তি । ইহা নারদ পঞ্চরাত্রে কহিয়াছেন । যথা,
“সর্বতোভাবে উপাধি সকল পরিত্যাগ পূর্বক, তন্মাত্র
অভিলাস হেতুক নিশ্চল রূপে, শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয়বৃন্দ দ্বারা,

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎ পরত্বেন নিৰ্ম্মলং ।

হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥ ইতি ॥ ১ ॥

নবধা চৈষা ভবতি ॥

যত্নং শ্রীভাগবতে ॥

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্র্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনং ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তি শ্চেন্নবলক্ষণা ।

ক্রিয়তে ভগবত্যক্কা তন্মন্ত্ৰেধীতমুত্তমং ॥ ইতি ॥

সেবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকং চ পরিশীলনং ভক্তি রিত্যর্থঃ । অত্র উক্তমাত্মং স্কটং ॥ ১ ॥

তদ্ভেদানাহ শ্রবণমিতি । এষা নবলক্ষণা ভক্তি রপিতৈব পুংসা ক্রিয়তে নতু কৃষ্মা অর্পিতা । তত্রাপি অক্কা সাক্ষাদেব নতু ফলাস্তরেচ্ছাব্যবধানেন

ভগবান্ হৃষীকেশের যে, সেবন, তাহাকেই উত্তমা ভক্তি কহে ” ॥ ইতি ॥ ১ ॥

উক্ত ভক্তি নয় প্রকার হইয়া থাকে । যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে, প্রহ্লাদ মহাশয় কহিয়াছেন ॥ “ভগবান্ বিষ্ণুর, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চন ও বন্দন, ও দাস্ত্র্য, ও সখ্য এবং আত্ম নিবেদন, এই নয় প্রকার ভক্তি । উহা যদ্যপি ভগবানে অর্পিত করতঃ পুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বোধকরি” ॥ ইতি ॥

এইরূপে ভক্তিপ্রতি পাদনানন্তর, উক্তভক্তি লাভের হেতু যে, সাধু ও গুরু সেবা ইহা কহিতেছেন ।

যদ্যপি দেবতাভাবে, সাধুদিগের, ও গুরুর সেবা

সং সেবা গুরুসেবা চ দেবভাবেন চেষ্টবেৎ ।

তদৈষাভগবদ্ভক্তি লভ্যতে নানুথা কচিৎ ॥ ২ ॥

দেবভাবেন সং সেবা যথা তৈত্তিরীয়কে ।

অতিথি দেবোভব ॥ ইতি ॥

তর্যাতদ্ভক্তির্যথা শ্রীভাগবতে ।

নৈষাং মতিস্তাবদুরক্রমাজিৎ স্পৃশত্যনর্থাপগমো-
যদর্থঃ ॥

ক্রিয়তে চেষ্টম মখীত মুত্তমভক্তি রিত্যহং মন্ত্ৰেন ॥ ভক্তি লাভস্য হেতু-
মাহ সং সেবেতি ॥ ২ ॥

দেব ভাবেনেতি । অতিথি রনিকেতনো হরিভক্তো দেবো হরিবৎ পূজ্যো
যস্ত স স্বমীদৃশো ভব ইতি শিক্ষা ॥ নৈষামিতি প্রহ্লাদ বাক্যং । এষাং বহি-
দৃষ্টীনাং মতি স্তাবদুরক্রমাজিৎ ন স্পৃশতি ॥ যস্ত মতিকৃতস্য তদজিৎ-
স্পর্শস্য অর্থঃ ফলং অনর্থাপগমঃ সংসৃতিবিনাশো ভবতি । তাবৎ কিয়দিত্য-

বিহিতাহয় । তাহাই হইলেই এই ভগবদ্ভক্তিলাভ করিতে
পারা যায়, নতুবা কোনমতেই হইতে পারেনা ॥ ২ ॥

দেবতাভাবে, সাধু ও গুরু সেবা রূপ হেতু কহিয়া,
তন্মধ্যে প্রথমতঃ দেবতাভাবে, সাধুসেবা দেখাইতেছেন ।
যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে । “অতিথি দেবহও” অর্থাৎ
ভগবান্ হরির ন্যায় অতিথি সেবা করিও ॥ ইতি ॥

এবং সেই সাধু সেবা দ্বারা ভক্তিলাভ হয়, ইহা দেখাই-
তেছেন । যথা, শ্রীভাগবতে । “যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন সাধু-
গণের পদধূলীতে অভিষেক প্রার্থনা না করিবে । সেই
পর্য্যন্ত এই বহিদৃষ্টিকারি দিগের মতি, ভগবানের চরণস্পর্শ

মহীয়াংপাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত-
যাবৎ ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

দেবভাবেন গুরুসেবা যথাতৈত্তিরীয়কে ।

আচার্য্য দেবো ভব ॥ ইতি ॥

শ্বেতান্বতরোপনিষদিচ ॥

যস্যদেবে পরাভক্তি যথাদেবে তথাগুরো ।

তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ইতি ॥

ব্রাহ্ম মহীয়াংপাদমিতি । নিষ্কিঞ্চনানাং কৃষ্ণৈক ধনানাং মহীয়াং সাধুনাং অজি-
রজোভিষেকং যাবৎ বৃণীত পরিনিষ্ঠয়া যাবৎ তন্নসেবেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আচার্য্যো মন্ত্রোপদেষ্টা স দেবো হরিবৎ পূজ্যো যস্য সত্বমীদৃশো ভব ইতি
শিক্ষা ॥ ষস্যোতি । যস্য জিজ্ঞাসো যথা দেবে পরমাশ্রয়িত্বা গুরো পরা-
ভক্তিঃ স্যাৎ তস্মৈতে অস্যা উপনিষদি কথিতা অর্থাঃ প্রকাশন্তে ক্ষুরন্তি

করিতে সক্ষম হইবেনা । যে চরণস্পর্শ মাত্রে সংসাররূপ
মহা অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়” ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

অনন্তর দেবভাবে গুরু সেবা দেখাইতেছেন । যথা,
তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে । “আচার্য্য দেব হও” অর্থাৎ স্বীয়-
মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুকে ভগবান্ হরির তুল্য বোধে পূজা
করিবে ॥ ইতি ॥

শ্বেতান্বতর উপনিষদেও কহিয়াছেন । যথা, যাহার
দেবতার প্রতি পরম ভক্তি আছে, এবং যেমন দেবতায়, সেই-
রূপ স্বীয় গুরুতে ভক্তি আছে । তাহাকেই এই সকল
অর্থ কহিবে, এবং সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই প্রকাশ
পাইবে” ॥ ইতি ॥

তয়াতদ্ভক্তি র্থা শ্রীভাগবতে ।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উভয়ং ।

শাক্তেপরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং ॥

তত্র ভাগবতান্ ধৰ্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুৰ্বাত্মদৈবতঃ ।

অমায়য়ানুরূপ্যৈস্তুষ্যেদাত্মাদোহরিঃ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

১। অবাপ্ত পঞ্চসংস্কারো লব্ধ দ্বিবিধভক্তিকঃ ।

নহেতদ্বিপবীতস্য ইত্যর্থঃ ॥ তস্মাদিতি । উভয়ং শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুর্জনো গুরুং প্রপদ্যেত ॥ কবীদৃশঃ, শাক্তে ব্রহ্মণি বেদে, পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণেচ নিষ্ণাতং । তত্র পরোরন্তিকে তিতোহায়য়া নিরুপটয়া অনুরূপত্যা সেবয়া ভাগবতান্ ধৰ্ম্মান্ শিক্ষেৎ । স্মৃটার্থমন্তঃ ॥ ৪ ॥

অন্যান্ ভক্তিভেদান্ প্রপঞ্চয়িতুমাহ অবাপ্তেতি । লব্ধা বিধিকচি-
পূৰ্ব্বতয়া দ্বিবিধা ভক্তির্গেণ সঃ । ননেকস্য ভক্তিদ্বয়লাভো বিরুদ্ধ ইতি-

এক্ষণে উক্ত গুরু সেবা দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়, ইহা কহিতেছেন । যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে । “ অতএব যিনি আপনার পরম শ্রেয় জিজ্ঞাসু হইবেন । তিনি বেদরূপ শাক্ত-ব্রহ্ম, ও শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্মেতে নিষ্ণাত, উপশম বিশিষ্ট গুরুর শরণ গ্রহণ করিবেন । এবং সেই গুরুকে আত্ম দৈবত বোধে অকপটে সেবা করতঃ তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত ধৰ্ম্ম শিক্ষা করিবে, যে ভাগবত ধৰ্ম্মে ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইবেন ” ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ অপর, ও ভক্তির ভেদ দশাইবার নিমিত্ত কহিতেছেন যিনি পাঁচটি সংস্কার, এবং ত্রৈলোক্য ও রাগ পূৰ্ব্বতা হেতুক, দুই প্রকার ভক্তি লাভ করিয়াছেন । তিনিই ভগবান্

সাক্ষাৎ কৃত্য হরিতঃ তন্তু ধারি নিত্যং প্রমোদতে ॥৫॥

তত্র পঞ্চমুৎকারা বধাস্বতো ॥

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।

অসী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তি হেতবঃ ॥ ইতি ॥

চেৎ সত্যং, বস্য বাদৃশ দেশিকসদ স্তম্য তাদৃশ ভক্তিলাভঃ । ইতি ন বিরোধঃ ॥ ৫ ॥

তাপ ইতি পানোত্তর ধণ্ডে । অসী তাপানয়ঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ । তাপানীন্ বাচ্যে । তে মৈষেতি । তন্তু চক্রাদি ধারণেনৈব ইত্যর্থঃ ॥ তন্তু চক্রাদি ভক্তি

হরির সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ, তাঁহার নিত্যধামে অবস্থিতি পূর্বক পরমামোদ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৫ ॥

এক্ষণে, উক্ত হইল যে পাঁচটি সংস্কার, সেই পাঁচটি সংস্কার কি কি ? ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন ।

যথা, স্মৃতিতে । “তাপ, পুণ্ড্র ধারণ, নামোচ্চারণ, মন্ত্র এবং যাগ এই পাঁচটিই সংস্কার । ইহারাই পরম একান্ত-ভক্তি লাভের হেতু” ॥ ইতি ॥

অনন্তর, তাপ আদি যে পাঁচটি সংস্কার উক্ত হইল ; ক্রমশঃ তাহাদেরই অর্থ প্রকাশনের অভিলাষে প্রথমতঃ তাপ শব্দের অর্থ করিতেছেন ।

পঞ্চ সংস্কার মধ্যে উক্ত যে তাপ শব্দ, ঐ তাপ শব্দে তন্তু চক্রাদি মুদ্রাধারণকে কহে । কিন্তু তন্তুমুদ্রা ধারণ শব্দে হরিনামাদি মুদ্রা ধারণ লক্ষিত হইবে । কারণ কলিকালে তন্তু মুদ্রাধারণ অস্তিত্বকর বোধ করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, প্রাচীন মহাজন কর্তৃক স্বীকৃত নাম মুদ্রাদি ধারণই

তাপোহত্র তপ্তচক্রাদি মুদ্রাধারণমুচ্যতে ।

তেনৈব হরি নামাদি মুদ্রা চাপ্যপলক্ষ্যতে ॥

সা যথা স্মৃতৌ ।

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্র মঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা ।

স লোক পাবনো ভূত্বা তস্যলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ইতি ॥

পুণ্ড্রংস্তা দুর্দ্ধ পুণ্ড্রং তচ্ছাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতং ।

কলিমলিন মমসাং হৃক্লমং মদ্বানঃ পতিতাহৃদিধীর্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত
চন্দনাদিনা শ্রীভগবদ্ভাসমুদ্রাধ্বতিং প্রাচাপি স্বীকৃতা মুপাদিকং ॥ সাত পঞ্চ
সংস্কারবাক্যে তপ্ত চক্রাদিধারণেনোপলক্ষিতা ইতি ভাবঃ ॥

কর্তব্য, ইহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন । অর্থাৎ চন্দনাদি
দ্বারা হরিনামাক্ষর মুদ্রা ধারণ করিতে ॥

এতদ্বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ কহিতেছেন । যথা, “ যিনি
চন্দনাদি দ্বারা, হরিনামাক্ষরে গাত্র অঙ্কিত করেন । তিনি
সমস্ত লোকপাবন হইয়া, ভগবন্লোক প্রাপ্ত হইবেন ” ॥
ইতি ॥

তাপশব্দের অর্থ প্রতিপাদনানন্তর পুণ্ড্র শব্দের অর্থ
প্রকাশ করিতেছেন ।

পঞ্চ সংস্কার মধ্যে, পুণ্ড্র শব্দে উর্দ্ধ পুণ্ড্র । ঐ উর্দ্ধ
পুণ্ড্র হরিমন্দিরাকৃতি, এবং হরিপদাকৃতি প্রভৃতি বিবিধ-
প্রকারে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই পুণ্ড্র অতি শুভ জনক ॥

অনন্তর নাম শব্দার্থ কহিতেছেন । পঞ্চ সংস্কার সংখ্যায়
পরিগণিত যে নাম শব্দ, এই নাম, ভগবান্ হরির ভূত্ব-
বোধক হইবেন ॥

হরিমন্দির তৎ পাদাকৃত্যাদ্যতি শুভাবহং ॥
 নামাত্র গদিতং সন্তি হরি ভূত্যস্ত বোধকং ।
 মন্ত্রোচ্চৈদশবর্ণাদিঃ স্বেচ্ছদেববপুর্মতঃ ॥
 শালগ্রামাদিপূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে ।
 প্রমাণাত্মেষু দৃষ্টানি পুরাণাদিস্য সাধুভিঃ ॥ ৬ ॥
 নবধাভক্তিবিধিরুচিপূর্বা যথা ভবেদ্যয়া কৃষ্ণঃ ।

পুণ্ড্র মিতি হরিমন্দিরাদি তিলকং । “তিলকং তমাল পত্রং চিত্রক মুক্তং
 বিশেষকং পুণ্ড্রং” ইতি হলায়ুধঃ । ক্ষু টার্ব মন্ত্রঃ ॥ ৬ ॥

পূর্বজ উদ্ভিষ্টঃ ভক্তি দ্বৈবিধ্যং ক্ষু টয়তি নবধেতি । বিধিপূর্বা বৈদ্যী,

এবং মন্ত্রশব্দ যাহা উক্ত হইয়াছে ; সেই মন্ত্র, অষ্টা-
 দশাক্ষরাদি, এবং উহা স্বীয় ইচ্ছদেবতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ-
 রূপে অভিমত ॥

এই রূপে তাপাদি শব্দার্থ কখনানন্তর, এক্ষণে যাগশব্দের
 অর্থ কহিতেছেন । যাগশব্দে শালগ্রামাদির পূজাকে কহে ॥

পঞ্চ সংস্কার শব্দার্থ কহিয়া, এক্ষণে, এই পঞ্চ সংস্কার
 যে স্বকপোল কল্পিত নহে, সপ্রমাণ, ইহা প্রতি পাদন করি-
 বার নিমিত্ত কহিতেছেন ।

উক্ত বিষয়ে (পঞ্চ সংস্কার বিষয়ে) প্রমাণ নিবহ পুরা-
 ণাদি শাস্ত্রে ভুরি ভুরি বর্তমান রহিয়াছে, সাধু সকলে অবশ্যই
 উহা দর্শন করিবেন ॥ ৬ ॥

অবগীর্জনাদি যে নববিধ ভক্তি উক্ত হইয়াছে ; উহা
 বিধিপূর্বিকা, ও রাগপূর্বিকা, অর্থাৎ বৈদ্যী, ও রাগানুগা, এই
 রূপে বিধা বিভক্তা হইলেন । এই ভক্তি দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

ভূত্বা স্বয়ং প্রসন্নো দদাতি তত্ত দীপ্তিতং ধাম ॥ ৭ ॥

বিধিনাভ্যর্চ্যতে দেব-চতুর্বাহাদি রূপবৃত্তং ।

রুচ্যাত্মকেন তেনাসৌ নৃলিঙ্গঃ পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥

তুল্যশব্দখণ্ডাদিত্র্যাদি-পূজনং ধাম নির্ভতা ।

কচিপূর্বা তু রাগাঙ্গুগা, ইতি হরিভক্তিরসামৃতত্বেস্যা বিস্তরঃ । ক্ষুটার্থ-
মন্যৎ ॥ ৭ ॥

ভক্তি ভেদস্য ভজনীয় ভেদমাহ বিধিনেতি । চতুর্ভূতি, পবনব্যোমাধিপতি-
বাহুদেবঃ । চতুর্কোহ রনিকৃষ্ণচ শ্বেতদ্বীপপতিঃ । আদিনা অষ্টভূজো দশভূজ-
শ্চেতি । চতুর্ভূজঃ শ্যামলাঙ্গঃ ত্রীভূলীলাভিরবিতঃ । বিমলৈ ভূর্বণে নির্ভৈ-
ভূর্ভিতো মিত্য বিগ্রহৈঃ ॥ পঞ্চায়ুধৈঃ সেব্যমানঃ শব্দচক্র ধরো হরিঃ ॥ ইতি ॥
পীন্যরতাষ্টভূজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্য্য স্পর্ধচ্ছিন্না পরিবৃত্তো বনমালয়াদ্য ॥ ইতি ॥
দশবাহনহাতেজা দেবতারিনিম্নদনঃ । ত্রীমুণ্ডাসঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদৈবত-
পূজিতঃ ॥ ইতিচ স্বতেঃ ॥ নৃলিঙ্গো যশোদা স্তনদ্বয়ঃ কৌশল্যা স্তনদ্বয়শ্চ ॥
ইতি বেদান্ত স্যামন্তকে অস্য বিস্তরঃ ॥ ৮ ॥

তুল্য শব্দেতি । ধামনিষ্ঠতা নির্ভতা ত্রীমুখাদি ধাম নিবাসঃ ॥ সামর্থ্যে
প্রমন্ন হওতঃ ভক্তদিগকে তত্ত্বং অভিলষিত ধাম প্রদান
করেন ॥ ৭ ॥

উক্ত ভক্তি ভেদ দ্বারা ভজনীয়েরও ভেদ দেখাইতেছেন ।

বিধি, অর্থাৎ বৈধী ভক্তি দ্বারা, ভগবান্ চতুর্কোহ অষ্টকোহ
ও দশকোহ ইত্যাদি রূপ ভেদে পূজিত হয়েন ; এবং রাগা-
ঙ্গুগা ভক্তি দ্বারা, মনুষ্য লিঙ্গধারী ভগবান্ যশোদানন্দন ও
কৌশল্যানন্দন পূজিত হয়েন ॥ ৮ ॥

অনন্তর ভক্তির অনেক প্রকার অঙ্গ দেখাইতেছেন ।

তুলসী, অশ্বখ, ও ধাত্রী আদি বৃক্ষের পূজন, এবং মধুরাদি-
ধামে নিবাস করিবে । অর্থাৎ যদ্যপি সামর্থ্য থাকে, তাহা

অরুণোদয় বিদ্ধস্ত সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ ।

জন্মাক্ষ্মাদিকং সূর্যোদয় বিদ্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ৯ ॥

সন্তোতচ্ছরীরেণ, তদভাবে ভাবনয়া, ইতি বোধঃ ॥ অরুণোদয়েত্যাদি,
হরিভক্তিবিলাসে অস্যা বিস্তারঃ ॥ ৯ ॥

হইলে এই শরীর দ্বারাই তৎতৎধামে বাস করিবে, যদি
সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে কেবল ভাবনা মাত্র করিবে ॥

অনন্তর, বৈষ্ণব ব্রত সকলের সামান্যত দিন নির্ণয়, অর্থাৎ
শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতানুসারে, একাদশী প্রভৃতি হরিব্রত
তিথি সকল কিরূপ বিদ্ধ হইলে পরিত্যাজ্য, ও কিরূপ হই-
লেই গ্রাহ্য, তাহাই সংক্ষেপে নির্ধারণ করিতেছেন । যদ্যপি
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, পদ্মপুরাণ বচন, যথা, “পূর্ববিদ্ধা যথা
নন্দা বর্জিতা অবগাম্বিতা । তথাক্ষ্মীং পূর্ববিদ্ধাং সঞ্চক্ষ্য
বিবর্জয়েৎ” ॥ ইতি ॥ যেমত একাদশী অবগনক্ষত্রযুক্ত হই-
লেও যদ্যপি অরুণোদয়ে দশমী বিদ্ধা হয়, তবে তাহাকে
ত্যাগ করিবে । সেইমত জন্মাক্ষ্মীও রোহিণানক্ষত্রযুক্ত হই-
লেও যদি সপ্তমীরিদ্ধা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ
করিবে” ॥ এই শ্লোকের টীকার তাৎপর্য্য । “কেহ কেহ কহেন
যে, যথা, ও তথা শব্দ দ্বারা, অর্থাৎ যেমত অরুণোদয়কালে
দশমীরিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্য হয় । সেইমত অরুণোদয়-
কালে সপ্তমীরিদ্ধা জন্মাক্ষ্মীও পরিত্যাজ্য হইবে ॥ তাহা-
দিগের এই প্রয়াসটী নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্বলক । কারণ
একাদশী ব্যতিরিক্ত তিথির অরুণোদয়কালে বেধই হইতে
পারে না ; যেহেতু প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিসকল সূর্যোদয়

কাল আরম্ভ করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণ হয় । কেবল একাদশীই সূর্য্যোদয়ের পূর্বে চারিদণ্ডকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণ হয়েন । সুতরাং কেবলমাত্র একাদশীই অরুণোদয়কালে দশমীবিক্রা হইলে পরিত্যাজ্য হইবে । কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য সকলতিথিই, যখন সূর্য্যোদয় কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইল, তখন অরুণোদয়-কালে কিরূপে বিক্রা হইতে পারে ? কখনই হইতে পারে না । ইহা সম্পূর্ণালঙ্কারে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে” ॥ স্কন্দ-পুরাণ বচন যথা ।

“প্রতিপৎ প্রভৃত্যঃ সর্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ । সম্পূর্ণা-
ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জিতাঃ” ॥ ইতি ॥ প্রতিপৎ
আদি তিথি সকল সূর্য্যের এক উদয় আরম্ভ করিয়া,
প্রবৃত্ত হইয়া যদি অন্য উদয় অবধি থাকে, তাহা হইলে
সম্পূর্ণ হয় । কিন্তু হরিবাসর একাদশী এ প্রকার নহে ।
উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে, মুহূর্ত্ত দ্বয় চারিদণ্ড কাল, যদ্যপি
থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ হয় ; অতএব একাদশী ব্যতি-
রিক্ত অন্য তিথির অরুণোদয়ে বেধ হইবে, এ কথা নিতান্ত
অসঙ্গত ও অযুক্ত ॥ ইত্যাদি বচন দ্বারা বোধ হইতেছে,
যে কেবল একাদশাই, যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে চারিদণ্ড
মধ্যে দশমী বিক্রা হয়, তাহা হইলেই অগ্রাহ উপবাস যোগ্য
হইবে না । কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি সকল সূর্য্যোদয়-
কালেই, (অর্থাৎ যদি সূর্য্যোদয় কালে অন্য তিথির প্রবেশ হয়
তাহা হইলে) বিক্রা হইবে, এবং ব্রতালঙ্ঘনের যোগ্য হইবে
না । তথাপি অজ্ঞান ভ্রান্তমতিগণের অনায়াসে বোধ

লোকসংগ্রহ মন্বিচ্ছ মিত্য নৈমিত্তিকং বুধঃ ।

লোকেতি । অনিষ্ঠঃ পরিনিষ্ঠিতো নিরপেক্ষঃ ইতি ত্রিবিধো ভক্ত্যধিকারী । তত্র, অনিষ্ঠঃ স্বাপ্রমঃ স্ববিহিতানাহিংস্রাণি কৰ্ম্মাণি আকলোদয়ং নিষ্কামঃ স্তু কুৰ্যাদেব । নিরপেক্ষো হরিনিরতঃ, তেন মানসিকান্যেব হৰ্য্য-
র্চনান্যভূষ্টেয়ানি । ইতি নিরাশ্রমস্য তস্ত স্বরূপেণ কৰ্ম্মতাগঃ । পরিনিষ্ঠিতস্ত

সৌকর্য্যার্থে (যদৃচ্চে আর কিছুমাত্র ভ্রম না হইতে পারে
এমত প্রকারে) সংক্ষেপে শাস্ত্র তাৎপর্য্য সঙ্কলন পূর্ব্বক
লিখিতেছেন ॥

হরিবাসর একাদশীই কেবল অরুণোদয় কালে দশমী-
বিক্রা হইলে পরিত্যাজ্য হইবে । এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য
তিথি সকল, সূর্য্যোদয়কালে যদি অন্য তিথিতে বিক্রা হয়,
তাহা হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । নতুবা সূর্য্যো-
দয়ের পূর্ব্ব (অর্থাৎ অরুণোদয় কালে অন্য তিথি থাকিলে)
বিক্রা হইবে না, ত্রতাচরণ যোগ্য হইবে ॥ ৯ ॥

অনন্তর ত্রিবিধ ভক্ত্যধিকারিরই কিরূপ কৰ্ম্ম কর্তব্য ইহা
লিখিতেছেন ।

যিনি প্রতিষ্ঠিত হওতঃ লোক সংগ্রহেচ্ছুক হইবেন, তিনি
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবেন ; কিন্তু কোন মতেই
ভক্তির প্রাধান্ত পরিত্যাগ করিবেন না ॥

অর্থাৎ অনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত, নিরপেক্ষ, এই তিন প্রকার
ভক্তির অধিকারী । তন্মধ্যে যিনি অনিষ্ঠ, (অর্থাৎ স্বাপ্রম)
তিনি নিষ্কামভাবে কলোদয় পর্য্যন্ত স্ববিহিত অহিংস্র কৰ্ম্ম
সকল আচরণ করিবেন ; এবং যিনি নিরপেক্ষ, (অর্থাৎ
হরিনিরত) তিনি কেবল মানসিক মাত্র, ভগবানের অর্চনাদি

প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রে কৰ্ম ভক্তি প্রাধান্য মতজন্ম ॥ ১০ ॥

দশনামাপরাধান্ত যত্নতঃ পরিবৰ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥

আশ্রমস্থঃ প্রতিষ্ঠিতো লব্ধ মহাশমশ্চেৎ তানি লোক সংগ্রহায় কুৰ্য্যাৎ গোণ-
কালে, ভক্তিঃ তু তাৎপর্য্যেণ অচ্যুতিষ্ঠেৎ । ইতি স্মৃশ্বে ভাবো, ত্রিগীতাত্মকেন,
চ বিজ্ঞুতং । ভক্তি সন্দর্ভেহপি এবমেব বিজ্ঞুতং ব্রূব্যৎ ॥ ১০ ॥

যানাদিকৃত হরিনাম্নির গমনাদয়ঃ সেবাংপরাধা বারাহাদৌ কথিতাঃ । তে তু
নস্তুত সেবয়া মার্জনীয়াঃ স্যু রিতি তে বর্জনীয়া এব ॥ যেচ নামাপরাধা দশ,
পাশ্বে দর্শিতাঃ । তেষাং তু সন্তত নামাবৃত্তা বিমার্জনং স্যাৎ তাদৃশ নামা-
বৃত্তেচ ছঃশক্যত্বাৎ তে দশ যত্নাৎ পবিতর্জনীয়াঃ ইত্যাহ দশইতি । তে চ,
সতাং নিন্দা । ১ । ত্রিবিধোঃ সকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং । ২ । গুরু-
বজ্রা, । ৩ । প্রতি তদনুযায়ি শাস্ত্র নিন্দা । ৪ । হরিনাম মহিম্নি অর্থ বাদমাত্র-
ধেতুদ্বিত্তি মননং । ৫ । তত্র প্রকারান্তরেণার্থ করনং । ৬ । নাম বলেন পাশ্বে
প্রবৃতিঃ । ৭ । অন্য স্ততক্রিয়াভিনায়াং দাম্যমননং । ৮ । অশ্রদ্ধাধানে বিমুখে
চ, মারোপদেশঃ । ৯ । প্রতিহপি নাম্নাং মাহাত্ম্যো তত্রাপ্রীতিঃ । ১০ । ইতি
তেচৈতে সনৎকুমারেণ নারদঃ প্রতি উপদিষ্টা বোধ্যাঃ ॥ ১১ ॥

করিবেন । এবং যিনি পরিনিষ্ঠিত, (অর্থাৎ আশ্রমস্থ)
তিনি প্রতিষ্ঠিত হওতঃ লোক সংগ্রহ নিমিত্ত কার্য্য করিবেন ।
কিন্তু তাৎপর্যাতে ভক্তিরই প্রাধান্য রক্ষা পূর্ব্বক, উহারই
অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

একণে যে দশটি নামাপরাধ শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহাদি-
গকে পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন । সাধুনিন্দা । ১ ।
ত্রিবিধু হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্য মনন । ২ । গুরুজনে
অবজ্ঞা । ৩ । প্রতি এবং তদনুযায়ি শাস্ত্র নিন্দন । ৪ ।
হরিনাম মহিম্নাতে অর্থবাদ বুদ্ধি । ৫ । এবং তাহাতে প্রকা-
রান্তরে অর্থকরন । ৬ । নাম বলে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাশ্বে

কৃষ্ণাবাপ্তি ফলা ভক্তি রেকান্তাত্তাভিধীয়তে ।

জ্ঞান বৈরাগ্য পূর্ব্বা সা ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবল্যাং বিশুদ্ধভক্তে মুক্তিপ্রদত্ব-

০ প্রকরণং অষ্টমং প্রমেয়ং ॥ *

উপসংহরতি কৃষ্ণেতি একান্তেতি । তদন্য ফলত্যাং তু অনেকান্ততা ইত্যর্থঃ । সা চেৎ জ্ঞানাди পূর্ব্বা স্যাৎ, তদা কৃষ্ণাবাপ্তি লক্ষণং ফলং সদ্যঃপ্রয়া প্রকাশয়েৎ, অন্যথা তু বিলম্বেন । “তচ্ছুদ্ধানা মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া । পশ্যন্ত্যায়নি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া” ॥ ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥ জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং ॥ ১২ ॥

* ইতি বিশুদ্ধভক্তে মুক্তি প্রদত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

প্রবৃতি । ৭ । অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সমতা বোধ । ৮ । শ্রদ্ধারহিত অথবা বিমুখ ব্যক্তিতে নামোপদেশ । ৯ । নাম-মাহাত্ম্য অবগণ করিয়া ও তাহাতে অপ্রীতি । ১০ । এই দশটি নামাপরাধ । ইহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জন করিবে ॥ ১১ ॥

অতঃপর উপসংহার করিতেছেন ।

পার্ক্যে যে একান্ত ভক্তি অভিহিত হইয়াছে । ঐ ভক্তির এক মাত্র ফল শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি । এই ভক্তি যদ্যপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ব্বিকা হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিরূপ স্বীয় ফল প্রকাশিত করে । অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান, ও বৈরাগ্যপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি ফল, অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যথা কিছু বিলম্বে হয় ॥ ১২ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবলীতে বিশুদ্ধ ভক্তির মুক্তি-

প্রদত্ব প্রকরণ নামক অষ্টম প্রমেয় ॥ *

॥ অথ প্রত্যক্ষানুমান শব্দানামেব প্রমাণত্বং ॥

যথা শ্রীভাগবতে ॥

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ মনুমানং চতুৰ্কয়ং ॥ ইতি ॥ ১ ॥

প্রত্যক্ষেহন্তর্ভবেদ্যস্মা দৈতিহ্যং তেন দেশিকঃ ।*

ত্রীণ্যেব প্রমাণানি ইতি বক্তুমাহ অথ প্রত্যক্ষেতি । প্রমাণানাং ত্রিষু মত্রে প্রমেয়ং । এবকারা দেতদন্যোষামুপমাদীনা মেষু ত্রিষন্তর্ভাবান্নাধিক্য মিত্তি বেদান্তস্যামন্তকে প্রমাণ নিরূপণে দ্রষ্টব্যং । শ্রুতেঃপ্রাধান্য মভিপ্রেত্য পূর্কং তামাহ শ্রুতি রিতি ॥ ১ ॥

নবৈতিহ মধিকং পঠিতং, ত্রয়ং প্রমাণং কথমিতিচেৎ, তত্রাহ প্রত্যক্ষেহন্ত-
রিত্তি । অনির্দিষ্ট বক্তৃকতাগত পারম্পর্য্য প্রসিদ্ধ মৈতিহ্যং । যথা “ ইহবটে
যক্ষো নিবসতি ” ইতি । তচ্ছাদিমেণ পুংসা দৃষ্টত্বাৎ প্রত্যক্ষান্তর্গত মিত্তি ত্রয়-

অনন্তর, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ, এই তিনটি প্রমাণই
আচার্য্য স্বীকৃত । এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যের অভিমত যে উপমা-
নাদি প্রমাণ, তাহারা আচার্য্যস্বীকৃত ঐ তিনটি প্রমাণেরই
অন্তর্ভূত হয়, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন ।

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাণ । যথা,
শ্রীভাগবতে । “শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, অনুমান, এই
চারিটি প্রমাণ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, যে প্রথমতঃ কহিয়াছেন,
প্রত্যক্ষাদি তিনটি মাত্রই প্রমাণ । কিন্তু তদ্বিষয়ে যে
শ্রীমদ্ভাগবত বচন প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে ঐতিহ্য
একটি অতিরিক্ত হওয়ায়, চারিটি প্রমাণ রূপে প্রতীতি-
হেতুক স্ববাক্যবিরোধ হইতেছে । অতএব লিখিতেছেন ।

ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব হেতুক, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য,

প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যৎ তত্র মুখ্যা শ্রুতি ভবেৎ ॥ ২ ॥

প্রত্যক্ষ মনুমানঞ্চ যৎসাচিব্যেন শুদ্ধিমং ।

মায়ামুণ্ডাবলোকাদৌ প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি যৎ ॥

মেব প্রমাণং । দেশিকো মধ্ব মুনিঃ ॥ মনুশৈব মাহ । “প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমং । ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা” ॥ ইতি ॥ তত্র ত্রিষু প্রমাণেষু মধ্যে শ্রুতি অপৌরুষেয় বাক্য সংহতি মুখ্যা ভবেৎ, পর-মার্থ প্রমাপকত্বাৎ ॥ ২ ॥

মুখ্যত্বং দর্শয়িতু মাহ প্রত্যক্ষ মতি । যৎ সাচিব্যেন যস্য সাহায্যেন শুদ্ধি-মং প্রমাজনকং । যথা, দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডস্য পুংসঃ ভ্রান্ত্যা সত্যোহপ্যবিশ্বস্তে

ত্রিবিধই প্রমাণ কহিয়াছেন । (অর্থাৎ যাহার বক্তার নির্দেশ নাই, অথচ পরম্পরা প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই ঐতিহ্য কহে । যেমন, “এই বট বৃক্ষে যক্ষ বাস করে” এইরূপ একটি বাক্য চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু প্রথমতঃ যে পুরুষ দেখিয়াছে, তাহার অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইয়াছে । সুতরাং প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব হেতুক, ঐতিহ্য যে একটি অতি-রিক্ত প্রমাণ, ইহা স্বীকার করিতে হয় না । অতএব পূর্বোক্ত-বাক্যের আর কোন মতেই বিরোধ আশঙ্কা হইতে পারিল না । এবং উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুতিই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ॥ ২ ॥

একমাত্র শ্রুতিই যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ, ইহা পুনর্ব্বার যুক্তি সহকারে কহিতেছেন ।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহারা উভয়েই শব্দপ্রমাণ সাহায্যে প্রমাজনক হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কারণ মায়ামুণ্ডাবলোকনাদি স্থলেতে (অর্থাৎ ইন্দ্রজালাদি দ্বারা

অনুমা চাতিধূমেহদ্রৌ বৃষ্টি নির্বাপিতাগ্নিকে।

তদেবেদমিত্যাকাশ বাণ্যা প্রত্যক্ষং পরিশুদ্ধং। যথা চ ভোঃশীতাক্তাঃ পথিকাঃ
মাংসিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত, দৃষ্টং ময়া বৃষ্ট্যাহতাহধুনা স নির্বাণঃ। কিন্তু অগ্নিন্
ধূমোদগারিণি শৈলে সোহস্তি। ইত্যনুমানং চ পরিশুদ্ধং॥ স্বতন্ত্রে তু তে
সব্যভিচারে ভবত ইত্যাহ মায়েতি। যথা মায়াবী কিঞ্চনমুণ্ডং মায়ায়া দর্শয়িত্বা
আহ চৈত্রস্য মুণ্ডমিদমিতি। নচ তৎসত্য। ইতি প্রত্যক্ষস্য ব্যভিচারঃ। বৃষ্ট্যা
তৎক্ষণনির্বাপিতবলৌ চিরমাধকোদিত্বর ধূমে শৈলে, বহ্নিমান্ ধূমবজ্রাৎ। ইত্য-

মিথ্যা মুণ্ডাদি দর্শনে) প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইতেছে।
এবং যে পর্বতে তৎকাল বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্বাণ হইয়া,
অধিকতর ধূম উৎখিত হইয়া থাকে। তাহাতে অনুমানের
ব্যভিচার হইতেছে। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহারা
উভয়েই স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে॥ অর্থাৎ পূর্বে মায়ামুণ্ড দর্শনে
একবার ঐহার অবিশ্বাস হইয়াছে। তাঁহাকে সত্যমুণ্ড দর্শন
করাইলেও তিনি মিথ্যা রূপে বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু
সেই সময় যদি আকাশ বাণী হয়, যে “ইহা সত্য” তাহা
হইলে পুনর্বার তাঁহার বিশ্বাস উদ্বৃত্ত হয়। এবং এইরূপ,
পর্বতে বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্বাণ হইয়া অধিকতর ধূম উৎখিত
হওয়াতে অনুমানের ব্যভিচার হেতুক, যিনি অবিশ্বস্ত হইয়া-
ছেন। সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি কেহ উপদেশ প্রদান করেন,
যে আমি দেখিয়াছি ঐ পর্বতে বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্বাণ হেতুক
ধূম উৎখিত হইতেছে, উহাতে অগ্নি নাই। কিন্তু এই
পর্বতে যে ধূম দেখিতে পাওয়া বাইতেছে, ইহাতে যথার্থ
অগ্নি আছে। এস্থলে ঐ শব্দ প্রমাণ সাহায্য হেতুক বিশ্বাস
উৎপত্তি হওয়ায় অনুমানও পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব

অতঃ প্রমাণং তৎতচ্চ স্বতন্ত্রং নৈব সম্মতং ॥ ৩ ॥

অনুকূলো মতস্তর্কঃ শুদ্ধস্তু পরিবর্জিতঃ ॥ ৪ ॥

তথাহি বাজসনেয়িনঃ ॥

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥ ইতি ॥

মুমানস্য ব্যভিচারঃ । নেত্র জালাকরত্বাদি ধূম লক্ষণং চাত্রান্ত্যেব । অত ইতি ক্ষুটার্থঃ ॥ ৩ ॥

তর্হানুমানং পরিত্যাজ্য মিত্যেচৎ তত্রাহ অনুকূলইতি । ঋতার্থপোষকো-
নুকূলঃ । তদ্বিরোধী তু প্রতিকূল ইত্যর্থঃ । তর্কস্য ব্যাপ্তিগ্রহে শঙ্কা-
নিবর্তকত্বেনানুমানাস্ককত্বাৎ তদস্বীকারেণ তদঙ্গিনোহনুমানস্যাপ্যস্বীকারো-
বোধ্যঃ ॥ ৪ ॥

অনুকূল তর্কাস্বীকারে ঋতিমাহি আত্মেতি । অরে মৈত্রেয়ি ! আত্মা হরি-
দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ । তত্র সাধনমাহ শ্রোতব্যঃ বৈদিকগুরুমুখাৎ শ্রোত্রেণ
গ্রাহ্যঃ । মন্তব্যঃ বেদানুযায়িনা তর্কেণ নিশ্চেষ্টব্যঃ । নিদিধ্যাসিতব্যো দ্যাতিব্যঃ ।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহারা উভয়েই স্বতন্ত্ররূপে প্রমাজনক
হইতে পারে না । শব্দসাহায্যে প্রমাজনক হইয়া থাকে
ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৩ ॥

কেবল শুদ্ধ তর্কও যে পরিত্যাজ্য তাহাও কহিতেছেন ।

ঋতার্থ পোষক যে তর্ক তাহাই স্বীকার্য্য, ও তদ্বিপরীত
বিরোধি তর্ক পরিত্যাজ্য হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অনুকূল তর্ক স্বীকার বিষয়ে ঋতি দেখাইতেছেন ।

যথা, বাজসনেয় ঋতি । “ অরে মৈত্রেয়ি ! আত্মার
সাক্ষাৎকার করিবে । এবং ঐ সাক্ষাৎকারের সাধনভূত, প্রথ-
মতঃ বৈদিকগুরুমুখ হইতে শ্রবণ, ও শ্রবণ হইলে বেদানু-

কাঠকাঃ ॥

নৈষা তর্কেণ মতি রাপণেয়া প্রোক্তান্যেন সৃজ্ঞানায়
প্রের্ত ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

স্মৃতিশ্চ ॥

পূর্বাপরাবিরোধেন কোহত্রার্থোহভিমতো ভবেৎ ।

ইত্যাদ্য মূহনং তর্কঃ শুকতর্কন্ত বর্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৬ ॥

অত্র ধ্যানমেব বিধেয়মপ্রাপ্তত্বাৎ স্বাধ্যায়বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ শ্রবণস্য তৎপ্রতিষ্ঠার্থ-
স্বান্মননস্য চালুবাদ এব ॥ প্রতিকূলতর্কত্যাগে প্রতিমাহ নৈষেতি । হে প্রের্ত !
হে নচিকেত ! এষা ব্রহ্মজ্ঞানার্হা মতি স্বয়া শুক্লেণ তর্কেণ নাপনেয়া ন ভ্রংশ-
নীয়া । তর্হি জ্ঞানং কথং ভবেৎ তত্রাহ প্রোক্তেতি । অন্যেন বৈদিকেণ গুরুণা
প্রোক্তা উপ দষ্টা সতী সা সৃজ্ঞানায় প্রমায়ৈ ভাবিনী ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

উক্তাং ব্যবস্থাং প্রমাণয়তি পূর্বাপরেতি ॥ ৬ ॥

যায়ী তর্ক দ্বারা উহারই মনন (অর্থাৎ তদর্থ নিশ্চয়) এবং
তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিবে ” ॥ ইতি ॥

অনন্তর প্রতিকূল তর্ক (বেদ বিরোধি তর্ক) পরিত্যাগ
করিবার প্রতি দেখাইতেছেন । যথা, কঠোপনিষদে । “হে
প্রের্ত ! নচিকেত ! ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য এই মতি, কেবল শুক-
তর্ক দ্বারা ভ্রংশ করা বিধেয় নহে । বেদজ্ঞ গুরু কর্তৃক
শিক্ষিত হইলে সৃজ্ঞানের নিমিত্ত হইবে” ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক উক্ত ব্যবস্থা প্রমাণিত
করিতেছেন । স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে । যথা, “পূর্বাপর
অবিরোধে কোন্ অর্থটি অভিমত হইতে পারে, ইত্যাদি
উহনই তর্ক, এবং উহাই গ্রাহ্য । শুক তর্ক পরিবর্জন
করিবে” ॥ ৬ ॥

না বেদবিদুষাং যস্মাৎ ব্রহ্মধী রূপজায়তে ।
যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম তস্মান্মুখ্যা শ্রুতি র্ততা ॥
তথাহি শ্রুতিঃ ॥

নাঐদেবিন্মনুতে তং বৃহন্তং ॥ ইতি ॥

ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ॥ ইতি চ ॥ ৭ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণং

নবমং প্রমেয়ং ॥ *

অম্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চ শ্রুতেঃ প্রাধান্যং, দর্শয়ন্ উপসংহরতি নাবেদেতি ।
অবেদবিদুষাং বেদজ্ঞানরহিতানাং তার্কিকাদীনাং যস্মাৎ ব্রহ্মধী ন জায়তে ।
ইতি ব্যতিরেকঃ । যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম ইত্যম্বয়শ্চ । নাবেদেত্যাজ্ঞাক্তার্থং ॥ ৭ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

অনন্তর অম্বয়ও ব্যতিরেক দ্বারা শ্রুতিরই প্রাধান্য প্রদর্শন
পূর্বক উপসংহার করিতেছেন ।

যেহেতু বেদজ্ঞানরহিত কেবল তার্কিকাদির ব্রহ্মজ্ঞান
হইতেই পারে না, কারণ ব্রহ্ম উপনিষৎ প্রতিপাদ্য হয়েন ।
অতএব শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ, ইহা নির্ণীত হইল ॥

বেদজ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না । এতদ্বি-
ষয়ে শ্রুতি কহিতেছেন । শ্রুতি যথা, “বেদজ্ঞান রহিত ব্যক্তি
কখনই ব্রহ্ম জানিতে পারে না” ॥ ইতি ॥

এবং ব্রহ্ম যে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য তদ্বিষয়েও শ্রুতি
কহিতেছেন । যথা, “উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা
করি” ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবলীতে প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণ নামক

নবম প্রমেয় ॥ *

॥ এবমুক্তং প্রাচা ॥

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তদ্বতো-
ভেদো জীবগণা হরে রনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ ।
মুক্তি নৈজস্বখানুভূতি রমলা ভক্তিঞ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণ মথিলান্নায়ৈক বেদ্যো হরিঃ ॥
ইতি ॥

যানি অস্বংপূর্বাচার্যোণ প্রমেয়ামুপাত্তানি তান্যেবাত্র ময়াপীত্যাহ এব-
মুক্তং প্রাচেতি, শ্রীমদिति । অনুচরাঃ দাসাঃ, নিত্যশ্চ । নীচোচ্চ ভাবং সাধন-
ভেদৈঃ ফল তারতম্যং । মুক্তি নৈজৈতি । “মুক্তির্হিছান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যব-
স্থিতিঃ” ॥ ইতি শ্রীভাগবতাৎ । বৈমুখ্যরচিতং দেবমানবাদিভাবং তৎসামুখ্যেণ
হিহা সাক্ষাৎকৃতেন চিৎস্বথেন বিজ্ঞাতৃণা স্বরূপেণ স্থিতি মূর্ত্তিঃ ইত্যর্থঃ ॥
অনুবিজ্ঞান স্বথং বিজ্ঞাতৃ হরেদাসভূতং জীৱ্মা নৈজঃ রূপং । দাসাং চ তদ-
জ্জিলাভাবিনাভূত মिति “মোক্শং বিযুক্তিলাভং” ইত্যনেনাবিরুদ্ধং ॥ বিক-
শিতার্থ মন্যৎ ॥ গ্রন্থ মুপসংহরং স্তস্যোপাদেয়ত্ব মাহ আনন্দেতি স্ফুটার্থং ॥

এইরূপে পূর্বোক্ত গ্রন্থ সমুদয়ে নয়টি প্রমেয় নির্ণয়
করিয়া, ঐ নয়টি প্রমেয় যে কেবল স্বকপোল কল্পিত
নহে । উহা পূর্বাচার্য্য শ্রীমদানন্দ তীর্থ কর্তৃক প্রদর্শিত ।
ইহা প্রাচীন শ্লোক দ্বারা দৃঢ়তর করিবার মানসে কহিতে-
ছেন । আমি যে নয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত করিয়াছি । উহা
পূর্বাচার্য্য কর্তৃক প্রদর্শিত, ইহা প্রাচীনেরাও কহিয়াছেন ।
যথা, “শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মতে একমাত্র হরিই পরতম বস্তু,
জগৎ ও তদগত ভেদও সত্য, এবং জীবগণ হরির অনুচর,
ও পরস্পর উচ্চ নীচভাব প্রাপ্ত, (অর্থাৎ সাধনভেদে তাহা-
দিগের ফলগত তারতম্য হইয়া থাকে) জীবের নিজস্বখানু-

আনন্দতীর্থে রচিতানি যস্তাং প্রমেয় রত্নানি নবৈব সন্তি ।
প্রমেয়রত্নাবলি-রাদরেণ প্রধীভি রেষা হৃদয়ে নিধেয়া ॥

ত্বন্তেহপি হৃদিস্বাভীষ্টক্ষুরণং মঙ্গলমাচরতি নিত্যমিতি । অত্র শ্রীকৃষ্ণঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বপূর্বচতুর্থো রসিক যুরারিচ্চ ইতিত্রয়ঃ । প্রথম পক্ষে
চৈতন্যাত্মা চিদ্বিগ্রহঃ । গজপতি গ্রাহগ্রস্তো গজেন্দ্রঃ । দ্বিতীয়ে চৈতন্য-
নামা আত্মা বিগ্রহঃ শচ্যাং জগন্নাথমিশ্রাৎ প্রকটঃ । গজপতিঃ প্রতাপ-
কুদ্রো নৃপতিঃ । তৃতীয়ে চৈতন্যাত্মা শচীসুতনিবিষ্টচিত্তঃ । গজপতি গোপাল-
দাসাখ্যঃ কবিঃ ॥

ভবই মোক্ষ, (ইহাতে করিয়া পূর্বের উক্ত হইয়াছে, যে
বিষ্ণুর চরণলাভই মোক্ষ, ইহার সহিত বিরোধ হইতে
পারিল না, কারণ, জীব স্বরূপতই ভগবান্ হরির দাস, ঐ দাসত্ব
তচ্চরণ লাভ বিনা হইতে পারে না । অতএব পূর্ববাক্যের
সহিত আর বিরোধ হইল না) এবং তাঁহার অমলা ভক্তিই
উক্ত মোক্ষের একমাত্র সাধন । এবং প্রত্যক্ষাদি তিনটি-
মাত্র প্রমাণ, এবং ভগবান্ হরি অখিল বেদের বেদ্য ” ॥
ইতি ॥ ১ ॥

এইরূপে গ্রন্থের উপসংহার পূর্বক, এক্ষণে তাহার উপা-
দেয়তা কহিতেছেন । আনন্দতীর্থ আচার্য্য যে সকল প্রমেয়
প্রদর্শিত করিয়াছেন । সেই সকল প্রমেয় এই প্রমেয়-
রত্নাবলীতে নিবেশিত হইয়াছে । অতএব মনীষিগণ এই
প্রমেয়-রত্নাবলী আদরপূর্বক হৃদয়ে ধারণ করিবেন ॥ ২ ॥

অনন্তর গ্রন্থ সমাপনেও, চিন্তে স্বীয় অভীষ্টদেব স্মৃতি
প্রার্থনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ।

প্রমেয় রত্নাবলী ।

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারি নঃ ।
নিরবদ্যো নিরুতিমান্ গজপতি রনুকম্পয়া যন্ত ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবলী পূর্তি মগাৎ ॥ *



বেদান্তবাগীশ কৃত প্রশাশা প্রমেয়রত্নাবলীকাস্তিমালা ।
গোবিন্দ পাদাম্বুজ ভক্তিভাজাং ভুয়াৎ সতাং লোচন রোচনীয়ং ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাঃ কাস্তিমালা টিপ্পনী সম্পূর্ণা ॥ *



চৈতন্যাত্মা মুরারি আমাদিগের হৃদয়ে নিত্য বাস করুন ।
ঈশ্বর অনুকম্পায় গজপতি নিরবদ্য ও নিরুতিমান্ হইয়া-
ছিলেন ॥ ওঁ ওঁ ওঁ ॥

